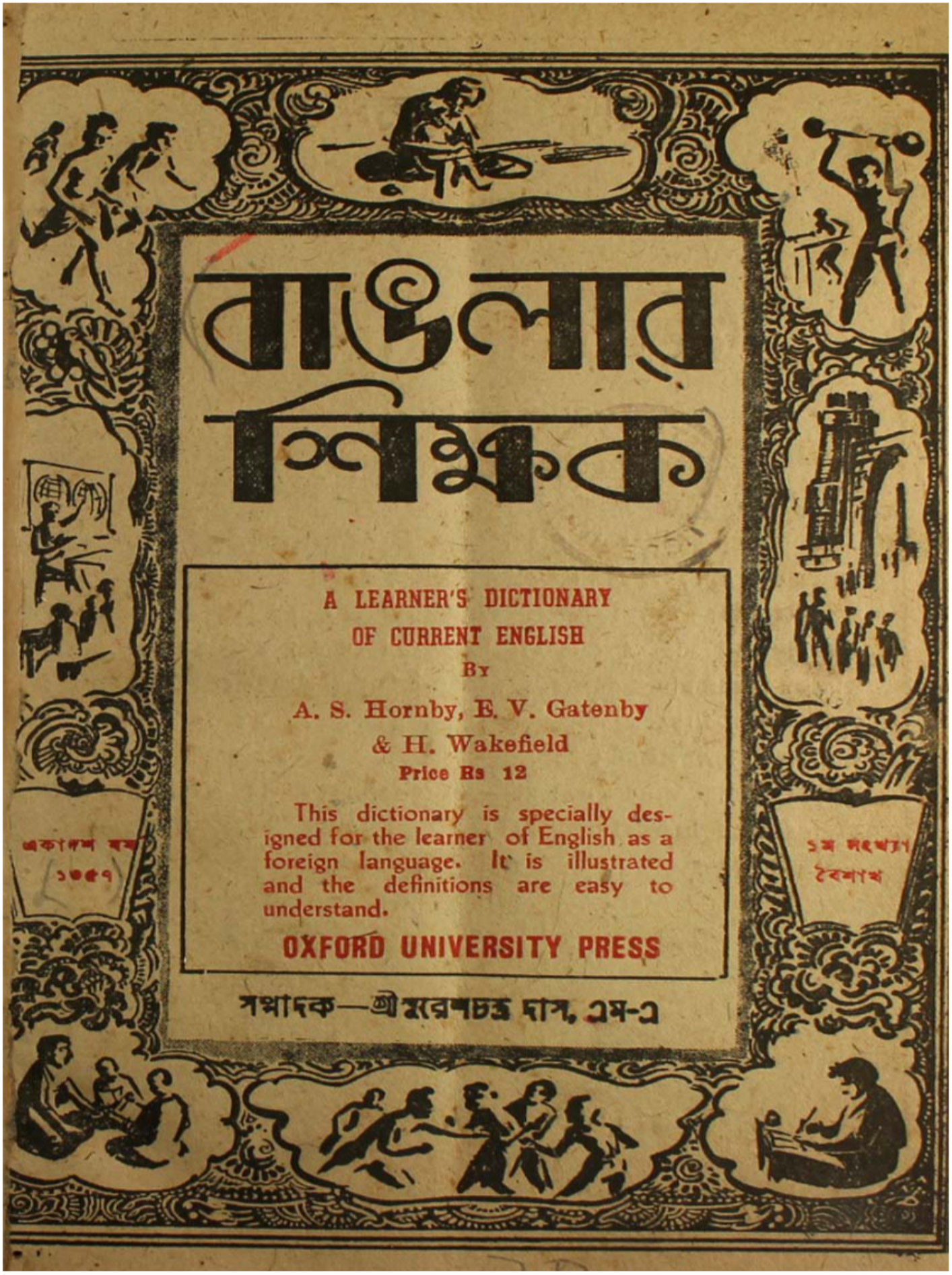

# বাঙলার শিক্ষক

A LEARNER'S DICTIONARY
OF CURRENT ENGLISH
By
A. S. Hornby, E. V. Gatenby
& H. Wakefield
Price Rs 12

This dictionary is specially designed for the learner of English as a foreign language. It is illustrated and the definitions are easy to understand.

OXFORD UNIVERSITY PRESS

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

১ম সংখ্যা
বৈশাখ

সম্পাদক—শ্রীমরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক

এম-এ, পি-এইচ ডি

প্রণীত—

# কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

# উজ্জ্বল ভারত

( মাসিক পত্র ঃ তৃতীয় বর্ষ )

সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্য্যালয়—১৮এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

এতদিনকার প্রচলিত মাপে আজিকার জগতকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। আজিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। উজ্জ্বল ভারত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতেছে।

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভি: পি: যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে নূতন গ্রাহক এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, বহুতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।


স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

—স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

ইহাতে পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷৹

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা শ্রীমতী অরুণাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৪।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

370.5
B 22 C.

১১শ বর্ষ ] বৈশাখ, ১৩৫৭ [ ১ম সংখ্যা

# উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষা

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-টি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছুটির তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে রবিবার বাদ দিয়া বৎসরের মধ্যে তিন মাসের উপর থাকে ছুটি। আবার ছুটির উপলক্ষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হইতেছে কোন না কোন উৎসব—সামাজিক বা ধর্মবিষয়ক। বিদ্যালয়ে ছুটি দিবার প্রথা যখন প্রবর্তিত হইয়াছিল তখন উৎসবের জন্য কেন যে ছুটি দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে পারি না। বিদ্যালয়ে ছুটির প্রয়োজন আছে—ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষ হইতে। বিদ্যালয়ে দিনের পর দিন শিশুদের মগজে যে বিভিন্ন বিষয়ে নানারূপ তথ্য প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করা হয় তাহা দানা বাঁধিবার জন্য বা ইংরাজীতে যাহাকে বলে Consolidate করিবার জন্য অবশ্য একটা সময় চাই এবং শিশুদের পক্ষ হইতে ছুটির প্রয়োজন এই জন্যই। শিক্ষকেরও ছুটির প্রয়োজন নিজের কর্মক্লান্ত জীবনকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য।

কিন্তু উৎসবের জন্য বিদ্যালয়ের ছুটি দিবার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশে বিভিন্ন সমাজে যে উৎসবগুলি যে ভাবে পালিত হয় তাহাতে শিশুদের করণীয় কিছু আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আমাদের দেশের যে কোন বিদ্যালয়ে দেখা যাইবে নানাজাতি, সমাজ ও ধর্মাবলম্বী শিশুদের সমাবেশ। বিভিন্ন জাতি ও সমাজের ধর্ম ও সামাজিক উৎসবে ছুটি দিতে গেলেই ছুটির তালিকা যায় বাড়িয়া। একটা মস্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকায় নানারকম ধর্ম উৎসবের নাম থাকে বটে—কিন্তু ছাত্রেরা এমন কি অনেক শিক্ষক-মহাশয়ও বিভিন্ন ধর্মোৎসবের তাৎপর্য ভালভাবে বুঝেন না। যদি বিশেষভাবে সন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে

যে শিশুরা এই ছুটির দিনগুলি কাটায় খেলাধূলা ও গল্প-গুজব করিয়া এবং শিক্ষক-মহাশয়রা কাটান আলস্যে। এই সম্বন্ধে আর একটা কথাও ভাবিবার আছে। মাঝে মাঝে ২।১ দিন ছুটকো ছাটকা ছুটিতে না হয় শিশুদের সত্যিকার উপকার, না আসে ইহা শিক্ষকদের কোন কাজে।

উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছুটি না দিয়া বিদ্যালয়ে উৎসবগুলি উদ্‌যাপন করিবার ব্যবস্থা করিলে আমরা শিশুদের বৈচিত্র্যবিহীন বিদ্যালয়-জীবনকে আনন্দময় করিতে পারি এবং উৎসবগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়া শিশুদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধিও করিতে পারি। উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর শিক্ষা কিরূপ আগাইয়া যাইতে পারে তাহাই এই প্রবন্ধে আমি আলোচনা করিব।

বিদ্যালয়ে পালনীয় উৎসবগুলিকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) ধর্মোৎসব যেমন দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, মহরম, শুভফাইতে ইত্যাদি।

(২) সামাজিক উৎসব—মদার, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদি।

(৩) ঋতু—উৎসব—বসন্তোৎসব, বর্ষা মঙ্গল, পয়লা বৈশাখ ইত্যাদি।

(৪) মহাপুরুষ দিবস—

(৫) রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস—যেমন—২৬শে জানুয়ারী, ১৫ আগষ্ট ইত্যাদি।

(৬) শিক্ষায়তনের স্মরণীয় দিবস—যেমন বিদ্যালয় স্থাপন দিবস, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দিবস, প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলন দিবস, ইত্যাদি।

বৎসরের প্রথমেই শিক্ষক-মহাশয়দের একত্রে বসিয়া স্থির করা উচিত কোন্ কোন্ উৎসব বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপন করা সম্ভব হইবে। বিদ্যালয়ে পালনযোগ্য উৎসবগুলির তালিকা এমন স্থানে টাঙাইয়া রাখা দরকার যাহাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। উৎসবের তালিকা করিবার সময় আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের উৎসবে যেন বালিকারা স্থান পায়।

কোন্‌প্রকার উৎসব কি-ভাবে পালন করিলে শিশুরা আনন্দ পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও লাভ করিবে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাউক :—

(১) ধর্মোৎসব :—

আমাদের দেশে ধর্মের নামে যত অনর্থ হইয়াছে আর কোন কিছুর দোহাই দিয়া তত্রূপ হয় নাই। ধর্মের প্রকৃত তথ্যের দিক দিয়া আলোচনা করিলে সকল ধর্মের মধ্যেই মিল পাওয়া যায়। বিরোধ আরম্ভ হয় ধর্মের ব্যবহারিক এবং আনুষ্ঠানিক দিক লইয়া। পর ধর্মের তথ্যগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ধর্ম বিদ্বেষের কারণ। বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত করিবার জন্যই বিদ্যালয়ে ধর্মোৎসব পালন

করা উচিত। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বিশেষ বিশেষ দিনগুলি উদ্‌যাপন করিতে হইবে। যে উৎসবটি পালন করা হইবে তাহার তাৎপর্য কি তাহা শিশুদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই সম্বন্ধে শিশুদের প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি পাঠ করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। যে দিবসটি বিদ্যালয়ে পালন করা হইবে, তাহার ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক দিকের যে অংশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আঘাত লাগিতে পারে তাহা ত্যাগ করা উচিত। শিক্ষক-মহাশয়দের পরিচালনায় যে কোন ধর্মোৎসব এমনভাবে উদ্‌যাপন করিতে হইবে যাহাতে সকল ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েরা যোগ দিতে পারে। এই উৎসব বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া শিশুদের অভিভাবক ও গ্রামের লোকদের যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

(২) সামাজিক উৎসব :—

আমাদের দেশে বার মাসে তের পার্বণ প্রচলিত ছিল এবং এখনও পল্লী-গ্রামে আছে। এই সকল পার্বণের প্রধান লক্ষ্যই ছিল গ্রামের বিভিন্ন লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা এই সকল সামাজিক উৎসবকে বর্বরতা মনে করিয়া বর্জন করিতে চলিয়াছিলাম। এখন আবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এই উৎসবগুলির দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। মঘান্ন, পিঠে সংক্রান্তি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলি বিদ্যালয়ে শিশুদের লইয়া উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই সকল উৎসবে খাওয়া দাওয়াটাই প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক শিশুদের সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে। রান্না এবং পরিবেশন করিতে গিয়া শিশুরা শিখিবে সহযোগিতার মর্য্যাদা। পল্লী-গ্রামে খাওয়া দাওয়া লইয়াই জাতি-ভেদের গণ্ডী সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয়ে এই সকল সামাজিক উৎসব পালন উপলক্ষে সকল শ্রেণীর শিশুদের এক সঙ্গে রান্না, পরিবেশন ও খাওয়া প্রচলিত জাতি-ভেদ প্রথার বন্ধন শিথিল করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রীতির বীজ রোপন করিবে। এই সকল উৎসব সম্বন্ধে আমাদের দেশের কবিদের লেখা অনেক কবিতা ও গল্প আছে। সেই সকল কবিতা ও গল্প শিশুদের আবৃত্তি ও আলোচনা করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। শিশুরা বেশীর ভাগই এক গ্রামের হইলেও কেহ কেহ অন্য জায়গায় এই উৎসবটি কেমন করিয়া উৎযাপিত হয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিতে পারে। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন গ্রামে বা জেলায় গিয়াছেন। শিক্ষক ও ছাত্ররা বিভিন্ন গ্রাম বা জেলায় এই উৎসব-গুলি কিরূপভাবে পালিত হয় তাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিবেন। ইহাতে শিশুদের মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়িবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। সামাজিক উৎসবগুলি পালন উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে নানা রকম আমোদ-প্রমোদের প্রচলন দেখা যায়।

এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদ অনাবিলভাবে ও বিশুদ্ধ আকারে বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে প্রচলন করা যাইতে পারে।

(৩) ঋতু উৎসব :—অন্যান্য দেশে ছয়টি ঋতু পুস্তকের পৃষ্ঠায় বর্তমান। কিন্তু প্রকৃতির দান এই বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর অস্তিত্ব বেশ অনুভব করা যায়। এই ছয়টি ঋতুই বাঙালীদের প্রাণে ছোঁয়া দিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার অন্যান্য বিশিষ্ট কবিরা এই ঋতুগুলি সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যালয়ে এই ঋতু উৎসবগুলি পালন করা উচিত। এই সকল উৎসবে এই ঋতুর উপযোগী গান কবিতা প্রভৃতি শিশুদের দ্বারা গাওয়ান ও আবৃত্তি করান যাইতে পারে। এই সকল ঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া নাটক রচনা করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মনে ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন ছাপ দিবে তেমনি ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান বিনা চেষ্টায় অনেকটা আগাইয়া যাইবে।

(৪) মহাপুরুষ দিবস :—মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পালন করা উচিত। ঐ দিবস গুলিতে মহাপুরুষদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে ছেলেদের উৎসাহিত করা উচিত। মহাপুরুষদের জন্মস্থান, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি ম্যাপের সাহায্যে শিশুদের দেখাইলে তাহারা আনন্দ পাইবে এবং দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও করিতে পারিবে। মহাপুরুষদের বাণী হইতে সার্বজনীন বিভেদহীন অংশগুলি বাছিয়া শিশুদের মধ্যে যাহাদের হাতের লেখা ভাল তাহাদের দ্বারা লিখাইয়া দেওয়ালে টাঙান উচিত। মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি ও তাঁহাদের বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রের ছবি শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সাহায্যে আঁকিবার চেষ্টা করিবেন। মহাপুরুষদের জন্ম, কর্ম ও বাণী দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিশুদের বয়স ও বোধ শক্তির অনুযায়ী করিয়া তাহাদের কাছে সাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা যাইতে পারে।

(৫) রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস :—প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে কতকগুলি দিবস চিরস্মরণীয় হইয়া আছে ও থাকিবে। ঐ সকল দিবসে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়াছে যাহা জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে রাখা উচিত। ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ আগষ্ট, ৪ঠা জুন, ৩১শে জানুয়ারী প্রভৃতি দিবস ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকিবে। বিদ্যালয়ে এই সকল দিবস পালন করিতে হইবে এবং তাহাদের তাৎপর্য শিশুদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় দিবসগুলি কেন চির স্মরণীয় হইয়াছে, কোন্ বৎসর প্রথম সেই ঘটনাটি হয় এবং ঐ দিনে প্রধান প্রধান নেতা কে কে ছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য শিশুদের সুযোগ দিতে হইবে। দেশের ম্যাপ আঁকিয়া সেই ঘটনাস্থলগুলি দেখাইয়া দিলে শিশুদের মনে জায়গাগুলি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। বিশিষ্ট দিনগুলির প্রধান প্রধান নেতাদের ছবি

আঁকিবার জন্য এবং তাঁহাদের বাণী সংকলন করিবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করা উচিত।

(৬) বিদ্যালয়ে স্মরণীয় দিবস :—অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের শিক্ষায়তনগুলির একটা অভাব সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে। প্রত্যেক দেশে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের বিদ্যালয়ের প্রতি একটা মমত্ববোধ থাকে। জীবনে যত বড় প্রতিষ্ঠাই কেহ লাভ করুন না কেন তাঁহার প্রাক্তন বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি থাকে একটা প্রবল আকর্ষণ। বিদ্যালয়ের ভাল মন্দর দিকে থাকে ছাত্রের একটা আন্তরিক টান। ইহার কারণ অন্যান্য দেশে বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গান, বিশিষ্ট পোষাক ও কতকগুলি দিবস পালন করিয়া শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্রছাত্রীদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ব জাগাইবার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশেও বিদ্যালয়-স্থাপন দিবস, প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন দিবস, বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন-দিবস প্রভৃতি প্রচলন করা উচিত। এই সকল দিবসের মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষক, বর্তমান ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগসূত্র ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হইবে। এই সকল দিবসে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছোট খাট একটি exhibition বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। এই প্রদর্শনীতে দেখান হইবে শিশুদের হাতের কাজ। বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিষ্কারভাবে বড় বড় করিয়া লিখিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাহারা জীবনের বিভিন্ন দিকে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাদের ছবি ও তাহাদের কীর্তিকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের বিশেষ পোষাক সকল ছাত্র ও শিক্ষক এই দিন যাহাতে পরিয়া আসেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সকল দিবসে পৌরোহিত্য করিবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদেরই আহ্বান করা উচিত।

উপরে কয়েক প্রকার উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এখন উৎসব পালন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু'-এক কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। বিদ্যালয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করিবার পরিকল্পনা শিশুদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শিশুদের মধ্যে কয়েকটি Sub-committee গঠন করিয়া বিভিন্ন কাজের ভার তাহাদেরই উপর দিতে হইবে। ইহাতে শিশুদের মধ্যে জাগরিত হইবে দায়িত্বজ্ঞান এবং পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব। বিভিন্ন উৎসব পরিচালনা করিবার ভার বিভিন্ন ছাত্রের হাতে থাকিলে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্ব করিবার ও দায়িত্ব লইবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক উৎসবে বিদ্যালয় সাজাইবার সময় লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে নূতনত্ব থাকে। অল্প খরচ বা বিনা খরচে এবং গ্রামে বা বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায় এইরূপ জিনিস লইয়া বিদ্যালয়-গৃহ সাজাইবার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করিতে হইবে। বিদ্যালয় সাজান, পরিকল্পনা প্রভৃতি ইহার ভিতর দিয়া শিশুদের যাহাতে রুচি-বোধ জাগরিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক উৎসব শেষ হইবার দু'-এক দিনের মধ্যেই শিক্ষকমণ্ডলী বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের লইয়া

উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। উৎসবটি উদ্‌যাপনে কোথায় দোষ-ত্রুটি হইয়াছে এবং কি করিলেই বা এই দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা যাইবে—এই সকল বিষয় শিশুদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা উচিত। ইহাতে শিশুদের বিচার-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। উৎসব-পালন বিষয়ে একটা সতর্কবাণী মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। উৎসব উদ্‌যাপন করিতে হইবে বলিয়া বিদ্যালয়ে উৎসবের সংখ্যা খুব বেশী যেন না হয়। বেশী সংখ্যক উৎসব উদ্‌যাপন করিতে গেলে শিশুদের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। যখন কোন উৎসব উদ্‌যাপন করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইবে তখন দেখিতে হইবে যে কত বেশী সংখ্যক শিশুদের আমরা ইহার মধ্যে অংশ দিতে পারি। একটা উৎসবে যাহারা বাদ পড়িল, অন্য উৎসব পালন করিবার সময় তাহাদের সুযোগ দান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উৎসবগুলি উদ্‌যাপন করিবার ইচ্ছা যেন শিশুদের মধ্যেই জাগরিত হয়। শিশুরা যেন মনে না করে যে উৎসবগুলি পালন করিবার দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ের উপর জোর করিয়া চাপান হইতেছে।

---

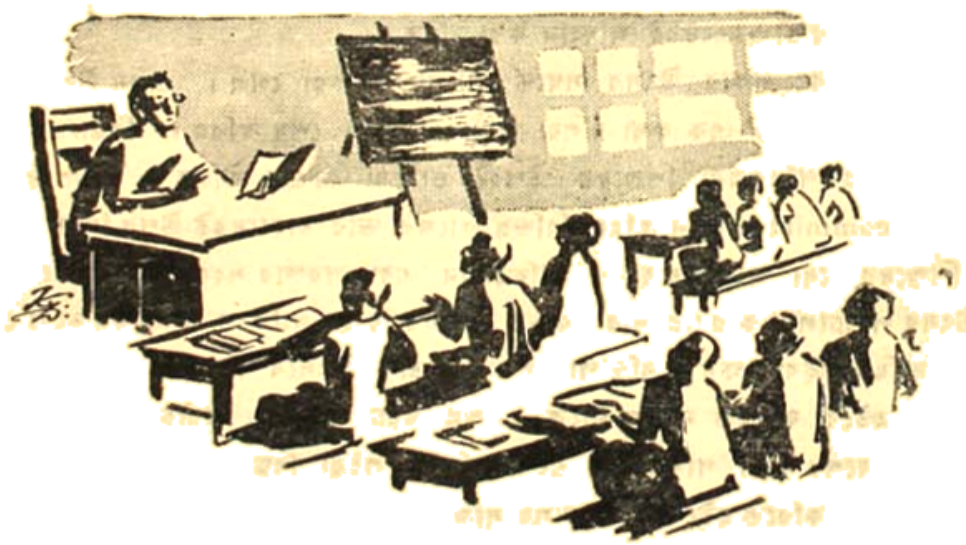

# মনেরই গহনে

রুবি চ্যাটার্জী, এম-এ, বি-টি

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কার্য করি যাহাকে আমরা অনিচ্ছাকৃত বলিয়া থাকি। কিন্তু বর্তমান মনোবিদ্যার সাহায্যে আলোচনা করিলে দেখা যায় বেশীর ভাগ কার্যই আমাদের ইচ্ছাকৃত। অনেক ইচ্ছার অস্তিত্ব পরিস্ফুট আকারে বর্তমান থাকে। তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে মনোবিদ্যার সাহায্যের প্রয়োজন হয়না। যেমন, বাড়ীতেই বই পড়িয়া সন্ধ্যাটা কাটাইব, না বন্ধুর বাড়ী গিয়া গল্প করিব—এই দুইএর মধ্যে অনেক চিন্তা করিয়া ঠিক করিলাম বাড়ীতেই বই পড়িয়া সন্ধ্যাবেলাটা কাটাইব। এই ক্ষেত্রে এই ইচ্ছাই স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে উদিত হইল। বর্তমান প্রয়োজনের সংগে মিলাইয়া এই ইচ্ছা প্রাধান্য লাভ করিল।

এই ধরণের কার্য ছাড়া আমরা যাহাকে বলি অন্যমনস্কভাবে কাজ করা—তাহার মূলে মানসিক বিশ্লেষণের দ্বারা ইচ্ছার অস্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন, আমার এক বন্ধু আমার নিকট হইতে একটি বই লইয়াছে পড়িবার জন্য। পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, ফিরত দিবে ঠিক করিয়াছে কিন্তু ভুলিয়া যায়। একবার নহে, বহুবার এই ধরণের ভুল হইতেছে। সে যে ইচ্ছার বশে বই ফিরত দিতেছে না, সেকথা সে স্বীকার করে না—বলে নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়াছে। এই ভুলের পশ্চাতে যে কারণ আছে তাহা তাহার কাছেই স্পষ্ট নহে, সেই জন্য সে অন্য কারণ দেখাইয়াছে এবং তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করে। এরূপ মন-গড়া কারণ দেখানোকে মনোবিদেরা বলেন যুক্তাভাস (rationalization)। এই এই যুক্তাভাস আকস্মিক নহে। উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে মনের যে ইচ্ছা চেতনার বহির্ভূত ছিল মানসিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইল। বইটির মধ্যে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ ছিল যাহা তাহার নিজের জীবনের একটি অনুরূপ ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়। এই ঘটনাটি প্রীতিকর হইলেও পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের বিরোধী। এই যোগাযোগ থাকার ফলে অজ্ঞাতভাবেই বইটি সে কাছ ছাড়া করিতে অনিচ্ছুক ছিল। ইহাই সে তাহার এই কার্যের উদ্ভাবক তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর দুই প্রকার কার্যের পশ্চাতেই ইচ্ছা বর্তমান। উপরে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা ইহাই বুঝি যে যাহা সুখদায়ক তাহাই আমরা চাই। কিন্তু মনঃবিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় পীড়িত হওয়ার ইচ্ছাও একটি সহজাত ইচ্ছা। ছাত্র যখন স্কুলের পড়া তৈয়ারী না করিয়া যায় এবং মাষ্টার মশাইর কাছে বেত্রাঘাত খাইয়াও পুনরায় বিনা কারণে বা কোনও মন-গড়া কারণ দেখাইয়া পড়ার ফাঁকি দেয়, তখন তাহার

আচরণের উদ্দীপক তাহার এই নির্বাসিত হওয়ার ইচ্ছা। ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্পষ্ট নহে কারণ নির্জ্ঞান মনের পরিচালনাতেই সে এই কার্য করিয়াছে।

অনেক ইচ্ছা কেন চেতনার বাহিরে থাকে তাহা বলিবার পূর্বে মনোবিৎ পণ্ডিতেরা এই ইচ্ছাগুলিকে কি ভাবে ভাগ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

ফ্রয়েড তিনটি বিভাগ করিয়াছেন :—

১। Conscious অর্থাৎ চেতনার অন্তর্গত বা সংজ্ঞান।

২। Preconscious—যাহা চেষ্টার দ্বারা চেতনায় আনিতে পারা যায় বা আসংজ্ঞান।

৩। Unconscious—যাহা চেতনায় আনিতে পারা যায় না।

যে ইচ্ছা অজ্ঞাত থাকিয়া আমাদের নানা কার্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহাকে বলা হয় অবদমিত ইচ্ছা বা গূঢ়ৈষা ( Complex )। এই অবদমিত ইচ্ছা যে আকারে চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করে, তাহাকে প্রতীকরূপ ( Symbolic manifestation ) বলা হয়। যে ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বই ফিরত দিতে ভুল হওয়া একটি প্রতীক ক্রিয়া—যাহার মধ্য দিয়া সে বন্ধুটি তাহার অবদমিত ইচ্ছা পূরণ করিতেছিল।

এখানে আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে এরূপ ইচ্ছা নির্জ্ঞানে থাকিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি আছে যাহা অনেক সময়েই শিক্ষা দীক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের বিরোধী। এই অসামাজিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতা লাভের পথে সামাজিক শাসনে ভয় অন্যায়, পাপ পুণ্য, কর্তব্য অকর্তব্য ইত্যাদি নানা বিবেক বুদ্ধি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে। তখন এই ইচ্ছাগুলি বাহিরের বাধানিষেধের অপেক্ষা না রাখিয়া মনের নির্জ্ঞান প্রদেশে চলিয়া যায়। ইহাকে বলা হয় repression বা অবদমন। অবদমিত ইচ্ছা সংজ্ঞানে আনিলে বা আসিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া মানসিক শান্তিভঙ্গ হয়। এই জন্য এগুলিকে আমরা নির্জ্ঞানের রাজ্যে নির্বাসন দিয়া থাকি। কিন্তু নির্বাসন দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই যে ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা শান্ত অবস্থায় থাকে, এমন নহে। আবদ্ধ শক্তিশালী বন্য পশুর মত ইহারা কেবলই সুযোগ খুঁজিতে থাকে বাহিরে আসিয়া নিজ অস্তিত্ব সাধনের। সুস্থ স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় যখন আমরা থাকি—এই অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ সম্ভব নহে। ভুল, ভ্রান্তি, আবেগজ কার্যের মধ্য দিয়া এবং স্বপ্নে ইহারা পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে।

অজ্ঞাত ইচ্ছার বিরোধী শক্তিকে মনের প্রহরী ( censor ) বলা হয়। নিদ্রিত অবস্থায়, মানসিক অবসাদ বা উত্তেজনার সময়ে প্রহরী সমান সজাগ থাকে না। সেই জন্য দেখা যায়, এই সকল অবস্থাতে প্রায়ই এই ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞানে আসিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের কার্যকলাপের উদ্দীপক হিসাবে কার্য করে। অনেক মনোবিদের মতে ধর্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান,

পাপপুণ্যবোধ ইত্যাদি মনের প্রহরীরূপে কাজ করে। আবার অনেকে বলেন যে, এই প্রহরী রুদ্ধ ইচ্ছার বিরুদ্ধ ইচ্ছা।

মনের প্রহরী যত অসতর্ক থাকিবে রুদ্ধ ইচ্ছা তত অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রহরী সজাগ থাকিলে ইহারা তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বাহির হইয়া আসে। রুদ্ধ ইচ্ছার এরূপভাবে প্রকাশকে প্রতীকরূপ বলে।

রুদ্ধ ইচ্ছার ছদ্মবেশে প্রকাশের আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। এক ভদ্রমহিলা তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক কন্যাকে ডাক্তারের কাছে লইয়া যান এবং বলেন যে বহুদিন যাবৎ অসুস্থ। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে শিশুর শরীরে কোনও রোগ নাই—স্বাভাবিক সুস্থ শিশুরই মত। মানসিক অবস্থা মোটের উপর সুস্থ হইলেও একটু ভীত প্রকৃতির। মাতার কথাবার্তার মধ্যে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কন্যার স্বাস্থ্যহানি হওয়ার ভয়ে তিনি সকল সময়েই তাহাকে বাড়ীর মধ্যে রাখেন, অন্য শিশুদের সহিত মেলামেশা করিতে দেন না এবং ঘন ঘন হাত পা ধুইয়া দেওয়া হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কিছুকাল পরে জানা গেল যে এই ভদ্রমহিলার মাতৃত্বলাভের ইচ্ছা মোটেই ছিল না। যে ধরণের জীবন-যাপনে ইচ্ছুক ছিলেন—তাহার সংগে মাতৃত্বের যে দায়িত্ব, তাহার সম্পূর্ণ অমিল। তাঁহার মাতৃত্ব কেবল স্বামীর ইচ্ছায়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সুখের অন্তরায় এই সন্তানের প্রতি তাঁহার বৈরভাব কখনও স্পষ্টভাবে মনে উদিত হয় নাই। এই বৈরভাবের আনুষঙ্গিক ইচ্ছা—মৃত্যু ইচ্ছা। এরূপ ইচ্ছার একটা লক্ষণ এই, আমাদের জ্ঞানে তাহা কখনও ইচ্ছা বলিয়া তো প্রকাশ পায়ই না বরং ভয়রূপে দেখা দেয়। ভিতরে ইচ্ছা মরিয়া যাক, কিন্তু বাহিরে ভয় পাছে মরিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে মনের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছাই রহিয়াছে বলিতে হইবে। সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ মাতা চাহে সে বাঁচিয়া থাক কিন্তু নিজের সুখের অন্তরায় বলিয়া মরিয়া যাক, এ ইচ্ছাও আছে। দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা কখনও প্রকাশ পাইতে পারে না। এই কারণে সুপ্ত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশে বাধা পাইলে ভয়রূপে জ্ঞানে দেখা দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা এমন প্রতীক ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট হয় যে তাহা সমাজের অনুমোদিত পথে যায়। যখন ইহা রোগ সৃষ্টি না করিয়া প্রতীকের সাহায্যে বা অপর কোনও ভাবে সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতির সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া গৌণ রূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার উদ্গতি ( sublimation ) হইয়াছে বলা হয়। আমাদের নানা প্রকার সখের মধ্য দিয়া উদ্গতি হইতে দেখা যায়। কি উপায়ে রুদ্ধ ইচ্ছার উদ্গতি সাধন করা যায় তাহা এখনও আমরা জানি না। তবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে যুদ্ধ-বিদ্যা, অস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতি হিংসাবৃত্তির উদ্গতি সাধন করিয়াছে—সমাজানুমোদিত রূপে প্রকাশ লাভ করিয়া।

# শিক্ষায় সঙ্গীতের স্থান

তৃপা রায়, সুরশ্রী

ব্যক্তিগত শিক্ষায় সঙ্গীতের স্থান কোথায় এই বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হ'লে বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত ও তার প্রয়োজনীয়তার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বর্তমানকালে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে প্রধানতঃ চারপ্রকারের সঙ্গীতকে শিক্ষার সকল পর্যায়ে গ্রহণীয় ব'লে বোধ হয়। যথা,—

১। রবীন্দ্র-সঙ্গীত
২। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত
৩। বিশুদ্ধ কীর্তন
৪। ছোটদের গান

ইহা ভিন্ন লোকসঙ্গীত, রামায়ণ গান, কথকতা প্রভৃতির যে পৃথক অধিকার জাতীয় মনের ওপর সক্রিয় আছে সে কথাও প্রণিধানযোগ্য।

অনভিজ্ঞজনের পক্ষে রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে গ্রহণ করা সহজ। এই কারণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথাই প্রথমে আলোচ্য।

জাতির সংস্কৃতির পরিচয় তার শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র ও উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলেই সঙ্গীতের রস গ্রহণে সমর্থ। ভাষা যেখানে আত্মপ্রকাশে অক্ষম, সুর সেখানে আপন বৈশিষ্ট্যে ভাব প্রকাশে সক্ষম।

বৈদিকযুগে ঋষিরা উপলব্ধি ক'রেছিলেন ধ্বনির প্রভাবকে। তাঁরা ঈশ্বরের নামগান থেকে রাজদরবারে পর্যন্ত ক'রেছিলেন সঙ্গীতে আবদ্ধ। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারতের গাথা আজও গানের মধ্যে দিয়ে মানব অন্তরে প্রবেশ করে। নিরক্ষর প্রায় চাষীও তাই এই দুর্লভ সম্পদ হ'তে বঞ্চিত নয়। আনন্দে শোকে সঙ্গীত জীবনের প্রধান সহায়। চেতন প্রাণী মাত্রেই ধ্বনি ও সুরের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

ভারতীয় আদর্শে সঙ্গীতের স্থান যে কত উচ্চে তা অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই অনুভূত হয়। কিছুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে নানা প্রভাবে ও কারণে এমন এক পরিস্থিতি হ'য়েছিল যে তখন সঙ্গীতের প্রচলন থাকলেও এবং কোনো কোনো দেশে তা উৎকর্ষ লাভ করলেও সুধী সমাজ কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'তো না। বরং তৎকালীন সমাজে সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মান অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। আধুনিক সভ্যতার চাপে কথকতা, পাঁচালী, কীর্তন ও লোকসঙ্গীত ইত্যাদি প্রায় লুপ্ত হ'য়েছিল—যা একসময়ে জন শিক্ষার প্রধান

সহায় ব'লে পরিগণিত হ'তো। সঙ্গীত তখন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল।

পুরাকালে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি চতুরাশ্রম ছিল জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়ম। তাতে দেখা গিয়েছে ব্রহ্মচর্য্য থেকে বানপ্রস্থে নির্বাণ লাভের সাধনাতেও সঙ্গীতের প্রাধান্য। আধুনিক যুগে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সম্ভব করলেন সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ ঘটাতে তাঁর আশ্রমে। এবং সেই থেকে এই প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হ'লো দেশের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সংমিশ্রণে হ'লো তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা। তিনি গানের মধ্যে দিয়ে তরুণমনের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতর করতে সাধনী হ'লেন। ষড় ঋতুর সঙ্গে তাদের পরিচয় শুধু পুঁথির দ্বারাই হ'লো না। 'বৈশাখ হে, ভৈরবী তাপস' এই গানে বৈশাখের রুদ্ররূপ তাদের অন্তরে প্রবেশ করলো চিরদিনের মতো। বর্ষায় তারা গেয়েছে 'বাদল বাউল…', 'রিমিকি ঝিমিকি ঝরে'। আবার শিউলী ফুল কুড়োনের সঙ্গে শরৎকে তারা দেখেছে গানের মধ্যে। আকাশে ভেসে যাওয়া টুকরো মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছে 'বকপাতির'। এমনি ক'রে হেমন্ত, শীত ও বসন্তকেও তারা জেনেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী পরিচয় তাদের তাঁর গানের ভিতর দিয়ে। অবশ্য সুরই এখানে প্রধান নয়। কাব্য ও সুরের সম্পূর্ণ মিলন হ'লেই তা মনে আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা ও সুরের যুক্ত সম্ভারে জগতকে প্লাবিত ক'রেছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কথা ও সুরের সমান মর্য্যাদা। কথার ভাব সুরের প্রভাবকে আরও বিস্তৃত ক'রেছে। অন্যান্য গানে কথা অথবা সুর একটিকে প্রধান করা হ'য়েছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এইখানে। কবিতার ছন্দ যে গান ও সুরের পক্ষে কী ভাবে প্রয়োজনীয় হ'তে পারে তার প্রমাণ একই সুরে ভালো ও মন্দ বক্ষেশের গানের পার্থক্যে প্রতীয়মান। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও ভাবকে সুরের দোলায় মিলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। তাতে সুর ও ছন্দের ঢেউ যোগ দিয়েছে—যুগলে। সামঞ্জস্য হ'য়ে উঠেছে নিবিড়তর। এর ফলে কথার অনুশীলন করতে গিয়ে সুরকে এবং সুরের অনুসরণ করতে গিয়ে কথার অর্থের গভীরতাকে হৃদয়ঙ্গম করার পথ সহজ হ'য়েছে।

বাল্যকাল থেকে গানের সঙ্গে পরিচয় ও গানের ভিতর দিয়ে সব কিছুকে জানা ও চেনার ফলে সঙ্গীতে অনুরাগ, আত্মপ্রকাশ ও নানা বিষয়ে সূক্ষ্মানুভূতির ক্ষমতা জন্মায়, যা কেবল মাত্র পঠিত জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় না। যে সামাজিক জটিলতা ও তথ্যাদি যা আমরা পাঠের দ্বারা সম্পূর্ণ অনুভবকরতে পারি না, তা সহজেই মনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে যখন দেখি গীত ও নৃত্যে সম্পূর্ণ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি। এই প্রকার নানা অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আশ্রমের বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে উঠত যদি না তা সুরের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকত। রবীন্দ্রনাথের স্থাপিত বিশ্বভারতী অনুষ্ঠিত স্মরণীয় দিনগুলি এমন কি দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার কর্ত্তব্য গুলিও উপযোগী সঙ্গীত সমাবেশে যেন জীবন পেয়েছে। তাতে বিষয়বস্তুর গুরুতা লাঘব হ'য়ে দিনগত কর্ম-আলোচনা আরো মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়েছে। যে গূঢ় তথ্যাদি দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন বোধগম্য

হয় না তা সহজেই জনসাধারণ ও তরুণমনে প্রবেশ করেছে তাঁর বাউল ইত্যাদি সহজ, সরল সুরের ভিতর দিয়ে। এই পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিদ্যায়তনের সকল বিষয়েই সঙ্গীত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের গান সহযোগে সাধারণ শিক্ষা প্রণালীর পরিকল্পনায় ও তার সার্থক প্রয়োগে আমরা দেখতে পাই যে, সঙ্গীত ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করে না। শিক্ষার তাৎপর্য্য শুধু গ্রহণের আনন্দে মগ্ন, তার প্রকাশের আগ্রহতেও। শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুগুলি এমনভাবে নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন যাতে অপরিণত মনের সুপ্তবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হ'তে পারে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষায় সঙ্গীতের প্রয়োজনা বিশেষ সম্ভাবনাসম্পন্ন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রচলিত নানাবিধ শিক্ষার মধ্যে সঙ্গীতের সম্পূরক প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন যে, জীবনের অগ্রগতি ও পরিপুষ্টিতে সঙ্গীত অপরিহার্য্য।

ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে নৃত্যকলাও আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গৃহীত। কিন্তু নানা কারণে বিগত যুগে নৃত্যের অনুশীলন সর্ব্বজনগ্রাহ্য সম্মানের আসন হারিয়েছিল। যদিও আপাত-দৃষ্টিতে নৃত্যের কোনো বিশেষ উৎকর্ষ সাধন শান্তিনিকেতনে হ'য়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু বিচারের ফলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নৃত্যের প্রচলন লোপ পেয়েছিল। উপযুক্ত মর্য্যাদা তার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বিভিন্ন দেশের নৃত্যের সহজ ও সরলতর অংশ গ্রহণ ক'রে সহজসাধ্য রূপে-রবীন্দ্র সঙ্গীতে ও নাট্যে যে নৃত্যের প্রচলন হ'য়েছে তা শিক্ষিত সমাজেও সমাদর লাভ ক'রেছে। ফলে নৃত্যের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ সম্মান উচ্চতর স্থান অধিকার করেছে। শান্তিনিকেতনে ভারতের প্রায় সকল দেশীয় নৃত্যেরই প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে। সে জন্য ঐ সকল নৃত্যের রূপ রস গ্রহণ করার ফলে মনের এবং অনুভূতির পরিধি বৃহত্তর হওয়া সম্ভব হ'য়েছে। একটি মিলন ক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার নৃত্যকলার স্থান হওয়াতে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান যেমন সহজ হ'য়েছে তেমনি যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হ'য়েছে তা অভিনব। শিক্ষার একটি অঙ্গে নৃত্যের ও তৎসঞ্জাত ছন্দের, ধ্বনি ও তৎসহ দেহের সুছন্দ গতির যে একান্ত আবশ্যক এবং এই সাধনার ফলে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতিবিধি, বসবাসের ওপরে একটি সুষ্ঠ চারুতার সমাবেশ হয়, একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সঙ্গীতকে তার নিজের উপযুক্ত আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সহজেই সঙ্গীতের গুরুত্ব সম্বন্ধে মিথ্যাবোধ জাগে। সভা, উৎসব, অভ্যর্থনা, বৈতালিক, জন্ম, বিবাহ, বিয়োগ সকল সময়েই সঙ্গীতের স্বাধিকার স্বীকৃত হ'লে সামাজিক জীবনে পরস্পরের যোগাযোগ একটি বিশিষ্ট রূপে বিকাশ লাভ ক'রে রুচির সমধিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়। ফলে সংস্কৃতিগত বিশেষ বিশেষ রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকল সচেতনতার উদ্ভব হয়। সুতরাং সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে অন্তঃপ্রবেশের যে পথ তার সন্ধান সঙ্গীতের দ্বারাই সম্ভব।

—উদয়ন ভারত, বৈশাখ ১৩৫৭

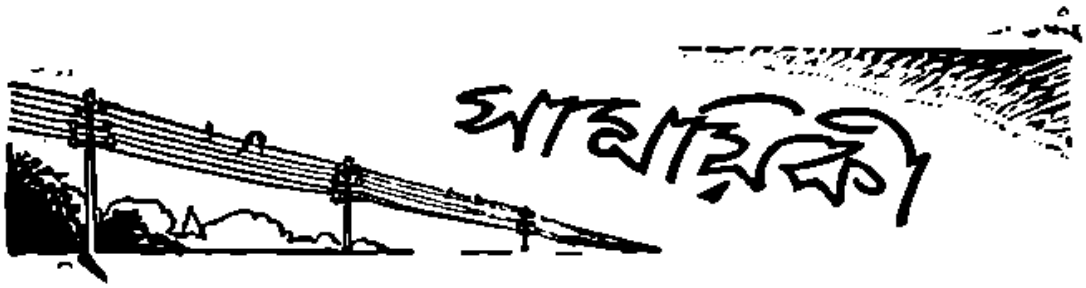


## সিনেমা ও ছাত্রসমাজ

আমোদ-প্রমোদে সকলেরই অধিকার আছে। তাই সর্বকালে সমাজের সকল স্তরের জন্য সর্বত্রই আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও আছে। সাপেক্ষিক জীবনের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে আধুনিক কালে সিনেমার স্থান অন্য সব-কিছুকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সিনেমার নামে মাতিয়া ওঠে। আর সিনেমাতে সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট হইয়াছে কিশোর ছাত্র-সমাজ।

কিন্তু কি'কিৎ বিশ্লেষণেই দেখা যায় যে আমোদ-প্রমোদের পর্যায়ে সিনেমার সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক নেশা হিসাবে ইহা আধুনিক সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যর্থতা, বিড়ম্বনা ও অশান্তি ক্রমশ বাড়িয়াই চলিতেছে। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে ব্যর্থতা ও অশান্তিকে সাময়িকভাবে আড়াল করিয়া রাখার মধ্যেই নাকি এই নেশার পেছনে রহিয়াছে। কাহারো কাহারো মতে এত সস্তাতে এতখানি উত্তেজনা আর কোথাও মিলে না বলিয়াই এই নেশাটি এমন সার্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে।

এখন অঙ্ক কষিয়া দেখা প্রয়োজন—এই নেশাতে আমাদের সামাজিক ক্ষতি-অপচয়—বিশেষ করিয়া ছাত্র-সমাজের ক্ষতি-অপচয়—কতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে ও গড়াইতেছে। যে-সব ছবি সত্যসত্যই উদ্যোক্তাদের তাহা আনন্দ পরিবেশন করিতে পারে এবং সার্থকভাবেই আমোদ-প্রমোদের পর্যায়েও পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি বছরে ক'টা ভাল ছবি হয়? এ পর্যন্ত ছাত্র-সমাজের উপযোগী শিক্ষণীয় ছবি ক'টাই-বা হইয়াছে? যে-সব ছবিতে লেজাগুহগুলি বরাবর ভর্তি থাকে সেগুলি সমগ্রভাবে কিছুটা হিংসা ও কিছুটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আমাদের ছাত্র-সমাজ এই নেশাতে ডুবিতে বসিয়াছে। নানা প্রতিকূল পরিবেশে এমনিতেই সমগ্র ছাত্র সমাজের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা যেখানে প্রশ্নসঙ্কুল সেখানে তাহারা যদি অবাধে সিনেমা দেখিতে দেখিতে পরীক্ষায় 'ফেল' করে এবং 'ফেল' করার সংবাদ পাওয়া মাত্র মন ভাল করিবার জন্য উগ্রতর আগ্রহে সিনেমা দেখিতে সুরু করে, তাহা হইলে এই সর্বনাশা নেশা ছাত্র-সমাজকে কোথায় লইয়া যাইবে কে জানে? ছাত্র-হিতৈষী চিন্তা-নায়কবৃন্দকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। শিক্ষা-বিভাগ এ সম্পর্কে কোনরূপ প্রতিষেধকের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

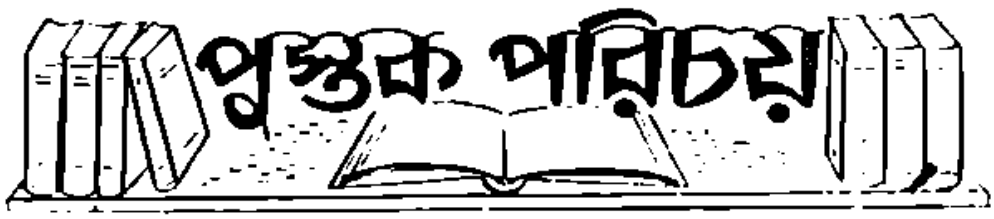


**ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের ঈশপ, ছোটদের রবিন হুড, ছোটদের গ্রিম**—শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা প্রণীত, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রত্যেক খানির মূল্য আট আনা।

বইগুলি বড় হরফে বুক্তাক্ষর-বর্জিত ভাষায় রচিত। কথা ও ছড়ার সাহায্যে কাহিনী বর্ণনার রীতিও বেশ চমৎকার হইয়াছে। তারাপদ বাবু সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। তাঁহার লেখা ছোটদের বইগুলি তাঁহাকে শিশু-মহলেও আদরণীয় করিয়া তুলিবে।

**আকাশ জয়ের গল্প**—শ্রীযুক্ত বীরেন দাশ প্রণীত ও কলিকাতার কুলজা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এই যুগকে অনায়াসে বিমানের যুগ বলা যায়। আকাশ জয়ের গল্পে গ্রন্থকার—'কেমন করে মানুষ উড়তে শিখল' 'এরোপ্লেন কেন পড়ে', 'উড়তে শেখো', ইঞ্জিন ছাড়া উড়ো 'এয়ার মেলে চিঠি', 'আকাশ পথে বেড়িয়ো', 'আকাশ থেকে ফটোগ্রাফ নাও', 'প্যারাসুট', 'পাখীদের পেছনে রেখে', 'উড়ো জাহাজ', 'আকাশ যুদ্ধ', 'পাখাওয়ালা মৌকো', 'আকাশ পথে', 'এরোবেটিক্স্', 'হেলিকোপ্টার', 'কয়েকটি অভিযানের কথা', 'কয়েকটি রেকর্ড ফ্লাইটের গল্প', প্রভৃতি অধ্যায়ে ভাগ করিয়া অতি মনোরম ভাষায় এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। অসংখ্য হাফ টোন ছবিতে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। এইরূপ একখানি চমৎকার পুস্তক ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশ করার জন্য গ্রন্থকারকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

———

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কাজী আবদুল ওদুদের**
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** **সরোজকুমার রায়চৌধুরী**

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, লীলাস্থলীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, পায়রাদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, কুয়া ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালোঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গদ্য ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ২৲

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

**পরিমল গোস্বামী**

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲, পুস্তকের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ফুলের ফসল ২৲

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ৪৷৷০

**শ্রীমতী বাণী রায়**

প্রেম ৩৲

**স্নেহ মিত্র এম-এ**

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

**মোহিতলাল মজুমদার**

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু মেডাজী ৩৲
রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ৷৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆
◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

— স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজীর চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

# —স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা

—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

## মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

**অমৃতবাজার পত্রিকা—**

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty The printing and the get.up are excellent."

**আনন্দবাজার পত্রিকা—**

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। এ গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাটা প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

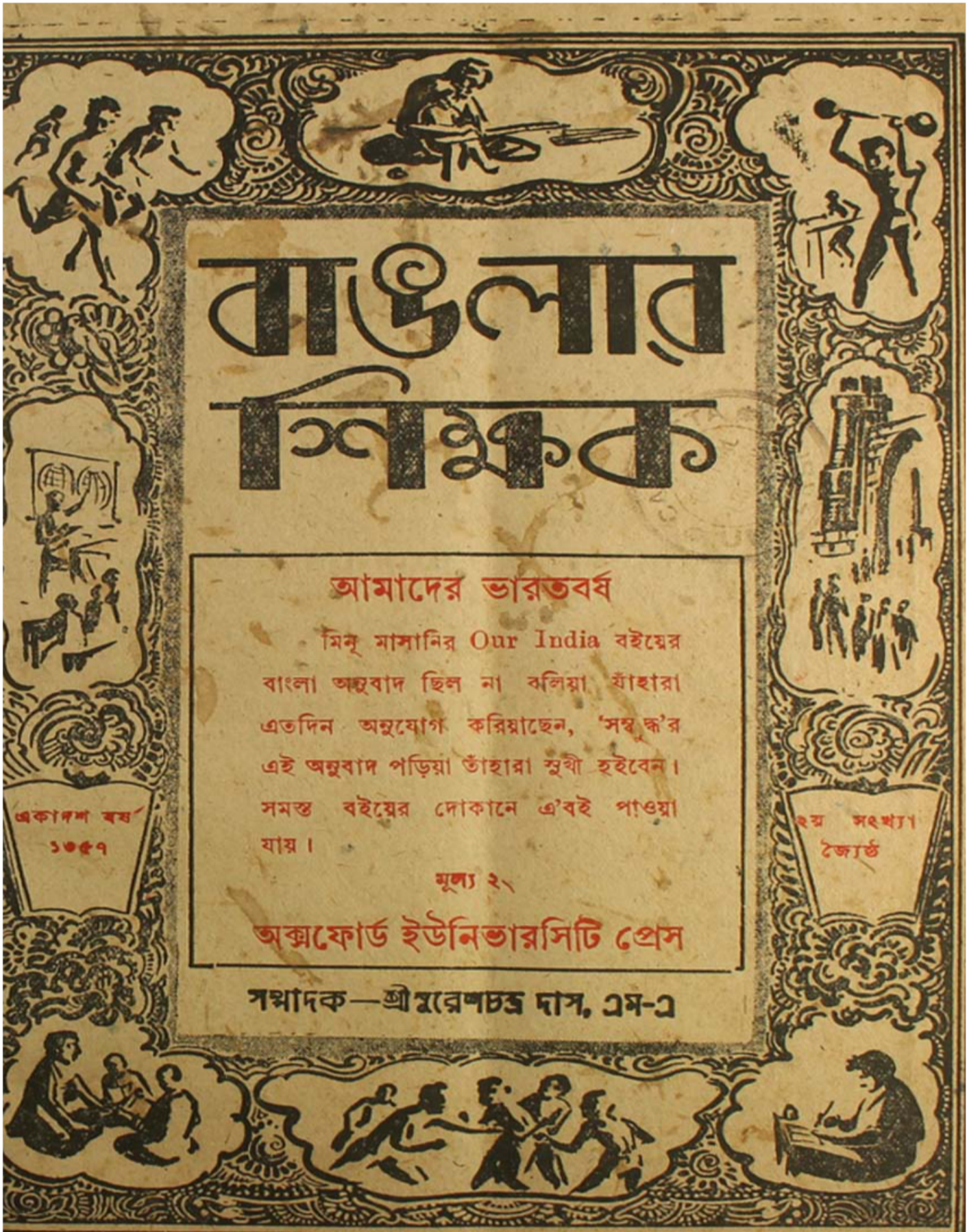

# বাঙলার শিক্ষক


## আমাদের ভারতবর্ষ

মিনু মাসানির Our India বইয়ের বাংলা অনুবাদ ছিল না বলিয়া যাঁহারা এতদিন অনুযোগ করিয়াছেন, 'সম্বুদ্ধ'র এই অনুবাদ পড়িয়া তাঁহারা সুখী হইবেন। সমস্ত বইয়ের দোকানে এ'বই পাওয়া যায়।

মূল্য ২৲

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস



একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদক—শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

## সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য যে মহামূল্য গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য্য সেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বইখানির অনুবাদ করিয়াছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়। এই সুকঠিন কার্য্যে তিনি যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেশাত্মবোধসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রথম খণ্ডের মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

# উজ্জ্বল ভারত

( মাসিক পত্র ঃ তৃতীয় বর্ষ )

সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্য্যালয়—১৮এ শ্রিজ গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

এতদিনকার প্রচলিত মাপে আজিকার জগতকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। আজিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। উজ্জ্বল ভারত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতেছে।

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে নূতন গ্রাহক এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
**'বাঙলার শিক্ষক'**
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।


স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা ডিম টাকা**

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

৺জ্ঞানচন্দ্র নাহা মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

## সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

**প্রতি সংখ্যা ।৷০**

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা শ্রীমতী অমৃতপ্রভা মিত্র

কার্য্যালয়—৪।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

১১শ বর্ষ ]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭　　[ ২য় সংখ্যা

# ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এবারকার ইণ্টার পরীক্ষার ফল দেশের শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রসমাজ ও অভিভাবকদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় গোল ( ৫৮০০ ) দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, পরীক্ষাপত্রের পুনর্বিচারে কড়াকড়ি হইয়াছে, তদ্বির-তদারক বন্ধ হইয়াছে। এদিকে কলেজের শিক্ষার কোন উন্নতি সাধন হয় নাই, ছেলেরা ক্রমেই অমনস্ক অনবহিত ও পাঠবিমুখ হইয়াছে, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন হইয়াছে। কাজেই পরীক্ষার এইরূপ ফল অনিবার্য্য। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী করি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরপ্রচলিত কার্য্য—যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া ফলাফল প্রচার মাত্র।

তবু একটা কথা বলিবার আছে। যতদিন ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—ততদিন যাহারা ফেল করিত তাহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভাবিত না। বহুবর্ষ ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শুধু দেশের সর্ববিভাগের কাজ-কারবার চালাইবার জন্য যতগুলি যুবকের প্রয়োজন—সাধারণতঃ ততগুলি যুবককেই পাশ করাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটা অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মতই ছিল। তার আভিজাত্য এই সরকারী অভিসন্ধিকে বার্থ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রয়াসে যে ত্রুটীই থাকুক, দেশের শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার দানের তুলনা নাই। কত ছেলে যে দ্বার মুক্ত পাইয়া ভবিষ্যতে কৃতী পুরুষ হইতে পারিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে—দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব এখন বাড়িয়া গিয়াছে। এখন শুধু নির্লিপ্ত কূটস্থভাবে তাহার পাশ-ফেলের তালিকা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলে চলিবে না। এখন তাহাকে ফেল-করা ছেলেদের জন্য অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ ছেলেদের জন্যই ভাবিতে হইবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার উন্নতি-সাধনে চেষ্টা ত করিতেই হইবে—তাহা ছাড়া আর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে ফেল-করা ছেলেদের সুমতি ও সদ্গতি হয় সে বিষয়েও ভাবিতে হইবে। দেশের অর্থ, জীবনীশক্তি ও যৌবক সামর্থ্যের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় দয়ার সাগর না হইয়াও আদর্শ অনুব্রত না করিয়া বহু ফেল-করা

ছেলের সদ্‌গতির ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিতে পারেন—যে ছেলে একবার কোন বিষয়ে পাশ করিয়াছে তাহাকে আর সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় Compartmental পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—কিন্তু তাহা একটি মাত্র বিষয় সম্বন্ধে। খুব কম ছেলেই ইহার সুযোগ পায়। এই Compartmental পরীক্ষার সুবিধার ক্ষেত্রটিকে আরও বাড়াইয়া দিতে পারেন এবং তিনমাস অন্তর Compartmental পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ইহাতে বাড়িয়া যাইবে সত্য, কিন্তু শীঘ্রই ত Secondary Board হইতেছে। বোর্ড কি আদর্শে পরীক্ষা করিবেন এবং সমস্যার সমাধান করিবেন এখনো জানা যায় নাই, তবু বোর্ডের কাছেও আমাদের এই নিবেদনই থাকিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারে যে পরীক্ষাগুলি থাকিবে সেগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় ত্রৈমাসিক Compartmental পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। Boardএর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিষয়ে ঐকমত্য থাকিলে ভালই হয়। একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। পরীক্ষা যখন প্রতিযোগিতামূলক নয়, তখন অশক্ত ছাত্রদের অন্ততঃ ফেল-করা ছাত্রদের এই সুবিধা দিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। প্রাপ্য যখন একবারে পাওয়া যায় না তখন কিস্তিতে কিস্তিতে ( by instalments ) আদায় করিয়া লইতে হয়। ইহাই হইল অনুসৃত ব্যবস্থা। ছাত্রদের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া অন্যায় মনে হয় না। পরীক্ষার আদর্শ অনুসৃত করার কোন প্রয়োজনই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যখন ছাত্রসমাজকে আয়ত্তে আনিয়া পাঠে সম্পূর্ণ অবহিত করিয়া তুলিতে পারেন না—তখন এই উপায়ে তাঁহারা ছাত্রগণকে পাঠে মনোযোগী করিয়া তুলিতে পারেন। তিনমাস সময় পাইলে বহু ছাত্রই দুইটি বা একটি বিষয়কে আয়ত্ত করিতে পারে—এই তিনমাস পরীক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই মই করিবে না, পাশের যোগাড় লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টাই করিবে। এক বৎসর বা দুই বৎসর সময় পাইলেও ছেলেরা সাধারণতঃ মাত্র তিনমাসই মন দিয়া পড়ে। ছাত্রদের চরিত্রসংস্কার যখন উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল দুর্গত জাতীয় জীবনে আপাততঃ খুবই কঠিন—তখন তাহাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তির সঙ্গে কতকটা আপোস-নিষ্পত্তি ও সন্ধি স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যদি তাহারা পাঠে অনুরক্ত না হয়, পরিশ্রমী ও নিয়মানুবর্ত্তী না হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর দায়িত্ব থাকিবে না। দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং ছাত্রগণের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে বলিয়াই একথা বলিতেছি।

এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের আয়ত্তে আনিতে পারেন। মন দিয়া পড়াশুনা করিতে ছাত্রদের বাধ্য করিয়া তুলিতে এই একটি উপায় আছে। এখন কথা হইতে পারে—এইভাবে পরীক্ষা দিতে হইলে যে বিষয়ে সে পাশ করিবে কোন পরীক্ষার শেষ বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সময় সে তাহা ভুলিয়া যাইবে। ভুলিয়া ত যাইবেই। এখন যাহারা সব বিষয়ে একসঙ্গে পাশ করে—পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময়ই কি তাহাদের সেগুলি মনে থাকে? কি-কম

বা বি-এস-সি ক্লাসের কয়জন ছাত্র নয় শব্দের রূপ সম্পূর্ণ বলিতে পারে? বি-এ ক্লাসের কয়জন ছাত্র (যদি ভূগোল তাহার পরীক্ষার বিষয় না থাকে) দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির প্রধান প্রধান নগরের নাম করিতে পারে? বিষয় বাড়াই ছাত্রের বুদ্ধিকে শানিত, কল্পনা-শক্তিকে জোরালো, সাধারণ জ্ঞানের পরিসরকে প্রসারিত করিয়া স্মৃতিলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বরং একসঙ্গে বহু বিষয় যে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে—তাহার চেয়ে যে একনিষ্ঠ ভাবে এক একটি বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে আয়ত্ত করে তাহার মনে থাকে বেশী। এই ভাবে পরীক্ষার সংস্কার হইলে দেশের অর্থসামর্থ্যের অপব্যয় অনেকটা অবরুদ্ধ হইতে পারে।

ইহা ছাড়া, ছাত্রসমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যসূচি সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কোন কোন বিষয়ের পাঠ্যসূচি অযথা সুতীক্ষ্ণ হইয়া আছে—গ্রন্থভার অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর—অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন বর্তমান যুগোপযোগী নয়। এ বিষয়েও সংস্কারের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—ম্যাট্রিক পরীক্ষার ভূগোলের পাঠ্যসূচির কথা বলা যাইতে পারে। ব্রিটিশ হিস্ট্রি এখন বাদ যাইতে পারে। ইংরাজি পাঠ্যাংশের ব্যাখ্যা বাংলায় লেখার বৈকল্পিক সুযোগ দেওয়া উচিত। মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা না হইলে ব্যাখ্যা কথাটারই সার্থকতা থাকে না।

সবচেয়ে বেশী ফেল হয় ইংরাজিতে। ইংরাজি শিক্ষার কতটা অবশ্য প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে এখনো সম্যক আলোচনা হয় নাই। ইংরাজি এখন সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা। দেশে এখন ইংরাজির আবেষ্টনীও নাই। এই বিদেশী ভাষার উচ্চ সাহিত্য সত্যেক ছাত্রের অবশ্য পাঠ্য কিনা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে—এবং এই প্রয়োজনীয়তা এখনো বহু দিন থাকিবে। ইংরাজি ভাষা সকল ছাত্রকেই শিখিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সকলকেই উচ্চ ইংরাজি সাহিত্য পড়িতে হইবে কেন? উচ্চ ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষায় পাশ না করিলে কেহ শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা অসঙ্গত কথা। অধিকাংশ ছাত্রের ইংরাজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন, ইংরাজোত্তিই ভারতবর্ষে কাজ কারবার চালাইবার জন্য। তাহাদের যে ইংরাজি ভাষার প্রয়োজন—তাহা সেকস্‌পীয়ার, মিল্টন, ম্যাথিউ আর্নল্ড, কার্লাইল পড়িয়া আয়ত্ত হয় না। আমরা ত দেখি অধিকাংশ ইংরাজিনবিশদের ইংরাজি বিদ্যা খবরের কাগজ ও ইংরাজিতে লেখা ইতিহাস, ইকনমিকসের বই পড়িয়া। সেজন্য মনে হয়—ইংরাজি সাহিত্য হওয়া উচিত স্বেচ্ছামূলক (optional),—বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত ব্যবহারিক ইংরাজি ভাষা। ইহার জন্য চাই বক্তোক্তিবর্জিত ইংরাজি সাহিত্যের পুস্তক। বিদেশী ভাষা অন্যান্য দেশে যে ভাবে আয়ত্ত করে, সেইভাবে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা হওয়াই সঙ্গত।

এইভাবে ইংরাজির পাঠ্যসূচি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ব্যবস্থা হইলে স্বাধীন বাংলায় বোধ হয় ছাত্রসমাজের প্রতি সুবিচার করা হইবে। ইংরাজি ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিয়া ইংরাজি সাহিত্যকে স্বেচ্ছামূলক করিলে ফেলের সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিবে।

# নাগরিক শিক্ষা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, টি

( ২ )

যে দেশে যে শিক্ষা ঈশ্বরদত্ত আলোক ও বাতাসের মত শিশুরা অবলীলাক্রমে লাভ করিত এবং আজীবন মনে রাখিত সে শিক্ষা আজ সেই দেশে একান্ত দুর্লভ হইয়াছে ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে ?

বাড়ীতে কাহারও অসুখ-বিসুখ বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধি হইলে এখনও বাঙ্গালীঘরের গৃহিণীরা বলিয়া থাকেন কাপড় ধোপার বাড়ী দিতে নাই, ভিখারীদের ভিক্ষা দিতে নাই। ইহার মূলে রহিয়াছে অপরের কল্যাণ-কামনা। ধোপার বাড়ী সকলের বস্ত্রাদি রহিয়াছে, তোমার বাড়ীর রোগের বীজাণুপূর্ণ বস্ত্রাদি যদি অপরের বস্ত্রাদিতে স্পৃষ্ট হয় এবং সেই অবাহিত বীজাণু অপরের গৃহে পৌঁছায় তাহা হইলে কত অনিষ্টই না হইতে পারে। ভিখারী ভিক্ষা লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছে ; ফল, চাউল, পয়সা, মিষ্টদ্রব্য সকলই ভিখারীকে দেওয়া যাইতে পারে। রোগযুক্ত গৃহের রোগের বীজাণু ভিক্ষার ঝুলিতে ভরিয়া সে বাড়ী বাড়ী ফিরিতেছে। কোন নূতন বাড়ীতে গিয়া চাউল হইতে পয়সা বাছিয়া লইতে, কাহারও বাড়ী হইতে হয়ত আলু বা পটল পৃথক করিতে গিয়া বীজাণুযুক্ত কয়েকটি চাউল বা অন্য কোন দ্রব্য তাহার বাড়ীর উঠানে পড়িয়া গেল, সেখান হইতে অন্য দ্রব্যের সহিত কোন প্রকারে অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইল। তখন সেই বীজাণু সুযোগ পাইয়া আপন ধ্বংসাত্মক কার্য্য করিয়া গেল।

আজকাল আমি ছেলেমেয়েদের এমন কথাও বলিতে শুনিয়াছি—অসুখ হইলে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হয়, তা নয়, কাপড় ধোপার বাড়ী দিতে নাই। আজ এর অসুখ কাল ওর অসুখ—তাহলে তো কোনদিনই ভিক্ষা দিতে নাই। এটি ভিখারীকে ছলনা করা ছাড়া কিছু নয়। তার চেয়ে বলেই হয়—দেবনা, যাও।

এই ছেলেমেয়েই যখন বড় হয় তখন তাহাদের মধ্যে অনেকের মত আপনা হইতেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অভিজ্ঞতা এবং বীক্ষণের সহিত চিন্তাই হয়ত এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

বাড়ী হইতে হাতমুখ ধুইয়া—কাপড় কাচিয়া ধৌত বস্ত্র পরিয়া নদীস্নান বিধেয় ছিল—গঙ্গাস্নান তো বটেই। আজকাল সহরের গঙ্গায় ঘুটে গিয়া দাঁতন করা, দাঁত মাজা, ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া সাবান দিয়া কাপড় কাচা, গা, হাত, মাথা সাবান দিয়া সাফ করা ইত্যাদি নিত্যকার দৃশ্য। নদীর জল যথাসম্ভব নির্ম্মল রাখা যে স্বাস্থ্যের জন্যই আবশ্যক এ জ্ঞান ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে চলিয়াছে—অথচ কত বিষয়ে সাংসারিক জ্ঞান মানুষের বাড়িতেছে।

ষ্টেশনে টিকিট কিনিতে যাও, দেখিবে নিয়মবদ্ধভাবে টিকিট কিনিবার কোন চেষ্টা নাই। যে যেমন পাইতেছে ঠেলাঠেলি করিয়া, পাশ হইতে হাত বাড়াইয়া, 'ও মশায়, আমিও অমুক যায়গায় যাব, একসঙ্গে দুখানা টিকিট কিনুন—এই নিন পয়সা' বলিয়া অগ্রবর্ত্তীর হাতে পয়সা গুঁজিয়া দেওয়া—এসব নিত্যকার দ্রষ্টব্য বিষয়। ছোট ষ্টেশন হইলে বাহিরের লোকদিগের বিলম্ব ঘটাইয়া পরিচয় বা পদমর্য্যাদার সুযোগ লইয়া ভিতরে গিয়া আগে টিকিট সংগ্রহ করাও বিরল নহে। বাহিরে যাত্রীর ভীড়ের প্রাচুর্য্য—টিকিটঘরের জানালা তখনও বন্ধ করা—ইহাও আমরা পল্লী ষ্টেশনে অনেক দেখিয়াছি। ২।৩টি সাহসী যুবক সাহস সঞ্চয় করিয়া জানালায় ধাক্কা দিয়া বলিতেছে 'ও মশায় শুন্‌ছেন, ট্রেন যে এসে গেল, কখন টিকিট দেবেন!' টিকিট দিবার মালিক যিনি তিনি নির্বিকার। হয়ত তিনি কাহারও সঙ্গে গল্প করিতেছেন, নয় তো, অন্য কাজটুকু সারিয়া লইতেছেন, নয়ত বা কোন ভক্তদত্ত দুটা পান মুখে দিয়া সিগারেটটা সবে ধরাইয়াছেন। সিগারেটটার গতি না করিয়া কি করিয়া জানালা খুলেন! তারপর শেষমুহূর্ত্তে জানালা খুলিলেন, এবং ধীরে ধীরে টিকিট দিতে সুরু করিলেন। অর্দ্ধেক দিতে না দিতে গাড়ী হয়ত আসিয়া পড়িল। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া টিকিটবাবু অন্য কাজে গেলেন। যাহারা ভাগ্যবান্, টিকিট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহারা ছুটিতে ছুটিতে গাড়ীতে গিয়া বসিল। ভাগ্য-হীনেরা আবার ৭।৮ ঘণ্টা পর কিংবা পরদিন ঠিক এই সময়ের জন্যপায় পড়িয়া রহিল বা ঘরে ফিরিয়া গেল। এসব একদিকে কর্ত্তব্যহীনতা, অপর দিকে আমাদের নিয়ম পালনের অনিচ্ছা সূচনা করে।

গাড়ী থামিবার সময়কার দৃশ্য আরও চিত্তাকর্ষক। গাড়ী ষ্টেশনে থামিয়াছে; লোকদের আগে নামিতে দাও, পরে তুমি উঠিবে। তাহাতে তোমার স্থান সংকুলানের সুবিধাই হইবে, যে নামিবে তাহারও একটা উপায় হইবে। আজকাল গাড়ীতে উঠার চেয়ে কোন কোন স্থানে নামাই দুঃসাধ্য হইয়াছে। এমন কতকগুলি ষ্টেশন আছে যেখানে গাড়ী যাত্রীদের নামাইয়া দিয়া আবার ফিরিয়া যায়—আবার আসে। সেই সব ষ্টেশনে নামা যে কি ব্যাপার তাহা প্রায় অবর্ণনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কামরা ভর্ত্তি লোক নামিবে, কামরার সবটাই খালি হইবে, তোমার বসিবার কোন ভাবনা রহিবে না। যাহারা খাঁচার মধ্যকার জীবের মত নামিবার জন্য ছটফট করিতেছে তাহাদের নামিতে দাও, তারপরে উঠ, উভয় পক্ষেরই সুবিধা হইবে। কিন্তু তাহা হইলে যে ভাল যায়গাটুকু আমার মিলিবে না, কোণটুকু দখল করিয়া একটু ঠেশ দিতে পারিব না! নিজের বা অপরের শরীরের বহিরাবরণের কিঞ্চিৎ দুর্গতি করিয়া এবং নামিতে উদ্যত লোকদিগকে একটু হঠাইয়া দিয়া ও বিপর্য্যস্ত করিয়াও যদি আমাকে ইহা করিতে হয় সেও ভাল। লোক নামিলে তবে না স্থান হইবে—অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা, ও নিয়মবিমুখতার জন্য এই মোটা কথাটাও আমাদের মন হইতে বিদায় লইতেছে।

পথ দিয়া চলিবার সময়ও নিয়ম মানিয়া যদি বাঁ দিক দিয়া যাওয়া আমরা স্থির করি

তাহাতে অনেক অঘটন হইতে আমরা পরিত্রাণ পাই এবং ধাক্কা ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া যাই। এ বিষয়ে শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন। পথ হউক, পুল হউক, ওভারব্রীজ হউক বা দিক দিয়া যাইতে হইবে এই নিয়মটুকু পালন করিলেও কত সুবিধা হয়। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পূর্বে ও পরে উভয়কালেই আমরা নিয়ম পালন দুর্বলের চিহ্ন এবং নিয়ম লঙ্ঘন সবলের চিহ্ন বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? পূর্বে যেটুকু বা ভয়ে করিতাম, এখন আর সে ভয় নাই এবং ভয়ের স্থল আজিও ভক্তির দ্বারা অধিকৃত হয় নাই। তবে উপায় কি?

এই দুর্মূল্যের দিনে ১৲ টাকার কাপড় ৪৲ হইয়াছে। ইহার উপরে বিবাহ বা পর্বাদি উপলক্ষে—'সাধুমহাজনে'রা ৬৲ ক'রিয়া দিলেন। অন্নাভাবে আমি ৩ দিন খাই নাই; বহু পরিশ্রম করিয়া, বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েক'টির ক্ষুধার কষ্ট দূর করিতে আমি এক টাকার চাউল আনিতে গেলাম। 'সাধু' আমায় দেড় সের এমন চাউল দিলেন যে সে তাহা হইতে ভূষি পরিমাণ কাঁকড় বাছিতে গিয়া দেড় সেরের স্থলে আধ সের দাঁড়াইল। আমি তখন কোথায় যাইব এবং কাহাকে কি বলিব?

বাল্যকালে একটি সত্য ঘটনা শুনিয়াছিলাম। পঞ্চানন তর্কপঞ্চানন নাকি যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি কৃপণ ছিলেন। তবু একদা এক ভিখারী তাঁহার বাড়ী চড়াও করিয়া ভিক্ষা চাহে। ভিখারীর অধ্যবসায়ে মুগ্ধ বা বাতিব্যস্ত হইয়া তর্কপঞ্চাননমহাশয় তাহাকে একটা কীটদষ্ট বার্ত্তাকু অর্থাৎ পোকা লাগা বেগুন দিলেন। পরম সাহসী ভিখারী সেই তর্কপঞ্চাননের গৃহ হইতেই অগ্নি সংগ্রহ করিয়া সেই বেগুনটি পুড়াইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তবে সেখান হইতে উঠিবার দুরাশায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বার্ত্তাকু দগ্ধ করিতে গিয়া আর সময় মত উঠাইতে পারিল না। তাই মনের দুঃখে একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া গেল যাহার ভাবার্থ এই—বহু চেষ্টায় তর্কপঞ্চাননের নিকট হইতে একটি পোকালাগা বেগুন পাওয়া গেল; কিন্তু সেটি পুড়াইয়া আগুন হইতে আর উঠাইতে পারিলাম না। এই অশ্রু-সিঞ্চিত হাস্য-রঞ্জিত কবিতাটির প্রথম ছত্রটি ভুলিয়া গিয়াছি। দ্বিতীয় ছত্রটি—

পঞ্চাননাৎ বিনিষ্ক্রান্তো ন নিষ্ক্রান্তো হুতাশনাৎ।

এ দুর্ভাগা স্বাধীনতাব্রত দেশের কর্ত্তাদের নিকট হইতে যদিই বা টাকায় দেড় সের চাউলের অনুমতি পাওয়া গেল—মহাজনের উদরের আগুন হইতে উঠাইতে গিয়া তাহার একসের কমিয়া গেল। ইহার মূলেও সেই নাগরিক কর্ত্তব্যের অভাব। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব না বলিয়া কর্ত্তব্যের অভাব বলিলাম এইজন্য যে আমাদের মধ্যে জ্ঞানপাপীরও অভাব নাই।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥

## নাগরিক শিক্ষা

ত্বয়া, হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ধর্ম জানিয়াও ধর্মাচরণে আমার প্রবৃত্তি নাই ; অধর্ম জানিয়াও তাহা হইতে আমি বিরত নহি। হে আমার হৃদয়নিবাসী হৃষীকেশ, তুমি আমাকে যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি।

আজ চারিদিকের এই অনাচার দেখিয়া আপনার মধ্যে এই নিষ্ফল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া করযোড়ে বলিতে ইচ্ছা হয়—হে আমার অন্তরের হৃষীকেশ, তুমি তো সবই জান—এই দুর্ভাগা দেশের দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাও ; যে জ্ঞান আমার অন্তরে দিয়াছ, সেই মত আচরণ করিতে আমায় শিখাও। ধর্মাচরণে আমার মতি ও শক্তি দাও। অধর্মাচরণে আমায় বাধা দাও—সংযত কর। আমায় পাপ হইতে বাঁচাও। আমার দুর্গত দেশকে এই অধর্মীর দুর্গতির গ্রাস হইতে রক্ষা কর।

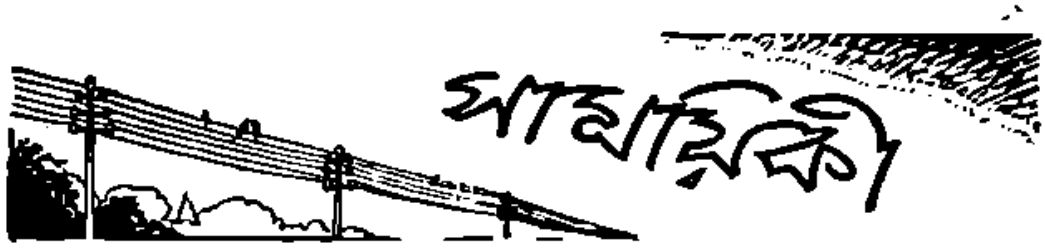


**ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রদের অকৃত-কার্য্যতা**—এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। অভিভাবকদের অর্থক্ষতি এবং ছাত্রছাত্রীদের জীবনের একটি মূল্যবান বৎসর যে নষ্ট হইয়া গেল এই জন্য দায়ী কে? শুধু ছাত্রছাত্রীদের আমরা দায়ী করিবনা। কলিকাতার কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল কলেজ আছে উহাদের অধিকাংশই এখন ব্যবসাদারী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কারখানার ন্যায় কলেজগুলি দুই বা তিন শিফ্‌টে চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে তিন শিফ্‌টে একই ব্যক্তি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। আর্থিক দুরবস্থার জন্য অধ্যাপক মহাশয় এই অতিরিক্ত খাটুনীর বোঝা বহিয়া নিজের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিতে পারিলেও অধ্যাপনা যে বিশেষ কিছুই হয় না তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারেন। কাজেই অধিকাংশ ছাত্রই শিক্ষকের সাহায্য তেমন পায় না।

তাহাদের শুধু কলেজে যাওয়া-আসা আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াই হয়; পড়াশুনা তেমন কিছু হয় না।

আমাদের মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয় যদি সমস্ত কলেজের প্রধানদের আমন্ত্রণ করিয়া একটি সভার ব্যবস্থা করেন ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে প্রত্যেক কলেজকে বাধ্য করেন তবে কিছু সুফল হইতে পারে। নতুবা পরীক্ষার ফল আরও খারাপের দিকেই যাইবে।

কলেজগুলির শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কমানো নিতান্ত আবশ্যক। আবার সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিব যে কলেজগুলির আয় যেমন কমিবে তাহা পূরণ করার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

---

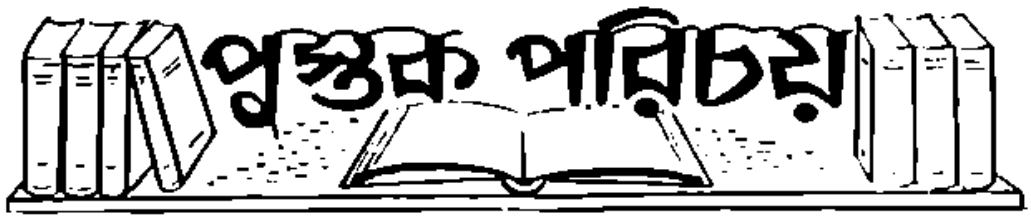


**স্বামীজীর দুই সন্ন্যাসী শিষ্য**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, ১৭ মহেন্দ্র সরকার ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা। ৫৩ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দুই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য এই পুস্তিকায় চিত্রিত। স্বামী শুদ্ধানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ এবং স্বামী প্রকাশানন্দ সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দিরের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ। পূর্বাশ্রমে তাঁহারা সহোদর ভ্রাতা ছিলেন এবং কলিকাতা সার্পেন্টাইন লেনে জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধানন্দের বাল্যনাম সুধীর এবং প্রকাশানন্দের সুশীল ছিল। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী, সুগায়ক, নীতিনিষ্ঠ ও উদারহৃদয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাতা কুসুমকুমারী দেবী অতি সেবাপরায়ণা, কর্মকুশলা ও চরিত্রবতী রমণী ছিলেন। আদর্শ জনকজননীর প্রভাবে তাঁহাদের সংসার ধর্মের সংসারে পরিণত হইয়াছিল। তাই বাল্যবয়সেই সুধীর ও সুশীলের হৃদয়ে ধর্মবীজ উপ্ত হয়।

কৈশোরাবধি সুধীর ও সুশীল ব্রহ্মচর্যপালন ও ধর্মজীবনগঠনে বিশেষ মনোযোগী হন। পল্লীর নানা যুবকের সহিত ধর্মালোচনায় তাঁহারা প্রায়শঃ ব্যাপৃত থাকিতেন। 'সাধনা সমিতি' নামে একটি সংঘ স্থাপন পূর্বক সুধীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসীগণের দ্বারা তথায় ধর্মালোচনা করাইতেন। তিনি নিয়মিত যোগাভ্যাসী ও নিরামিষাশী ছিলেন। পাঠ্যজীবনে সুধীর ও সুশীল অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁহাদের ধর্মজীবনের প্রতি একান্ত অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে অবকাশ দেয় নাই। স্কুলে ও কলেজে পাঠাবস্থাতে তাঁহারা আলমবাজার মঠ, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান প্রভৃতি স্থানে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের যুগান্তরকারী বেদান্ত আন্দোলন ভারতে যখন অপূর্ব ধর্মজাগরণ সৃষ্টি করে, সুধীর ও সুশীল তখন আকুল আগ্রহে স্বামীজীর গতিবিধি ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখিতেন। স্বামীজীর কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর তাঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক শুদ্ধানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুর প্রদর্শিত আদর্শে জীবনাহুতিদানের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে শুদ্ধানন্দ ও প্রকাশানন্দের জীবনধারার আমূল পরিবর্তন হয়। স্বামীজীর নিকট সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহারা ধর্মশিক্ষা পাইয়াছিলেন। একবার স্বামীজীর আদেশে তৎসমক্ষে তাঁহারা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বিষয়ে

সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর প্রগাঢ় উপনিষৎ প্রীতি শুদ্ধানন্দ ও প্রকাশানন্দের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। গুরুবাক্যে গভীর বিশ্বাসী শুদ্ধানন্দ বলিতেন, তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষিত সন্দেহবাদী মনেও স্বামীজীর প্রতিটী বাণী ধ্রুবসত্যরূপে প্রতীত হইত। স্বামীজীর অদ্ভুত হৃদয়বত্তা শুদ্ধানন্দ প্রমুখ শিষ্যগণে প্রতিবিম্বিত হয়। বিবেকানন্দের ভাবধারা শুদ্ধানন্দ ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতি শিষ্যদের জীবনসাধনায় অনেকাংশে রূপায়িত হয়। স্বামীজীর আদর্শ অভিনব অভিব্যক্তি তৎশিষ্যগণের জীবনেই ঘটিয়াছিল।

স্বামী শুদ্ধানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' এর পরিচালনায় ও সম্পাদনকার্যে স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে অশেষ সহায়তা করেন। ইহার পর দশবৎসর কাল তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। বেলুড়মঠের ট্রাষ্টি, মুখ্যসম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকরূপে তাঁহার কর্মজীবন ব্যাপৃত হয়। শেষ জীবনে ১৯৩৮ খ্রীঃ সমগ্র রামকৃষ্ণ সংঘের তিনি অধ্যক্ষ হন। রামকৃষ্ণমিশনের প্রথম সাধুসম্মেলন শুদ্ধানন্দের প্রধানেই অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধানন্দ বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাধুব্রহ্মচারীদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচারে তিনি এক প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। শুদ্ধানন্দ সংঘের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত বহু প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে থাকিয়া উহাদের কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতেন। অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেন, 'শ্রীগুরুর জন্যই শুদ্ধানন্দের জন্মগ্রহণ, জীবনধারণ ও মৃত্যুবরণ।' স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থ ও বক্তৃতাবলীর বঙ্গানুবাদ স্বামী শুদ্ধানন্দের এক অমর কীর্তি।

স্বামী প্রকাশানন্দের কর্মপরিধি প্রধানতঃ আমেরিকায় আবদ্ধ। তিনি পূর্ববাংলা ও ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানেও বেদান্ত প্রচার করেন। একসময়ে তিনি 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সহকারী, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের পরিচালকরূপে প্রভূত কাজ করেন। সানফ্রান্সিস্কোস্থিত হিন্দুমন্দিরের অধ্যক্ষরূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার নানাস্থানে তিনি সুদীর্ঘ বিশবৎসর বেদান্তের অমৃতবাণী বক্তৃতামুখে প্রচার করিতেন। সানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি সহরে তাঁহার প্রচারকার্য সুদূরপ্রসারিত হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে পানামা প্রশান্ত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলন হয় উহাতে স্বামী প্রকাশানন্দের ওজস্বিনীবক্তৃতা সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দুমন্দিরের পর্বতোপরি শান্তি আশ্রমে যাইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ বহু মার্কিণ নরনারীকে জপ ধ্যানাদিও শিক্ষা দিতেন।

স্বামীজীর আরব্ধ কার্যকে পরিপূর্ণ রূপদানের জন্য এই সন্ন্যাসী শিষ্যদ্বয় প্রাণপাতী সাধনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্মের ইতিহাসে তাঁহারা অক্ষয় আসন অধিকার করিবেন। ধর্মজিজ্ঞাসু পাঠক এই পুস্তিকা পড়িলে আনন্দ পাইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রতীক্ষিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কা জী আ ব দু ল ও দু দে র**

**কবিগুরু গ্যেটে** প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** — **সরোজকুমার রায়চৌধুরী**

স্বর্গাদপি গরীয়সী (৪র্থ খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরেঃ বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, নিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর বসন্তে (২য় সং) ৪৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ জৈবন্দিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

**পরিমল গোস্বামী**

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, তুলের ফসল ২৲

**শ্রীমতী রাণী রায়**

প্রেম ৩৲

**রেণু মিত্র** এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

**মো হি ত লা ল ম জু ম দা র**

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪ ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেনাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — **সুবার শিশু গ্রন্থমালা** — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ৷৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারাপদরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

# —স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা
—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

## মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suras C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

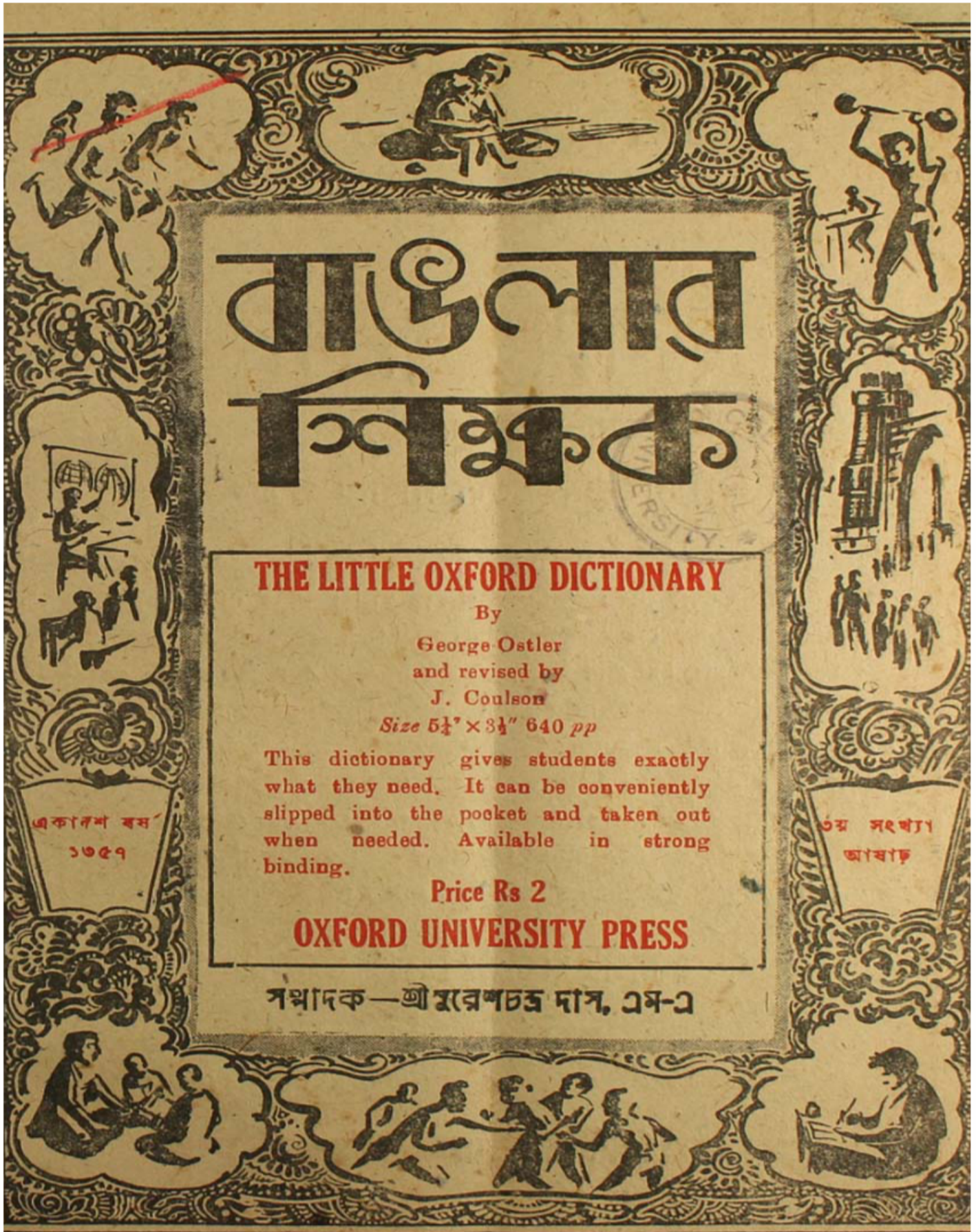

# বাঙলার শিক্ষক


**THE LITTLE OXFORD DICTIONARY**

By

George Ostler

and revised by

J. Coulson

*Size* 5¼" × 3¼" 640 *pp*

This dictionary gives students exactly what they need. It can be conveniently slipped into the pocket and taken out when needed. Available in strong binding.

**Price Rs 2**

**OXFORD UNIVERSITY PRESS**



একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

৩য় সংখ্যা
আষাঢ়

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

## সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আর্জ্জেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১শ বর্ষ ]　　আষাঢ়, ১৩৫৭　　[ ৩য় সংখ্যা

# প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিক্‌নিক

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত যাহারা পরিচিত তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে শিশুদের কাছে বিদ্যালয় আকর্ষণীয় নহে। খুব কম ছেলেই আছে যাহারা স্কুলের সময় হইলে আনন্দের সহিত স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বাপ, মা এবং অন্যান্য অভিভাবকদের তাড়নায় এবং শিক্ষক মহাশয়ের বেতের ভয়ে ছেলেরা অনিচ্ছা সত্ত্বে খেলা ছাড়িয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ছুটির পর ছেলে-মেয়েরা যখন স্কুলের পাঁচিরে আসে তখন তাহাদের আনন্দোদ্ভাসিত মুখ দেখিলে মনে হয় তাহারা সদ্য জেলখানা হইতে মুক্ত কয়েদী অপেক্ষাও সুখী। পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদ্‌ই আজ স্বীকার করেন যে স্কুলকে করিয়া তুলিতে হইবে আনন্দ নিকেতন। আমাদের দেশের স্কুলগুলির পরিবেশের সহিত যাহারা পরিচিত তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে স্কুলে শিশুদের আকর্ষণ করিবার মত কিছুই নাই। তাই স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতেই আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা এবং সরকার চেষ্টা করিতেছেন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে এবং আমাদের দেশের স্কুলগুলিকে অন্যান্য দেশের মত নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে। আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে বিদ্যালয়ে ছেলেদের মগজে পাঠ্য পুস্তকের কতকগুলি তথ্য জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেই চলিবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকিবে নানাবিধ আনন্দদায়ক কাজ। এই সকল কাজ হইবে এমনিই যাহা শিশু স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত করিতে থাকিবে এবং আনন্দময় কাজের মাধ্যমেই হইবে শিশুর শিক্ষা। চঞ্চল শিশু কোন বিষয়ে বেশী সময় মনোযোগ দিতে পারে না; স্কুলের কর্ম্মসূচী একঘেয়ে হইলে শিশুর ভাল লাগে না এবং অনিচ্ছার করা কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানও সার্থক হয় না। শিক্ষক মহাশয়কে লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের কর্ম্মসূচীতে থাকে অভিনবত্ব। শিশুদের বিদ্যালয়ের দিনগুলি সুখময় করিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়রা বৎসরে ২।১ বার পিকনিকের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শিশুর স্বভাব এমনিই যে তাহাকে কিছু করিতে বাধ্য করা হইতেছে জানিলেই তাহার মনে জাগে বিতৃষ্ণা এবং সাধারণ ভাবে সে কাজ যতই আনন্দের হোক শিশুর মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করিতে চাহে। তাই পিক-নিক যদি শিশুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য হয় তাহা হইলে ইহার সমুদয় কর্তৃত্ব শিশুদের উপরেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। শিশুদের উপরে কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিবার অর্থে আমি এ কথা বলিতেছি না যে শিক্ষক মহাশয় সেখানে থাকিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষক মহাশয় পিক-নিকের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং সকল সময়ই উপস্থিত থাকিবেন কিন্তু এমন ভাবে সমস্ত জিনিস ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে শিশুরা মনে করিতে পারে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাহাদের। শিক্ষক মহাশয় পিক-নিক করা হইবে এবং কবে ও কোথায় তাহা নিজে শিশুদের কাছে তাঁহার আদেশ বলিয়া জাহির করিবেন না। পিক-নিকের প্রস্তাব ছেলেদের কাছে করিতে পারেন কিন্তু পিক-নিক হইবে কিনা এবং কোন্ দিন হইবে তাহা স্থির করিবার ভার শিশুদের উপরই দিতে হইবে। শিশু-চরিত্রের সহিত যাহারা পরিচিত তাহারাই জানেন যে বিদ্যালয়ে বদ্ধ ঘরের মধ্যে থাকিতে শিশুরা এমনিই অপছন্দ করে যে পিক-নিকের কথা শুনিলেই তাহাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। পিক-নিক করা সাব্যস্ত হইলে এবং পিক-নিকের দিন স্থির হইলে শিশুদের মধ্য হইতে শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত কয়েকটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি শিশুরা নির্ব্বাচন করিবে। যথা :—

( ১ ) পরিকল্পনা সমিতি।
( ২ ) স্থান নির্ব্বাচন সমিতি।
( ৩ ) সরবরাহ সমিতি।
( ৪ ) অগ্রগামী দল।
( ৫ ) রন্ধন কার্য্যের দল।
( ৬ ) পরিবেশন কার্যের দল।
( ৭ ) সাফাই কার্য্যের দল।
( ৮ ) আনন্দ পরিবেশ সমিতি।
( ৯ ) কোষাধ্যক্ষ।
( ১০ ) হিসাব রক্ষক ইত্যাদি।

সমিতি গঠন করিবার সময় শিক্ষক মহাশয় মনে রাখিবেন যে একটি শিশু যোগ্যতার হিসাবে একাধিক সমিতিতে থাকিতে পারে কিন্তু কোন শিশুরই নাম যেন বাদ না পড়ে। প্রত্যেক শিশুকেই কোন না কোন সমিতিতে দিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই মনে করিতে পারে তাহার কিছু না কিছু কর্তৃত্ব আছে।

পরিকল্পনা সমিতির সকল সভ্য একত্রে মিলিত হইয়া ঠিক করিবে পিক-নিক

কখন হইবে এবং উহার কার্য্যক্রম কি হইবে, সকল ছেলে বাড়ী হইতে খাবার লইয়া যাইবে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া রান্না হইবে; যদি রান্না করা হয় তাহা হইলে কত খরচ হইবে এবং মাথা-পিছু কত চাঁদা দিতে হইবে; খাওয়া দাওয়া ছাড়া আর কি কি জিনিস কার্য্যতালিকাভুক্ত হইবে। পরিকল্পনা সমিতি কার্য্যতালিকা স্থির করিয়া সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেরা সেই কার্য্য-তালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে এবং কাহারো তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয় বাদ দিবার বা নূতন কোন জিনিস যোগ করিবার প্রস্তাব থাকিলে তাহার সম্যক আলোচনা করিতে হইবে। কার্য্যতালিকা স্থির হইয়া গেলে চাঁদা আদায় করিবার ভার লইতে হইবে হিসাবরক্ষক ও কোষাধ্যক্ষকে। পিক-নিকের কার্য্যতালিকা প্রস্তুত হইলেই পরিচালনা সমিতির কাজ শেষ হইবে না। তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতেছে কি না, কার্য্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনার কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে তাহা নিজেদের দায়িত্বে করিতে হইবে। পিক-নিক শেষ হইলে সকল ছেলে বিদ্যালয়ে না ফেরা পর্য্যন্ত পরিকল্পনা সমিতির কাজ শেষ হইবে না।

**স্থান নির্ব্বাচন সমিতি**—শিক্ষক মহাশয়ের সহিত বসিয়া স্থির করিবে পিক-নিকের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইলে কোন কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। জায়গাটি বিদ্যালয় হইতে একটু দূরে হওয়া উচিত। তাহা না হইলে পিক নিকের আনন্দ কমিয়া যায়। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকট গ্রাম বা আশ্রয় স্থান থাকা উচিত—কারণ হঠাৎ ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হইলে শিশুরা আশ্রয় লইতে পারিবে। স্থান নির্ব্বাচন করিবার সময় আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। বিদ্যালয়টি যে পরিবেশে অবস্থিত পিক নিকের স্থানটি তাহা হইতে যেন অন্য রকম হয়; নিকটে কোন পাহাড়, পর্ব্বত, ঝরণা, নদী বা বাগান থাকিলে সেই স্থানে পিক-নিকের ব্যবস্থা করা ভাল। স্থান নির্ব্বাচন সমিতি বিভিন্ন স্থান দেখিয়া শিক্ষক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থান ঠিক করিয়া শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের সকলের সম্মুখে তাহার বর্ণনা করিবে এবং কোন দিকে যাইতে হইবে এবং যাইতে কত সময় লাগিবে ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের মতামত জানাইবে। স্থান নির্ব্বাচন সমিতির আরও একটা কাজ থাকিবে। পিক-নিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার পথে কতকগুলি বিশ্রাম-স্থান ঠিক করিয়া বিশেষ কোন চিহ্ন দিতে হইবে। পিক-নিকের দিনে শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইবে; যাহাতে কোন দল খুব পিছনে না পড়ে বা পথ ভুলিয়া না যায় তাহার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের বাঁশি বা অন্য কোন সঙ্কেত-সূচক শব্দে সকল ছেলে বিশ্রাম-স্থানে একত্রিত হইবে এবং শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশ পাইলে পুনরায় অগ্রসর হইবে ভিন্ন ভিন্ন দলে। বিশ্রাম-স্থানের সংখ্যা যেন খুব বেশী না হয়—তাহাতে শিশুদের বিরক্তি আসিতে পারে।

**সরবরাহ সমিতির** সভ্যগণ মিলিত হইয়া স্থির করিবে পিক-নিকের জন্য কি কি জিনিসের দরকার হইবে এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিস বিনা খরচে যোগাড় করিতে পারা যায়। যেসব জিনিস যোগাড় করিতে পারা যায় কাহারা উহাদের কি কি যোগাড় করিবে এবং কি রকম ভাবে যোগাড় করা হইবে তাহা ঠিক করিতে হইবে। বাজার হইতে যে সকল জিনিস কিনিতে হইবে তাহার পরিমাণ ও দাম নির্ণয় করিতে হইবে। যে সকল জিনিস কিনিতে হইবে তাহার মোট দাম সকল ছেলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে জন প্রতি কত চাঁদা পড়িবে তাহা এই সমিতিকে ঠিক করিতে হইবে। পিক-নিকের স্থানে জিনিসগুলি লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও এই সমিতিকে স্থির করিতে হইবে। পিক নিকের শেষে যে সকল জিনিস ফিরিয়া আসিবে তাহার ব্যবস্থাও এই সমিতির কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবে। এই সমিতিকে সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে সবচেয়ে কম খরচে প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলি কি করিয়া যোগাড় করা যায়।

**অগ্রগামী দল** পিক-নিকের নির্দ্দিষ্ট দিনে সকল ছেলে একই সঙ্গে যাইয়া স্থান পরিষ্কার ও রন্ধনের যোগাড় করিতে থাকিলে পিক-নিক সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। এইজন্য একটি অগ্রগামী দল নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। তাহারা খুব প্রত্যূষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইয়া পিক-নিকের স্থানে উপস্থিত হইবে। এই দলের সহিত সাফাই ও রন্ধন দল ও থাকিবে। আমাদের জাতীয় জীবনে প্রধান দোষ আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে সজাগ নহি। পিক-নিক করিতে যাই কিন্তু যে স্থানে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করি তাহার চারিদিক পরিষ্কার করি না। পিক-নিক শেষ হইলে আমরা স্থান ত্যাগ করি জায়গাটি পরিষ্কার না করিয়াই। সাফাই দলের কাজ হইবে রন্ধন কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্থানটি পরিষ্কার করা এবং পিক-নিক শেষ হইলে স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসা। রন্ধন কার্য্যের দলকে শুধু গতানুগতিকভাবে খাবার জিনিস তৈয়ারী করিলেই চলিবে না। কতজন ছেলে খাইবে, জন পিছু কত চাল, ডাল, তরকারী লইতে হইবে তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। ভাত রান্না হইলে কত সের চাউল রান্না করিতে কত সের জল দিতে হইবে, কত সের তরকারীর জন্য কতটা তেল, নুন ও মসলা দিতে হইবে ইত্যাদি হিসাব সঠিক রাখিতে হইবে।

( ক্রমশঃ )

# প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির এক অধ্যায়

শ্রীপার্থসারথীকুমার রায় পালধি, বি-এ, বি-টি

দেশ, কাল ও সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হয়। প্রাচীন কালের সমাজের গঠন ও আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র; শিক্ষার ধারাও তাই বর্ত্তমান কালের শিক্ষাধারা হইতে ছিল পৃথক। ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মচিন্তা ই ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবনে মূল বস্তু। কাজেই শাস্ত্রচর্চ্চা ও সদাচরণই ছিল শিক্ষার উচ্চতম আদর্শ।

বংশের ব্রাহ্মণই ছিলেন শিক্ষক; তবে ব্রাহ্মণের অভাবে অব্রাহ্মণ শিক্ষকের অধীনে অধ্যয়ন করার প্রথাও প্রচলিত ছিল না। বিদেশী লেখকগণের অপপ্রচারের ফলে অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষায় সকল বর্ণের অধিকার ছিল না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার Lectures on the origin of religion নামক পুস্তকে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় এই অপপ্রচারের খণ্ডন করিয়াছেন (১)। বস্তুতঃ শিক্ষায় প্রধান তিন বর্ণেরই সমান অধিকার ছিল। বৈদিক যুগের শেষে সূত্রসাহিত্য যুগের শিক্ষা ও শিক্ষাদানপদ্ধতি (২) আলোচনা করিলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

## সূত্রযুগের শিক্ষা প্রণালী

ছন্দঃ ও মন্ত্র রচনার মধ্যেই বৈদিক ঋষিগণের ধর্ম্মসাহিত্যের প্রথম বিকাশ। আমরা এই ছন্দঃ ও মন্ত্রসাহিত্যের বিস্তার ও বিশ্লেষণ দেখিতে পাই "ব্রাহ্মণ" যুগে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য ও অধ্যাত্মরস তখনও সাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হয় নাই। যাগযজ্ঞ ও উপাসনা পদ্ধতি ছিল জটিল ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য।

অকস্মাৎ সমাজে দেখা দিল বিপ্লব ও বিদ্রোহ; আসিল বৌদ্ধধর্ম্ম। এই নূতন ধর্ম্মের সরল মতবাদ বৈদিক ধর্ম্মে ভাঙ্গন আনিল। বিপর্য্যয়ের মুখে অনেকটা আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বৈদিক ধর্ম্ম-সাহিত্যকে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য করিয়া তোলার প্রচেষ্টা দেখা দিল। এই প্রচেষ্টার ফলেই সূত্রসাহিত্যের জন্ম। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা, যাগযজ্ঞ এবং উপাসনাপদ্ধতির সহজ ও সরল বিশ্লেষণের জন্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মূল এইখানেই। প্রয়োজনের তাগিদে যে ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। শিক্ষা হইল বাধ্যতা-মূলক ও সর্ব্বজনীন।

---

1. "It requires but the slightest acquaintance with Sanskrit Literature to see utter groundlessness of such a charge. One caste only, the sudras, were prohibited from knowing the Veda. With the other castes, the military and civil classes, a knowledge of the Veda, so far from being prohibited, was a sacred duty."

2. Ref: Ancient Indian Education—Dr. Radhakumud Mukherjee.

প্রত্যেক আর্য্য সন্তানকেই অন্ততঃ একটি বেদ আয়ত্ত করিতে হইত। কেহ কেহ অধীতবিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়া শাস্ত্র সংরক্ষণের সহায়তা করিতেন। তাঁহারা বিষয় বস্তুর অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। তাঁহারা ছিলেন প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক মাত্র। আবার কেহ কেহ তর্ক, আলোচনা ও বিচার বুদ্ধিদ্বারা বেদ-বেদাঙ্গের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া সুপণ্ডিত হইতেন।

## প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাচীন সমাজে পঞ্চম বৎসর বয়সে প্রত্যেক শিশুকেই প্রাথমিক শিক্ষায় (Three R's) প্রবিষ্ট হইতে হইত। "বিদ্যারম্ভ" অনুষ্ঠান দ্বারা এই শিক্ষা সূচিত হইত। বর্ণজ্ঞান ও স্তোত্রপাঠ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে "চূড়াকরণ" অনুষ্ঠানের পর লিখন ও সংখ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইত। প্রাথমিক শিক্ষাকাল বর্ণভেদে তিন বৎসর ( ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্য ), ছয় বৎসর ( ক্ষত্রিয় সন্তানের জন্য ) এবং সাত বৎসর ( বৈশ্য সন্তানের জন্য ) নির্দ্দিষ্ট ছিল।

## উচ্চ শিক্ষা

মনুর বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক আর্য্য সন্তানকেই বেদ ( এবং উপনিষদ ) অধ্যয়ন করিতে হইত। সমগ্র বেদ-বেদাঙ্গের বিশাল শাস্ত্ররাশি আয়ত্ত করিতে প্রায় ৪৮ বৎসর কাল ব্যয়িত হইত। উহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যই একটিমাত্র বেদ শিক্ষাই বাধ্যতামূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। "উপনয়ন" অনুষ্ঠান দ্বারা আর্য্য সন্তান "দ্বিজত্ব" প্রাপ্ত হইতেন এবং বেদ বা উচ্চ শিক্ষার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। উচ্চ শিক্ষায় দীক্ষিত ছাত্রকে ব্রহ্মচারী বলা হইত।(৩) দ্বিজত্বে দীক্ষিত ছাত্র ( ব্রহ্মচারী ) অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্দ্দিষ্ট একটি বেদ বাছিয়া লইয়া ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কোন অধ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। একাধিক বেদ আয়ত্ত করিতে হইলে সাধারণতঃ একাধিক গুরুকে বরণ করিতে হইত। এই কারণেই উদ্দেশ্যভেদে শিক্ষাকাল ১২, ২৪, ৩৬ বা ৪৮ বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

## পাঠ্যতালিকা

এই বৈদিক-শিক্ষার পাঠ্যতালিকা ছিল ব্যাপক। প্রাচীন ঋগ্বেদের রচিত ছন্দঃ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত ( এবং সংরক্ষণ ) করিতে হইলে স্বরবিজ্ঞান, শব্দতত্ত্ব ( নিরুক্ত ) উচ্চারণ পদ্ধতি, ব্যাকরণ ( পদপাঠ ), ছন্দ (metre) ইত্যাদি যথাযথভাবে শিখিতে হইত।

3. "The aim of education in India has been initiation into the higher life of spirit. The student is a wayfarer in spirit (brahmachāri) and the period of studentship is life in spirit ( brahmacharya)."—Sir S. Radhakrishnan in his speech at the World Education Conference, 1937.

যজ্ঞানুষ্ঠানাদি ক্রিয়াকলাপের ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অর্জন করিবার জন্য কল্প ( যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি ), জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা ( যাগযজ্ঞের দিনক্ষণ নিরূপণের প্রয়োজনে ), বীজগণিত ও জ্যামিতি ( যজ্ঞবেদীনির্মাণকল্পে ), শরীরতত্ত্ব ( যজ্ঞানুষ্ঠানে পশু বলি এবং পশু দেহ ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনে ) ইত্যাদি বিবিধ বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত বংশগত বৃত্তি শিক্ষাও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

## ছাত্রজীবন

ছাত্রজীবন কঠোর ব্রতকাল বলিয়া তৎকালীন সমাজে বিবেচিত হইত। ছাত্রকে পরম নিষ্ঠা ও সংযমের সহিত গুরু-গৃহে গুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বিদ্যার্জন করিতে হইত। তাহার স্নান, আহার, পরিধেয়, নিদ্রা ও বিশ্রামের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল। গুরু-সেবার নির্দিষ্ট কর্তব্যকাল ও নির্দ্ধারিত বিশ্রামের সময় ব্যতীত সারাদিন অনন্যমনা হইয়া ছাত্রকে অধ্যয়নে রত থাকিতে হইত। অবসর সময় যাপনেরও বিধান ছিল। ঐ সময়ে ছাত্র অধীত বিষয়ের কঠিন অংশগুলি মনে মনে পুনরালোচনা করিত এবং সংশয় দেখা দিলেই গুরুর সাহায্য গ্রহণ করিত। নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং সর্বপ্রকারের বিলাসিতা অবশ্য পরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ছাত্র গুরুকে পিতাজ্ঞানে ভক্তি করিত এবং ( পাপ কার্যে আদিষ্ট না হইলে ) গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয় বলিয়া জ্ঞান করিত।

## শিক্ষকবৃন্দ

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে দুই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। শিষ্যের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া যিনি অধ্যাপনা করিতেন তাঁহাকে "উপাধ্যায়" নামে অভিহিত করা হইত। আর, দ্বিতীয় ছিলেন "আচার্য"। আচার্যই ছিলেন আদর্শ গুরু। তিনি যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া এক বা একাধিক শিষ্য গ্রহণ করিয়া অপত্য স্নেহে নিজগৃহে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেন এবং বিনা বেতনে পুত্র-সম এই শিষ্যবৃন্দকে আপন লব্ধ জ্ঞান দান করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেন। আচার্য ও উপাধ্যায় সাধারণতঃ কোন একটি বিশেষ বেদে-ই বিশেষজ্ঞ থাকিতেন। কোন একজন আচার্যের পক্ষে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া কল্পনাতীত ছিল। কাজেই, "পরিষদ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। দশজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সভ্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইত। তাঁহাদের মধ্যে চারি বেদের বিশেষজ্ঞ চারজন, সামাজিক জীবনের তিন আশ্রমের ( ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বনবাসী ) প্রতিনিধি তিন জন এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ তিন জন থাকিতেন। এই পরিষদকেই পরবর্তীকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কুর বলা যাইতে পারে।

---

# শাসন ও শৃঙ্খলা

শ্রীতারাকুমার মিশ্র

বৈদেশিক শক্তির রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা যেন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে বন্যার মত। দিল্লীর দরবারকক্ষ হতে গ্রাম্য পণ্ডিতের পাঠশালা পর্যন্ত ডাক শোনা যাচ্ছে—শৃঙ্খলা চাই, শৃঙ্খলা চাই। সভাসমিতি, পথে ঘাটে, ট্রেনে, ট্রামে, এমন কি খেলার মাঠে পর্যন্ত সকলের মুখেই শৃঙ্খলা রক্ষা করার আবেদন নিবেদন শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু শৃঙ্খলা-রক্ষা হচ্ছে না কোথাও। তবে কি আমরা "ভারত ছাড়" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শৃঙ্খলা-বোধকে ইংরাজের জাহাজে চড়িয়ে চির-বিদায় দিয়েছি—সমুদ্র পারে? অনেকেই ইতিমধ্যে বলতে সুরু করেছেন—ইংরাজের আর যাই হো'ক, শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষমতা ছিলো যথেষ্ট—স্বদেশীওয়ালাদের সে মুরোদও নেই ইত্যাদি। তা হ'লে কথা দাঁড়াচ্ছে—ইংরাজদের আমলে দেশে শৃঙ্খলা ছিলো, বর্তমানে নেই। এই যদি হয় তাহ'লে স্বীকার কর্তে হয় শৃঙ্খলার একজন চালক ও আর একজন বাহক থাকবে। বাহকের কাজ নিরীহ গো-বেচারীর মত চালকের কথামত চলা—এ হ'লেই শৃঙ্খলার চরম। আর বাহক একটু এদিক্ ওদিক্ করলেই চালক চাবুকের সাহায্যে তাহাকে সংযত রাখবে। ইংরাজ ছিলো উপযুক্ত চালক আর আমরা চল্লিশ কোটি নিরীহ বাহক। কিন্তু সত্যকারের শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার যে চালক সেই বাহক। শাসক ও শোষিতের সম্বন্ধ সেখানে নেই। যে নিয়মানুবর্তী সে জানে সেই তার নিয়ামক। নিয়মকে মেনে চলাই তার কাজ, আনন্দ ও প্রাণ। নিয়ম তারই গড়া এবং তার জন্যেই নিয়ম। এ সত্য ইংরাজ কোনদিন আমাদের শেখায় নি বা শেখানো তাদের ইচ্ছে ছিলো না। কারণ তারা এদেশে এসেছিলো প্রথম "বণিকের মানদণ্ড" নিয়ে; পরে সেই দণ্ড "দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"। রাজা প্রজাকে শুধু না করে' করে গেছে শাসন ও শোষণ—যাকে আমরা ইংরাজিতে গভর্নমেন্ট বলি। সত্য কথা ইংরাজ জানতো শাসন কর্তে। সেই শাসনের অবসানে দড়ি-ছেঁড়া বাহন মিথ্যা শৃঙ্খলার বোঝা ফেলে চারিদিকে ছুটতে আরম্ভ

করেছে মুক্তির আনন্দাতিশয্যে। এ তার শাসন ছেঁড়ার স্বতঃস্ফূর্ত। এতদিন সে 'চিনির বলদের' মতো বোঝা বয়েই মরেছে। চিনির আস্বাদ সে কোন দিন পায় নি। সে যদি বুঝতো চিনির মালিক সেই—তাহ'লে আজ আমাদের এ দশা হো'ত না। নিয়মকে মেনে চলাই মানুষের ধর্ম। নিয়মের রাজত্বে একটু অনিয়ম করেই—অনর্থ। এই যে বৈজ্ঞানিক সত্য—এ উপলব্ধি আমাদের হয় নি। আমরা বুঝেছি শাসন ও শৃঙ্খলা অভিন্ন। কিন্তু বিজ্ঞান বলে—শাসন ক্ষণস্থায়ী;—শাসন স্বল্পপরিসর—শৃঙ্খলার ক্ষেত্র সর্ব্বত্র, শাসনে আছে বাইরের চাপ—আর শৃঙ্খলার অন্তরের প্রেরণা. শাসন বর্ত্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট আর শৃঙ্খলার লক্ষ্য সুদূর ভবিষ্যৎ। তাই মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ হার্বার্ট ও রাস্ক বলেছেন—"The aim of Government or Order lies in the present, whereas Discipline has in view—the future adult." বর্ত্তমান ভারত শোষণ-জর্জ্জর ও অসহায় তাই আমাদের লক্ষ্য হ'বে ভাবী ভারতের দিকে। এই ভাবী কালকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হ'লে চাই নিয়মানুবর্ত্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধ; আমরা শাসন বা গভর্ণমেণ্ট চাই না কারণ আমরা মানি—"A very good Government or order may be a bad discipline. On the other hand a good discipline will always tend to bring a good Government or order in its train." এই নিয়মানুবর্ত্তিতা শেখানোর পথ কি, উপযুক্ত সময় কখন এবং এর ক্ষেত্র কোথায়?

শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা পাঠ্যাবস্থাই নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। মনস্তত্ত্বও এই নীতির সমর্থন করে, কারণ মানুষের চরিত্র এই অবস্থাতেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং শৃঙ্খলাবোধ একটি চরিত্রগত গুণ এবং এই অবস্থা কাটে গৃহে ও বিদ্যামন্দিরে—তাই গৃহ ও বিদ্যালয়কে মানব-শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত কর্ত্তেই হ'বে। ভারতের প্রত্যেকটি গৃহ ও বিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে হবে—ভারতের আদর্শ মত। সে আদর্শ বাণী আজও আমরা ভুলিনি—

"অসতো মা সদ্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়"

এ আদর্শে পৌঁছুতে হ'লে শুধু রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না, কারণ রাষ্ট্র না হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কর্ল্লেন—গৃহ তৈরী কর্ব্বেন কে? ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে কতক্ষণই বা থাকে? তাদের অধিকাংশ সময়ই কাটে গৃহে ও সমাজে। এ ভার নিতে হ'বে পিতামাতা ও সমাজ কর্ত্তাদের। তারপর বিদ্যালয়ে চাই—আদর্শ গুরু। এখানেই মহাবিপদ। বাস্তবের কঠীন লড়াই ভাবী ভারতের আদর্শ শিক্ষাগুরু তৈরী করার প্রধান অন্তরায়। শিক্ষক আজ নিরন্ন, দরিদ্র ও অবহেলিত। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজকে আজ চিন্তা কর্ত্তে হ'বে কেমন করে শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলা যায়। অপর পক্ষে শিক্ষককেও

তাহ্‌তে হবে তাঁর গুরু দায়িত্বের কথা ; আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে তাঁকে আজ সমতা রক্ষা করে চলতেই হ'বে। তবেই হ'বে এর সমাধান।

শেষ কথা পথের। মনোবিজ্ঞান নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষার তিনটি পথের সন্ধান আমাদের দিয়েছে। সেগুলি হচ্ছে অধ্যাপক নরম্যান ম্যাকমানের বিশ্লেষিত সন্ত্রাসবাদ, আদর্শবাদ ও মোক্ষবাদ।

সন্ত্রাসবাদীরা শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলা শেখাবার পক্ষপাতী। মানুষের ভেতর ভয়ের যে সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, তাকে সদা-সর্ব্বদা জাগ্রত রাখতে পারলেই সে নিয়মকে লঙ্ঘন কর্ত্তে সাহসী হবে না। দণ্ডই সন্ত্রাস পন্থীদের হাতের প্রধান অস্ত্র। আমাদের দেশে মধ্যযুগ হ'তে বর্ত্তমানের কিছু পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত এই নীতির বেশ প্রচলন ছিল। এখনও যেখানে লক্ষ্য হ'চ্ছে—আশু কোন শাসন-পদ্ধতি চালু করা, সেখানে দণ্ডনীতির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে এ নীতি অচল, কারণ এতে স্থায়ী কোন ফললাভ হয় না। এর দ্বারা দণ্ডিত ও দণ্ডদাতা উভয়েই শঙ্কিত হয়।

আদর্শবাদীরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের সাহায্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা শেখানোর সমর্থক। তাঁরা বলেন যেহেতু নিয়মানুবর্ত্তিতা একটি চারিত্রিক গুণ—সেজন্য চরিত্র গঠন করাই প্রথম কর্ত্তব্য। চরিত্র গড়ে ওঠে আদর্শমত। দুর্ব্বল জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে প্রবলের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই মহত্তর ব্যক্তিত্ব বা আদর্শের সংস্পর্শে এলেই সে প্রবলের গুণধর্ম্মী হ'বেই হবে। একথা সত্য, কিন্তু এর একটা বিপরীত দিক আছে। দুর্ব্বল প্রবলের অনুকরণ কর্ত্তে গিয়ে নিজের যা কিছু মৌলিকত্ব তা হারিয়ে বসে, অথচ প্রবলের সাথে পা মিলিয়ে চলার ক্ষমতা না থাকায় মাঝপথে হারিয়ে যায়। দেখা গেছে অত্যধিক নীতিগামী মা-বাপের ছেলেরাই বিপথগামী হয়ে পড়ে। তবে একথা অস্বীকার করা চলে না যে যদি সতর্ক হয়ে চলা যায় তাহ'লে এ-নীতিতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

মোক্ষবাদীরা কিন্তু ওপরের দু'টী নীতিকেই অচল বলে ত্যাগ কর্ত্তে চায়। তাঁদের মতে সত্যিকারের নিয়মানুবর্ত্তিতাবোধ বাইরের শাসন বা ব্যক্তিত্বের চাপে জাগে না। সত্যের সন্ধান অন্তরে। "Learning by doing" অর্থাৎ "করে শেখা" এই তাঁদের মূলমন্ত্র। অভিজ্ঞতা হ'তে যে বোধ জন্মাবে তাই সত্যানুভূতি। সে তখন বুঝবে নিয়ম মেনে চললেই আমার মঙ্গল, আর এই যে মেনে চলা এতে আত্মগ্লানি নেই, কারণ বাইরের চাপে সে নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হ'চ্ছে না। এতে সে পাবে আত্মপ্রসাদ। কিন্তু এরও একটা বিপদ আছে। মানুষ সামাজিক জীব ও সমতা রক্ষাই সমাজের ভিত্তি। একজন স্বাধীন বলেই যে সে ষোল আনা ভোগ করবে—তা সমাজে চল্‌তে পারে না। কারণ সমাজের সকলের স্বাধীনতার সঙ্গে তার স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের পূর্ণতা ভোগ মানেই অপরের কিছুটা হরণ করা। দ্বিতীয় কথা এ নীতি পুরোপুরি মেনে চলতে গেলেই প্রতিটি মানুষকে

নতুন করে জীবন আরম্ভ কর্ত্তে হয়। বিশ্বমানবের যে ধারা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে ভূমার দিকে তাকে বাধা দিতে হয়, যদি মানুষকে প্রতি বারে নূতন করে অভিজ্ঞতালাভ কর্ত্তে হয়। 'আগুনে হাত পোড়ে' এ সত্যবোধ শিশুর পক্ষে অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করাতে উপকারের চেয়ে অপকারের মাত্রাটাই বেশী। বিশ্বমানব তাঁর বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্যে উন্মুক্ত করে রেখেছেন শাস্ত্রাদিতে ও কৃষ্টি সংস্কৃতিতে। এ নীতির সমর্থকরা কেন আমাদের সেই অধিকার হ'তে বঞ্চিত কর্ব্বেন ?

উপসংহারে এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হ'বে যে উপরের নীতিগুলির ভেতর যা কিছু উগ্র, ভ্রান্ত ও মিথ্যা সেগুলিকে ছেঁটে দিয়ে আমাদের সত্যকে সন্ধান কর্ত্তে হবে। সত্য চিরকাল নরম ও গরম, হাসি ও কান্না এবং আঁধার ও আলোর অন্তরালে আত্মগোপন করে, তাকে যে অনুসন্ধান করে তার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব বললেও চলে। তাই যাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন এমন আর্ষ্য ঋষিরা যে পথের সন্ধান আমাদের জন্য বিশ্বমানবের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন তার শরণ নেওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং তাই হবে আমাদের কাছে সত্য—যতদিন না অন্য কোন সত্যদ্রষ্টা এসে পূর্ব্বগামীদের পথকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ কচ্ছেন। সে সত্য নিহিত রয়েছে নীচের শ্লোকটিতে—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ" ॥

মাত্র এই একটি শ্লোকের ভেতর মনস্তত্ত্বের চরম ও উপরের তিনটি পথের যা কিছু সত্য—সব ধরা পড়ে গেছে আমাদের কাছে। জীবনকে গড়তে গেলে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে, শাসনও চাই, মুক্তিও চাই এবং আদর্শও চাই। একা দুঃখ বা একা সুখ মানুষ গড়তে পারে না। এ দুটির ভার-সাম্যেই মানুষের জীবন। এক কথায় নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষার শাসন হ'বে সতর্কীকরণ, আদর্শ হবে বাস্তবদর্শী ও মুক্তি চাই আত্ম-সংযমের মাঝে। তবেই গড়ে উঠবে ভারতের ভাবী সন্তানের জীবন, যার মাঝে আমরা দেখতে পাবো নিয়ম শৃঙ্খলার শ্বেত শতদল —রূপে, রসে ও গন্ধে বিশ্বের অতুলনীয় ও অভিনব—সে জীবন হবে "সত্যম্ শিবম্ ও সুন্দরম্" কিন্তু মনে রাখতে হবে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

—শিক্ষা ও সাহিত্য

---

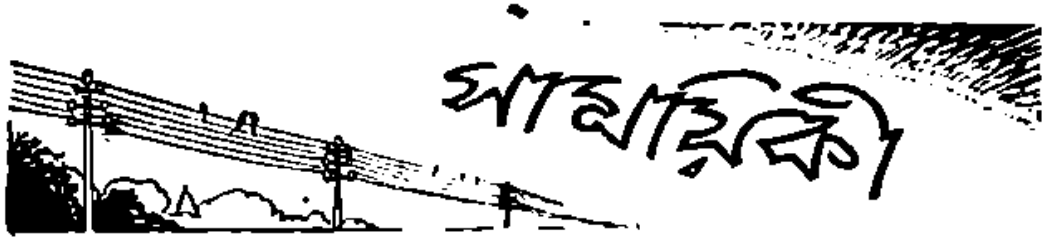


**মফঃস্বলে নূতন কলেজ**—এই বৎসর শিক্ষা বিভাগ মফঃস্বলে কয়েকটি নূতন কলেজ খুলিয়াছেন। কোন কোন স্থলে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হইয়াছে। এইসব কলেজের ব্যয়ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করিবেন। এখন কথা হইতেছে কলেজ তো হইল, কিন্তু ছাত্রেরা কলিকাতা ছাড়িয়া সুদূর মফঃস্বলে যাইতে চাহিবে কি? তাহারা কেন যাইবে?

অবশ্য কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের থাকা খাওয়ার খরচ অনেক কমে হইবে, কিন্তু একমাত্র এই প্রলোভনে ছাত্র-ছাত্রীরা মফঃস্বল কলেজে যাইবে না। মধ্যবিত্ত অভিভাবক যাঁহারা কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে বসবাস করেন এবং কলিকাতায় যাঁহাদের রুজিরোজগার তাঁহারা মফঃস্বলের কলেজে মেসে রাখিয়া ছেলেমেয়ে পড়াইবেন না নিশ্চয়ই।

ইহা ছাড়া গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা কলিকাতায় টুইশনি করিয়া, অন্য কোন অফিসে চাকুরী করিয়াও কলেজে পড়েন। তাঁহারা কি করিয়া মফঃস্বলে কম পয়সা খরচের লোভে যাইবেন?

মফঃস্বলের এই সকল নূতন কলেজে যদি কলিকাতার নাম করা অধ্যাপক-দিগকে অধিক বেতনে পাঠানো যায় এবং হষ্টেলে থাকা খাওয়ার খরচ যদি আশাতিরিক্তরূপে কম হয় তবেই কলিকাতার কলেজের ভীড় কম হওয়া সম্ভব হইবে।

যে যে মহকুমা বা জেলায় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে সেই সেই মহকুমা বা জেলা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে ঐসব কলেজে তাহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা রাখিলেও কিছু ছাত্র ছাত্রী আকৃষ্ট হইতে পারে।

তারপর প্রত্যেক কলেজের সঙ্গে একটি ভাল লাইব্রেরী এবং যে যে কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো হইবে সে সবস্থানে একটি সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

হাতের আঙুল দেখাইয়া "মনে কর ইহা একটি টেষ্ট টিউব" এই বলিয়া বিজ্ঞান পড়াইবার দিন চলিয়া গিয়াছে।

সুতরাং সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে এইসব দিক দিয়া বিবেচনা করা সমীচীন। নতুবা কলিকাতার টিউব রেলওয়ের পরিকল্পনার ন্যায় এই "ডিস্পারসেল স্কীমের" ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কাজী আবদুল ওদুদের**
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়**

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, লীলাস্থলীয় (৪র্থ সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, লতাকীয় বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, ছাদদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বালয় ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়ং) ৩৲

**পরিমল গোস্বামী**

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷০

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

**শ্রীমতী রাণী রায়**

প্রেম ৩৲

**রেণু মিত্র** এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

**মোহিতলাল মজুমদার**

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪ ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু নেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — **সুবীর শিশু গ্রন্থমালা** — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীভামসরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

—স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা
—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত
—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's stylo is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

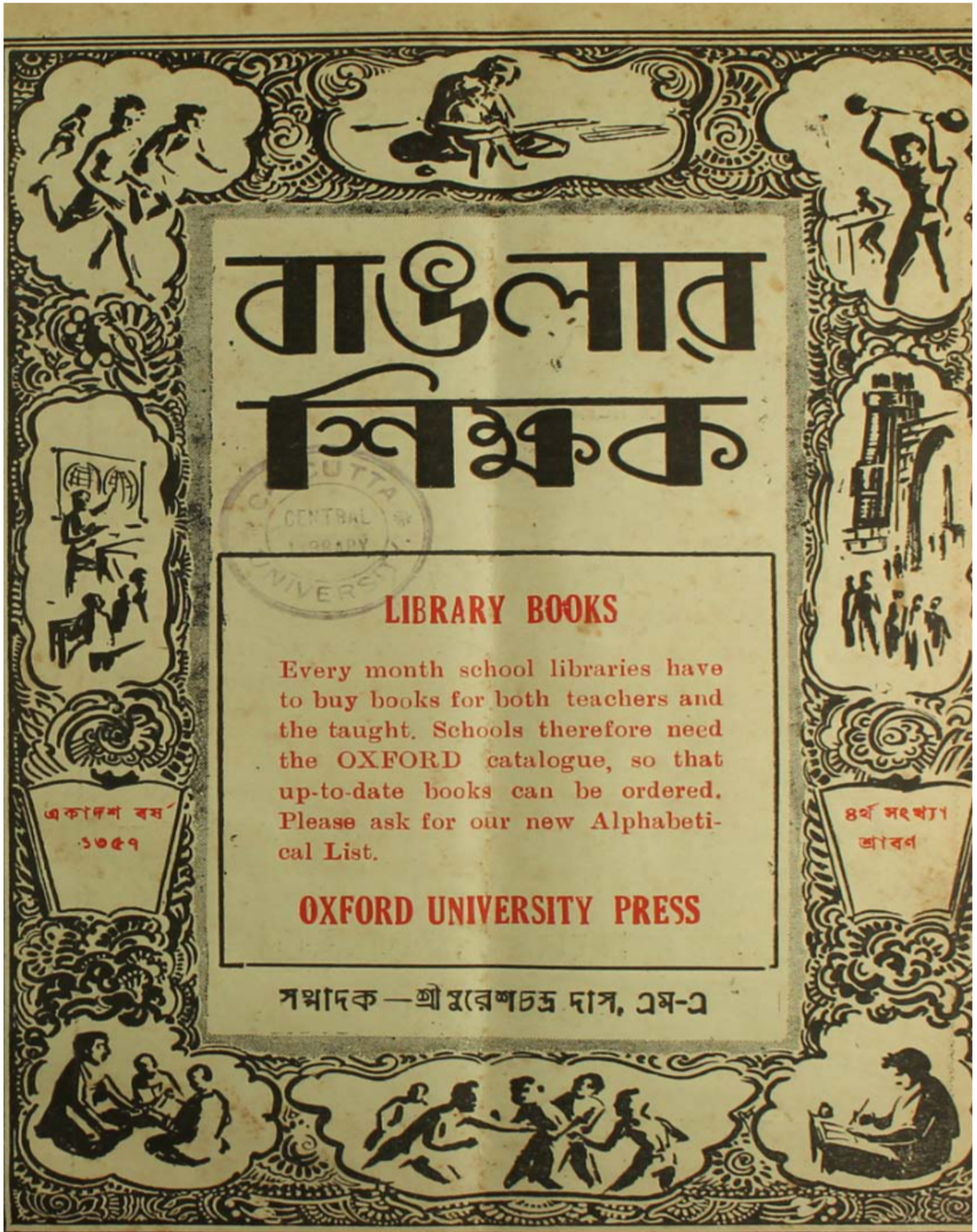

# বাঙলার শিক্ষক

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

**LIBRARY BOOKS**

Every month school libraries have to buy books for both teachers and the taught. Schools therefore need the OXFORD catalogue, so that up-to-date books can be ordered. Please ask for our new Alphabetical List.

**OXFORD UNIVERSITY PRESS**

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

## সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিষ্কলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কৃষ্ণা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে নালিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার

'বাঙলার শিক্ষক'

১১৯, মহাত্মা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—**ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি**

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

---

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

**মাসিক**

## সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

**প্রতি সংখ্যা ।৷০**

**সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩।৷০**

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অনুরূপা মিত্র**

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

# কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য যে মহামূল্য গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য্য সেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বইখানির অনুবাদ করিয়াছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়। এই সুকঠিন কার্য্যে তিনি যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেশাত্মবোধসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রথম খণ্ডের মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

# উজ্জ্বল ভারত

( মাসিক পত্র : তৃতীয় বর্ষ )

সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্য্যালয়—১৮এ শ্রিজ গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

এতদিনকার প্রচলিত মাপে আজিকার জগতকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। আজিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। উজ্জ্বল ভারত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতেছে।

১১শ বর্ষ ]　　শ্রাবণ, ১৩৫৭　　[ ৪র্থ সংখ্যা

# প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পিক্‌নিক

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-টি

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

রন্ধন শেষ হইলে রন্ধন দলের কাজ শেষ হইবে এবং তার পরই আরম্ভ হইবে পরিবেশন দলের কাজ। আমাদের দেশে এই পরিবেশন কাজটি কোন দিনই সুশৃঙ্খল-ভাবে হয় না। বাড়ীর খোঁজ যাহারা রাখেন তাহারা বলিতে পারিবেন যে পুরুষদের খাওয়াইয়া মেয়েরা যখন খাইতে বসে তখন তাহাদের ভাগ্যে অনেক সময় তরকারী জোটে না এবং ভাতের সঙ্গে মুড়ি বা চিড়া মিশাইয়া ক্ষুধা মিটাইতে হয়। কোন বড় রকম উৎসব বা ভোজের বাড়ীতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় প্রথম ২।৪ দলের থালা বা পাতায় অনেক খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হয় এবং শেষের দল যখন খাইতে বসে তখন অনেক জিনিসই কম পড়ে। সেইজন্য পরিবেশন দলের কাজ যাহাদের পড়িবে তাহাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। প্রথম দেখিতে হইবে সর্ব্বশুদ্ধ কত জন খাইবে এবং যে পরিমাণ খাদ্য আছে তাহাতে প্রত্যেককে কতটা পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক দলের মতই পরিবেশন দলের জন্য থাকিবে একজন দলপতি। সে ঠিক করিয়া দিবে কে কোন জিনিস পরিবেশন করিবে এবং কোন দিক হইতে আরম্ভ করিবে। প্রথম বারে সকলকে কম অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিতে হইবে। সকল জিনিস পরিবেশন হওয়ার পর দলের নেতার নির্দ্দেশ মত খাওয়া আরম্ভ হইবে। পরিবেশনের নেতার কাজ হইবে চারিদিকে লক্ষ্য রাখা কাহার কোন জিনিস দরকার এবং বিভিন্ন জিনিস পরিবেশন-কারীদের সেইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া। যখন দেখা যাইতেছে কোন খাদ্য দ্রব্য আর পরিবেশন করিলে অন্যান্য দলের কম পড়িতে পারে তখন সে কথা সকলকে জানাইয়া দিতে হইবে। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই দলের দায়িত্ব শেষ হইবে না।

পিক্‌নিক এর অর্থ শুধু খাওয়াই নহে। বাড়ীতে সকল ছেলেই খায়—কেহ হয় তো খারাপ, কেহ হয় তো ভাল একটি দিন একটি বিদ্যালয়ের সমস্ত ছেলে কি করিয়া শৃঙ্খলিত ভাবে এবং আনন্দের সহিত কাটাইতে পারে তাহার জন্যই পিক্‌নিক এর ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পিক্‌নিক খাওয়া দাওয়াতেই শেষ না হয়। খাওয়ার শেষে খেলাধূলা, গান-বাজনা, হাস্য-কৌতুকের ব্যবস্থা করার ভার থাকিবে **আনন্দ পরিবেশ সমিতির** উপর। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই অনেক রকম আনন্দ দানের ক্ষমতা থাকে। অনেক সময় লজ্জায় তাহা স্কুলে প্রকাশ করিতে পারে না। এই সমিতির কাজ হইবে কোন্ কোন্ ছেলের গানবাজনা, হাস্য, কৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা আছে তাহা খোঁজ লইয়া যাহাতে তাহারা সকলের সম্মুখে নিজেদের বিদ্যার পরিচয় দেয় তাহার ব্যবস্থা করা। যেখানে পিক্‌নিক হইবে তাহার নিকটে কোন লোকালয় থাকিলে সেখানকার লোকজনকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করা উচিত। হয়তো দেখা যাইবে গ্রামের লোকেদের মধ্যে অনেকে গান বাজনা করিয়া শিশুদের আনন্দ দান করিতে পারিবে। সেই গ্রামের শিশুরাও যদি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হয় তাহা হইলে গ্রামের লোকেরা শিক্ষক মহাশয় এবং অন্যান্য শিশুদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবে।

কোষাধ্যক্ষ এবং হিসাব রক্ষক দুইজন মিলিয়া ছেলেদের কাছে টাকা আদায় করিবে। টাকা থাকিবে কোষাধ্যক্ষের কাছে। সরবরাহ সমিতি মারফৎ সমস্ত খরচ হইবে। কত টাকা কোন সময় কাহাকে দেওয়া হইতেছে হিসাব রক্ষক তাহার হিসাব রাখিবে। যাহাকে টাকা দেওয়া হইতেছে তাহার নিকট হইতে রসিদ লইতে হইবে এবং যে কাজে খরচ হইতেছে সম্ভব হইলে তাহার cash memo লইতে হইবে। কোষাধ্যক্ষ একখানি খাতা রাখিবে, তাহাতে একদিকে থাকিবে আদায়ের হিসাব এবং আর একদিকে থাকিবে খরচের হিসাব। যখনই হিসাব রক্ষককে কোন টাকা দেওয়া হইবে তখনই তাহার নিকট হইতে রসিদ বা খাতার পাশে সহি করিয়া লইতে হইবে। পিক্‌নিক শেষ হইলে তাহার পরদিন সকল ছেলেদের মিলিত সভায় হিসাব রক্ষক এবং কোষাধ্যক্ষ মিলিয়া একটা রিপোর্ট দিবেন। তাহাতে কত টাকা আদায় হইয়াছে—কোন্ খাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহার বর্ণনা থাকিবে। যদি হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে তাহা কি ভাবে খরচ হইবে বা টাকা কম পড়িলে তাহা তুলিবার ব্যবস্থাই বা কি হইবে সে বিষয়ে সকলের মতামত লইতে হইবে।

পিক্‌নিক হইয়া যাওয়ার দুই এক দিনের মধ্যেই শিক্ষক মহাশয়দের উপস্থিতিতে ছেলেদের একটা সভা ডাকিতে হইবে। এই সভায় পিক্‌নিক সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। প্রত্যেক সমিতির নেতা তাহার দলের কাজের বিবরণী পাঠ করিবে। অন্যান্য ছেলেরা

এই বিবরণী এবং দলের কার্য্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিবে। সমগ্রভাবে পিকনিক সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে। কোথায় দোষত্রুটি হইয়াছে—কেমন করিয়া ইহা আরও সুশৃঙ্খলার সহিত পালন করা যাইত তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। পিকনিক এর সময় শিক্ষক মহাশয়রা নীরবে সব দেখিবেন—ছেলেরা মারাত্মক রকম ভুল না করিলে তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আজ সভাতে তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবেন। কোথায় দোষ ত্রুটি হইয়াছে, কি করিলে তাহা দূর করা যাইতে পারে, কোন দলের কাজ বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে, কোন দল কাজ বিশেষ মনোযোগের সহিত করে নাই—ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়রা আলোচনা করিবেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিদ্যালয়ে পিকনিক এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? ছেলেদের নিছক আনন্দ দান ছাড়া পিকনিকের শিক্ষনীয় সম্ভাবনীয়তা আছে কতটুকু? কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি আজ পৃথিবীর সকল দেশ মানিয়া লইয়াছে; ভারত সরকারও বুনিয়াদী বা কর্ম-মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ ইহাই নহে যে শিশুকে সকল সময় উৎপাদন-মূলক কাজ করাইতে হইবে। শিশুকে পাঠ্য পুস্তকের পাঠের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া বিদ্যালয়ে নানারকম কার্য্যসূচীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে যাহার মধ্যে শিশু পাইবে আনন্দ এবং শিক্ষাও আনন্দের মধ্যে এবং অনেক সময় শিশুর অজান্তেই হইয়া যাইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে পিকনিকের মূল্য অনেক। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য উপযুক্ত নাগরিক তৈয়ারী করা। দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মনির্ভরশীলতাই নাগরিকের প্রধান গুণ। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া শিশুদের এই দুইটি গুণ যাহাতে বিকাশ পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। পিকনিকের আয়োজন করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ছাত্র দলের হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা নিজ দায়িত্বে কাজ করিতে শিখিবে। হিন্দুদের মধ্যে আজ একতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং জাতিভেদ প্রথাই একতা হীনতার জন্য দায়ী। জাতিভেদ প্রথা দাঁড়াইয়াছে খাওয়া দাওয়া বিষয়ে এবং ছোঁয়াছুঁয়ি লইয়া। পিকনিকের সময় বিদ্যালয়ের সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর শিশু একত্রে মিলিত হইয়া একসঙ্গে খাওয়া দাওয়ার সুযোগ পাইবে। আমাদের দেশে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে যেন তাহারা একই পরিবারভুক্ত। যদি বিদ্যালয়ের কাজ ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত পড়াশুনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। পিকনিকের সময় শিক্ষক ও ছাত্র পরস্পরের কাছে আসিবার সুযোগ পায়। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দিতে চাই। কোন জিনিসই ঘন ঘন হইলে তাহার আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়; তাহা ছাড়া একটা পিকনিক করিতে কিছু খরচও আছে। সেইজন্য বৎসরের মধ্যে দুই এক বারের বেশী পিকনিক হওয়া উচিত নহে।

# সভ্যতার বিবর্ত্তন ও শিক্ষা

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি-টি

## সভ্যতার ইতিহাসে সহজাত প্রকৃতির স্থান ও প্রভাব

আদি সভ্যতার যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবের কৃষ্টিগত অভিযান বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রস্তরাভীত যুগের অসভ্য মানুষ আর নিকট সভ্যতার পূজারী মানুষের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! কিন্তু এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে কে? দেখা যায় যে মানুষ তাহার সহজাত প্রবৃত্তিকে ঘুরে ঠেলিয়া কোনদিনই চলিতে পারে না। কতকগুলি প্রবৃত্তি বহু আবর্ত্তনের ফলে ক্রমে সংস্কারের পর্য্যায়ে উপনীত হয় এবং মানবজীবনকে নেপথ্য হইতে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই এই প্রবৃত্তি-গুলি বরাবরই রহিয়া যায়, কেবল রুচির পরিবর্ত্তন ঘটে। মানুষের প্রাণশক্তি নানা খাতে বিভিন্নধারায় বারংবার পথ খুঁজিতে থাকে। তাই সেই বিগত দিনের ইতিহাসের আলোচনার প্রয়োজন।

মানুষ যখন সেই প্রস্তর যুগের পূর্ব্বকালে জীবন-যাত্রা সুরু করিল তখন দেখা গেল যে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তারপর একে একে এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া বহু সহজাত প্রবৃত্তি সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি হৃদয়াবেগও যেন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত দেখা যায়। তাই সেগুলির যথাযথ বিন্যাসের প্রয়োজন—

| | প্রবৃত্তি | আবেগ | | প্রবৃত্তি | আবেগ |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | পলায়ন (Escape) | ভীতি (Fear) | (৮) | আত্মসমর্পণ | হীনতাবোধ |
| (২) | যুদ্ধ (Combat) | ক্রোধ (Anger) | (৯) | আত্মপ্রকটতা | গরিমাবোধ |
| (৩) | বিমুখতা | বিরক্তি | (১০) | সঙ্গলিপ্সা | নির্জ্জনতাবোধ |
| (৪) | বাৎসল্য | সুকুমার বৃত্তি | (১১) | আহার্য্যান্বেষণ | ক্ষুধা |
| (৫) | আবেদন | কষ্ট | (১২) | সঞ্চয় | অধিকার |
| (৬) | স্ত্রীসঙ্গ | লালসা | (১৩) | নির্ম্মাণ | সৃজনপ্রিয়তা |
| (৭) | কৌতূহল | বিস্ময় | (১৪) | বিদ্রূপ | আনন্দবোধ |

আরও কতকগুলি প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে এতই প্রকট যে তাহাদের মূলে বিশেষ কোন আবেগ সর্ব্বদা লক্ষিত না হইলেও তাহাদিগকে সহজাত প্রবৃত্তির নিকটেই (Pseudo Instincts) স্থান দেওয়া চলে। যথা—সহানুভূতি (Sympathy), অনুদেশ (Suggestion), খেলা (Play), এবং অনুকরণ (Imitation)।

## সভ্যতার বিবর্তন ও শিক্ষা

মানুষের মন একটি জটিল প্রবৃত্তিবিশেষ। ইহা বহুবিধ সহজাত ও জটিল প্রবৃত্তির (Complex Instinct) সমন্বয়। কতকগুলি জটিল প্রবৃত্তির উল্লেখ করা হইল। যথা—ভক্তি, বিজ্ঞাসা, বিদ্বেষ, আকর্ষণ, উদ্বেগ, হিংসা, প্রতিশোধ লক্ষ্য, কেদনা, আনন্দ ইত্যাদি।

যেমন দেখা যায়ই সভ্যতার ক্রমপরিণতির পথে এই প্রবৃত্তিগুলি কি ভাবে ক্রমশঃ আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথমে মানুষ ছিল আত্মকেন্দ্রিক, তাহার জীবনের গতি অনবরত প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাহত হইতেছিল। কি জড় প্রকৃতি কি জীবজন্তু সকলেই যেন তাহার জীবনায়নকে ব্যাহত করিতে চায়।

তাই কিছুদিন ধরিয়া সে অসহায়ের ন্যায় বিহ্বল হইয়া রহিল—কিন্তু বুভুক্ষা তাহার অন্তরে ঢুকিবার পথ সন্ধান করিল—তাই সে বন হইতে বনে—পর্বত হইতে পর্বতে—পথে ও প্রান্তরে হৃদয়ের ক্ষুধা লইয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় আহার্য্যান্বেষণের প্রবৃত্তি তখন তাহার জীবনে চরম-রূপে প্রকট হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বুভুক্ষা মিটাইবার পথে ভিড় করিল অগণিত বাধা ও বিপত্তি। জীবনের বন্ধুর পথে বহু প্রতিকূল শক্তির সহিত সুরু হইল তাহার কঠোর সংগ্রাম ও নিরন্তর হানাহানি। ক্রোধের অগ্নি তাহার নয়নে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ও সংগ্রামের প্রবৃত্তি হৃদয়ে দানা বাঁধিল। কিন্তু যতই সে অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার জাগে বিস্ময় ও ভীতি।

তারপর নব নব অতিথি মন-ভোলানো চপলতা ও অপার্থিব রূপরাশি লইয়া তাহাদের গৃহ-কোণে পদার্পণ করিতে লাগিল। নব নব শক্তির আবির্ভাবে নর নারীর চিত্ত পরম তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইহাদের কেন্দ্র করিয়া তাহারা প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পাইল; যৌন ক্ষুধার পরিবর্তে উঁকি দিল বাৎসল্য ও স্নেহ এবং হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি। এইরূপে উগ্র লালসার স্থান অধিকার করিয়া লইল স্নিগ্ধ প্রীতি ও স্নেহ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই প্রীতি ও বাৎসল্যই পারিবারিক জীবনের ইঙ্গিত দিল ও সভ্যতার সমাজের পটভূমিকা রচনা করিল।

---

# বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কাজের স্থান

সাধনা ভট্টাচার্য্য

সাধারণ বিদ্যালয়ের মত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখানে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বইয়ের বদলে কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সুবিধা কোথায়, তা বুঝতে হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করতে হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবন গঠন, শুধু লেখাপড়া নয়। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখান ছাড়া আর বেশি কিছু করা হয় না। সেখানে ছেলে লিখতে, পড়তে, হিসাব করতে শেখে এবং ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান বিকাশের দিকে ছাড়া কোন লক্ষ্যই রাখা হয় না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলের জীবন গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়। জীবন মানেই কাজ, সুতরাং জীবন গঠন করতে হলেই কাজের কথা ভাবতে হয়। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের প্রবর্তন করা হয়েছে এবং কাজের মাধ্যমেই ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কাজ ছেলের প্রকৃতির অনুকূল। ছোট ছেলে চুপ করে বসে পড়তে ভালবাসে না। কাজ করতে দিলেই তার আনন্দ। সুতরাং কাজের মাধ্যমে শিক্ষাকে সে সহজে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলে খানিকক্ষণ পড়লেই ক্লান্তি বোধ করে। তাই সেখানে ছেলের আগ্রহ বজায় রাখার জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাঠের বিষয়-বস্তু পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ছুটির ঘণ্টা বাজলে বা বিদ্যালয়ে ছুটি থাকলে ছেলের মনটা যেন খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখা গেছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেরা বিদ্যালয়ে ছুটি থাকলেই কষ্ট বোধ করে। অনেক সময় এমনও হয়েছে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে, শিক্ষক মাষ্টার জন্য তাড়া দিচ্ছেন, তা সত্ত্বেও ছেলে কাজ ছাড়তে চায় না। টিফিনের সময় তো এমন ঘটনা বহুদিন ঘটে, ছেলে কাজ ছেড়ে খেতে যাবে না। শিক্ষককে জোর করে তাকে খেতে পাঠাতে হয়।

আনন্দের দিক ছাড়াও কাজের মধ্য দিয়ে ছেলের চরিত্রের বিকাশ ভাল হয়। বই একলা বসেও পড়া যায়। কিন্তু কাজ করতে গেলেই পাঁচ জনের সংস্রবে আসতে হয়। পাঁচ জনের সঙ্গে কাজ করার ফলে ছেলে সামাজিক হয়ে ওঠে। পাঁচ জনের সঙ্গে কাজ করতে করতে পরস্পরের মতকে সহ্য করবার শিক্ষা ছেলের হয়। কাজের শেষে কাজ কেমন হল না হল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কাজ করতে গেলে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক থাকেই। ছেলেবেলা থেকে নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হলে অন্যের দোষ ধরার প্রবৃত্তি কমে যায়। ছেলে ক্রমে সহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

কাজের জিনিস গোছান না থাকলে কাজের অসুবিধা হয়। সর্বদা নিজের কাজের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখার ফলে গোছান ছেলের অভ্যাস হয়ে যায়। একটা ক্ষেত্রে গোছান একবার অভ্যাস হয়ে গেলে অন্য বিষয়ে বেগোছ হতে মানুষ ভালবাসে না।

কাজ করবার ফলে ছেলের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কাজকে সে ভয় করে না। কাজের মধ্য দিয়ে ছেলের দায়িত্ববোধ জাগে। দেখা গেছে, ছেলেরা দৈনিক কাজের পরিকল্পনা করে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেরাই কাজ করে যায়। কাজের পরিকল্পনা টাঙান থাকলেই হল। শিক্ষক উপস্থিত না থাকলেও কোনো অসুবিধা হয় না। এমনও দেখা গেছে, শিক্ষকের বিদ্যালয়ে পৌঁছতে দেরি হয়েছে। এসে দেখেন ছেলেরা সময় হতেই ঘণ্টা দিয়ে প্রার্থনা করে নিয়ে নিজের নিজের শ্রেণীতে বসে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের অধিনায়ক পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত শ্রেণীতে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিয়েছে। নাম ডাকা থেকে আরম্ভ করে কাজের হিসাব রাখা, লাইব্রেরীর বই দেওয়া নেওয়া, বিদ্যালয় সাফ করা ইত্যাদি সব কাজই ছেলেরা দায়িত্ব নিয়ে করে।

প্রত্যেক কাজের আগে ছেলেকে পরিকল্পনা করতে হয়। পরিকল্পনা করতে গেলেই চিন্তার প্রয়োজন হয়। এর ফলে ছেলের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। পরিকল্পনা ক'রে কাজ করতে করতে কাজও ছেলে গুছিয়ে করতে শেখে।

কাজ যে কেবলমাত্র ছেলের চরিত্রগঠনের সহায়তা করে তাই নয়, কাজের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শেখালে লেখাপড়াও ভাল হয়। ছেলে প্রয়োজনের তাগিদে স্বাভাবিকভাবে শেখে এবং সহজে শিখতে পারে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। কিন্তু তা বলে যে ছেলে পড়ে না তা নয়। প্রত্যেক কাজের আগে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং প্রয়োজনবোধে পড়া হয়। তারই উপরে ভিত্তি ক'রে ছেলেরা কাজের পরিকল্পনা তৈয়ারী করে নিজের নিজের খাতায় লিখে নেয়। কাজের শেষে কাজের বিবরণ লেখে। এইভাবে বিভিন্ন কাজকে উপলক্ষ করে লেখা এবং পড়া দুইই হয়।

কাজ করতে করতে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। সেই সব সমস্যার সমাধান উপলক্ষে

ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের লেখা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ একদিনের কথা বলা যেতে পারে।

একবার ঠিক হল, প্রত্যেক রবিবারে ছেলেরা বিদ্যালয়ে এসে নিজেদের কাপড় কেচে নেবে। তখনই কাপড় কাচা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হল। কোন্ কোন্ জিনিসে কাপড় কাচা যায়, প্রথমে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হল। শিক্ষকের উপদেশে ছেলেরা বই থেকে সেই বিষয়ে পড়ে নিল।

বইয়ে আছে কঠিন জলে কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। স্থানীয় জল পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেই জল কঠিন। তখন কঠিন জলকে কোন্ কোন্ উপায়ে নরম করে নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে পড়া হল এবং একটি উপায় ঠিক করে নেওয়া হল। কাপড় কাচার উপকরণের খরচ হিসাব করে কোন্‌টি ব্যবহার করলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে হতে পারে তারও হিসাব করা হল। তারপরে কাপড় কাচা হল।

কাচতে কাচতে দেখা গেল, কারও কারও কাপড়ে দাগ আছে, দুই একটি দাগ ওঠে না। তখন কেমন করে বিভিন্ন রকমের দাগ তোলা যায় সেই সম্বন্ধে পড়া হল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা অ্যাসিডের সঙ্গেও ছেলের পরিচয় হল।

ছেলেদের তৈয়ারি জিনিস, যেমন, পাঁজি, খদ্দরের কাপড় ইত্যাদি, ছেলেদেরই বিক্রি করতে হয়। ছেলেদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যেমন, কাগজ পেনসিল ইত্যাদি, বিক্রি করবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়েই থাকে। মাল ক্রয়-বিক্রয় উপলক্ষে ছেলেদের হিসাব করতে হয়। এই ধরণের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে অঙ্ক ছেলেদের কাছে ব্যবহারিক ভাবেই এসে পড়ে।

অন্যান্য কাজের মতো উৎসবপালনও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি কাজ। প্রত্যেকটি উৎসব উপলক্ষে ছেলেরা সেই বিশেষ উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করে, পড়ে এবং লেখে। আবৃত্তি, গান, অভিনয় উৎসব পালনের অঙ্গ। যেমন, কোন মহাপুরুষের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করা হয়। কোন ভাল বই থেকে তাঁর সম্বন্ধে গল্প, কবিতা প্রভৃতি পড়া হয়। কবিতা, গান, অভিনয় শিখতে গেলেই নিজের নিজের খাতায় লিখে নিতে হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পাঠ্যপুস্তক না থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে কিছুমাত্র কম হয় না। বরং প্রয়োজনের তাগিদে শেখা হয় বলে সব জিনিসই আপনা আপনি ছেলের মনে থেকে যায়। কোন জিনিসই তাকে বসে বসে মুখস্থ করতে হয় না।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের মূল্য তাই এতো।

—শিক্ষাব্রতী

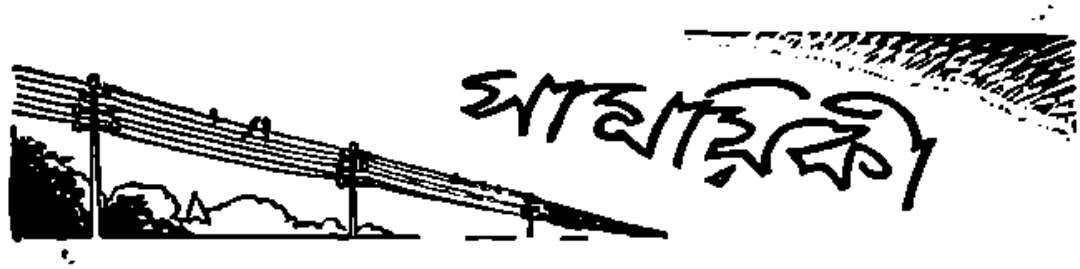


## উচ্চ বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষা

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে আগামী ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে হিন্দি পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা সুতরাং এখন হিন্দি অবশ্যই শিখিতে হইবে। হিন্দি না শিখিলে বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক কোন পরীক্ষায় যোগদান করা সম্ভব হইবে না। তাহা হইলে বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে তাহার আপন প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র কোন প্রকার সুযোগ সুবিধাও সম্ভব হইবে না সুতরাং হিন্দি শিক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু এখন কথা হইতেছে হিন্দি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে উপযুক্ত হিন্দি শিক্ষকও প্রয়োজন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে সকল শিক্ষক হিন্দি সহজে শিক্ষা দিতে পারিবেন এমন শিক্ষক চাই, নতুবা বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের পক্ষে হিন্দি একটি দুর্বহ বোঝাস্বরূপ হইবে। পশ্চিম বঙ্গে বর্ত্তমানে সহস্রাধিক উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এই সব বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষা দিতে হইলে অন্ততঃ সহস্রাধিক কৃতবিদ্য হিন্দি শিক্ষক চাই। শিক্ষক এমন হওয়া চাই, যিনি হিন্দিভাষার উপর নবীন শিক্ষার্থীর অনুরাগ জন্মাইতে পারেন। নতুবা এই চেষ্টা সুফল-প্রসূ হইবে না।

আর একটি কথা ও এই প্রসঙ্গে ভাবিবার আছে। সুযোগ্য শিক্ষক যেমন আবশ্যক হিন্দি শিক্ষার্থীর উপযোগী সুশিক্ষিত হিন্দি পুস্তকের প্রয়োজনও তদপেক্ষা কম নয়। প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠ্য পুস্তক সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া নাম মাত্র মূল্যে শিক্ষার্থীকে দিলে ভাল হয়। উপযুক্ত শিক্ষক ও পুস্তকাদির যদি অভাব হয় তবে সরকারী উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং যথা সময়ে হিন্দি না শিখিলে বাঙালী ছাত্রকে সর্ব্ব-ভারতীয় কোন প্রতিযোগিতায় দেখা যাইবে না। সুতরাং এখন হইতে এ বিষয়টি শিক্ষা-অধিকর্ত্তা মহোদয়ের এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

# লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# প্রিয়জনের উপহারে "জেনারেলে"র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নিষ্ঠুরতম কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কাজী আবদুল ওদুদের**
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়**
স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, সভাস্থীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ২৲, ছাদনার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ২৲ আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**
গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

**পবিত্রমল গোস্বামী**
মহামধন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুরন্তের বিচার (২য় সং) ১৷০

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**
নমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ২৲, অনিমায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

**সন্তোষকুমার ঘোষচৌধুরী**
**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**
অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, তুলের ফসল ২৲

**শ্রীমতী রাণী চন্দ**
প্রেম ৩৲

**স্নেহ মিত্র এম-এ**
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

**মোহিতলাল মজুমদার**
আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪
ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৪০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ।৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆
◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা-সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারকরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি টি কর্ত্তৃক লিখিত

# —স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা

—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

## মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

**অমৃতবাজার পত্রিকা—**

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

**আনন্দবাজার পত্রিকা—**

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে ঋনিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

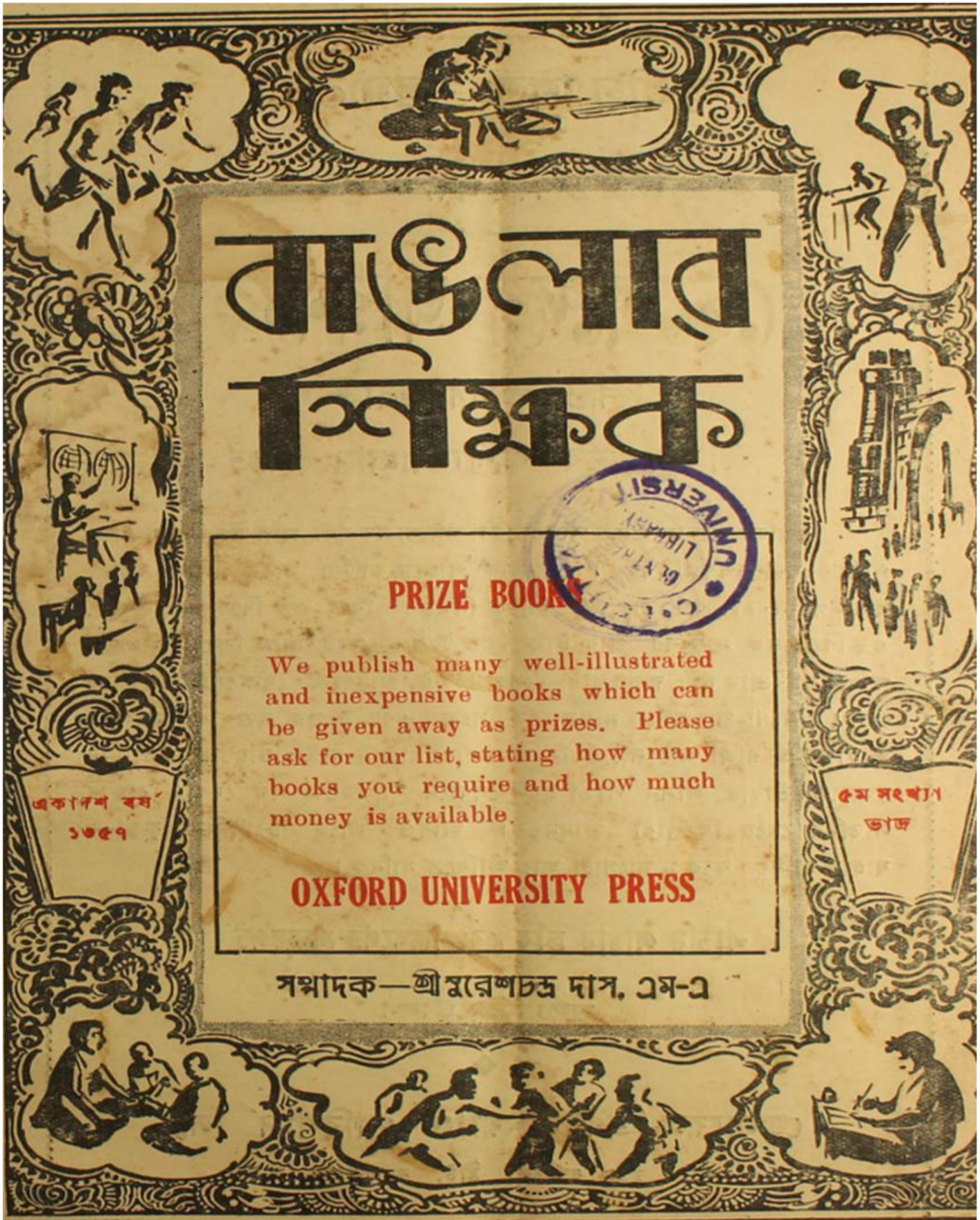

# বাঙলার শিক্ষক

UNIVERSITY
LIBRARY

**PRIZE BOOKS**

We publish many well-illustrated and inexpensive books which can be given away as prizes. Please ask for our list, stating how many books you require and how much money is available.

**OXFORD UNIVERSITY PRESS**

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

৫ম সংখ্যা
ভাদ্র

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

## মুকুল শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১শ বর্ষ ] ভাদ্র, ১৩৫৭ [ ৫ম সংখ্যা

# সভ্যতার বিবর্ত্তন ও শিক্ষা

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি-টি

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ঘনঘটায়, পারিপার্শ্বিক শ্বাপদের গর্জ্জনে মানবের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া দুলিয়া উঠিল। এই ভীতির অন্তরালে উঁকি দিল এক দুর্নিবার কৌতূহল ও অজানা রাজ্যের প্রতি ঔৎসুক্য। চারিদিক যেন তাহার কাছে নিতান্তই অপরিচিত—সে যেন একেবারেই নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গবোধের প্রবৃত্তি যতই প্রবল হইতে লাগিল ততই মানুষের সঙ্গলিপ্সা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইবার সে যাযাবর জীবনের অবসান করিয়া সংঘবদ্ধভাবে ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন দেখিল। তাহার জীবন-বিন্যাস ও শৃঙ্খলার পথে অনেকখানি অগ্রগতি ঘটিল সত্য, কিন্তু অনেক গরমিলও রহিয়া গেল।

একত্রে বাস করিতে মানুষের প্রয়োজনবোধ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। তাই ক্রমশঃ প্রস্তরগুহা হইতে ঘর নির্ম্মাণ—মৃগয়ার অস্ত্র প্রস্তুত ইত্যাদি সুরু হইল। এইবার দেখা গেল যে প্রয়োজনের তাগিদে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি অর্জ্জন করিয়া সেই প্রবৃত্তির দ্বারা অধিকৃত পাষাণ, বৃক্ষ, চর্ম্ম প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গৃহ ও কুটির নির্ম্মাণে সে সৃজনের আনন্দের আস্বাদন অনুভব করিতে লাগিল।

তাহার পর এই সৃষ্টির আনন্দ ও যৌন লালসার মেলায় বিভোর হইয়া মানুষ রহস্যময়ী নারীর জীবনে পদক্ষেপ সুরু করিল। মনে হইল জগতের সৃষ্টি-রহস্য কত গভীর, কত রোমাঞ্চকর। কিন্তু জীবনযাপনে তাহার এই নূতনতর প্রয়াস দিল তাহাকে সুখস্বপ্ন, নারীকে লইয়া দেখা দিল বিরাট অভিমান ও আত্মশক্তি প্রকাশের দুর্দ্দান্ত প্রয়াস। কাহারও আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল আর কাহারও মনে জাগিল পরাজয়জনিত নৈরাশ্যের গ্লানি। কিন্তু ইহাতে জীবনের কোলাহল বাড়িয়াই চলিল। ফলে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার-জীবনের সূচনা

হইল। এক একজন পুরুষ এক বা একাধিক নারীর লালন পালন বা ভোগ উপভোগের ভার গ্রহণ করিল।

সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিনিচয় যতই উন্মেষের পথ খুঁজিয়া পাইল, পারস্পরিক সংঘাতের ফলে ইহারা যতই সংহত হইতে লাগিল ততই সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি ঘটিতে লাগিল।

সভ্যতার সংজ্ঞা লইয়া আজ বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে সত্য কিন্তু যে কয়েকটি মূল উপাদানকে বাদ দিলে সভ্যতার তাৎপর্য থাকে না তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে 'সভ্য' বা 'সমাজ' শব্দ হইতে 'সভ্য' বা 'সভ্যতা' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যাহা মানব সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতি অর্পণ করে তাহাকে সভ্যতা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

গতিই সমাজের প্রাণ। প্রত্যেকটি সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আজ যে সব প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে আছে সমাজের আবর্তন ও মানব প্রবৃত্তির তাড়না। এই মানব প্রবৃত্তি যতই মার্জিত ও সংহত আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ততই সমাজে মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কিন্তু এই কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলি চিরতরে নির্বাসিত হইয়াছে ও কতকগুলি উন্নত প্রবৃত্তি সেই স্থান দখল করিয়াছে। প্রবৃত্তিগুলির মূলতঃ কোন পরিবর্তন হইতেছে না—কেবল বাহিরের রূপ ও যে ধারায় এই প্রবৃত্তির প্রকাশ সেই ধারার পরিবর্তন হইতেছে। তাই জীবনের পরিপ্রেক্ষিত বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন-বোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ফলে পরিবার-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া অনুমিত হইল না, সে গড়িতে চাহিল নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত জীবনে যাহা অতৃপ্ত, যাহা অপূর্ণ—যাহা দুঃখের কারণ সর্বমানবের জন্য সে তাহা অনুভব করিল। ফলে নানারূপ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল। সেগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম।

## সামাজিক প্রতিষ্ঠান—

(১) সাধারণ ক্লাব (২) নানাবিধ আনন্দ নিকেতন
(৩) পল্লী গঠন কেন্দ্র (৪) মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন
(৫) ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বা জনসেবা সমিতি (৬) হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয়
(৭) শিশুমঙ্গল ও নারীকল্যাণ সমিতি (৮) ডাকঘর (৯) রেল (১০) ব্যাঙ্ক
(১১) ঋণ সালিসী বোর্ড (১২) আদালত ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মানুষের জীবন-যাত্রার সঙ্গে তাহার ও তাহার সম্প্রদায়ের সকল প্রকার সুখ সুবিধা, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ঐকান্তিক কামনাই তাহাকে এই সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে প্রণোদিত করিল। কিন্তু ক্রমশঃই মানুষ বুঝিতে

পারিল যে বাহিরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিই মানুষের মধ্যে স্থায়ী কল্যাণ আনিতে পারে না। ইহার জন্য চাই শিক্ষা। তাই পিতামাতা বা অনুরূপ শিক্ষকের দ্বারা সে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিল—কিন্তু তাহার দ্বারা এই ব্যাপক শিক্ষার সমস্যার সমাধান হইল না। এইবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্মলাভ হইল।

'শিক্ষা' একটি ব্যাপক বিষয়। তাই শিক্ষা-সমস্যার সমাধান আজও হয় নাই। এই সব কারণে নানা প্রকার শিক্ষায়তন বাস্তবে রূপ নিল। যথা—

(১) সাধারণ বিদ্যালয় (২) কার্যকরী বিদ্যালয় (৩) শরীর চর্চা কেন্দ্র ( ব্যায়ামাগার, আখড়া ইত্যাদি )

(৪) বিকৃত ও বৈকল্যযুক্তদের বিদ্যালয় (৫) সংস্কৃতি কেন্দ্র (৬) গ্রন্থাগার।

এইখানেই মানুষের প্রয়োজন মিটিল না। শিক্ষার আলোকে অন্তরের অজ্ঞান ও অহমিকা যতই ক্ষীণ হইতে থাকিল ততই সে বিপুল বিশ্বের অন্তরালে এক অলক্ষ্য সত্তা উপলব্ধি করিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল যে সমগ্র জীবনকে ঘেরিয়া এক বিরাট শক্তি জীবের সমগ্র গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেখানে মানুষ অসহায় ও নিরুপায়। এই অসহায় মনোভাবের ফলে আসিল আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি ও সেই বিপুল শক্তির নিকট নতিস্বীকার, এই চেতনাই ধর্মের পটভূমিকা রচনা করিল। নানা উপায়ে ও নানারূপে মানব সমাজ এই অলক্ষ্য শক্তির আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার দ্বারা বেদনা-মুখর জীবনে শান্তি ও শক্তি আহরণের অভিলাষী হইল। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দিল বিভিন্ন ধর্ম-কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান, যথা—মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, উপাসনা মন্দির, মিশন, ধর্মশালা, সেবাসংঘ—দানসত্র—সাহায্যকেন্দ্র।

জীবনে শিক্ষা ও ধর্মের মূল্য ও প্রভাব আছে সত্য কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা ছাড়াও মানুষের মনের বিভিন্ন স্তর ও রুচি বিদ্যমান। জীবনে আনন্দ ও উপভোগের কামনা তাহার মনে স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষকে কার্যে উদ্বুদ্ধ করিল। ফলে সৃষ্টি হইল সাহিত্য, শিল্প, কলা, অভিনয় ও অঙ্কনের।

মানুষের অতৃপ্ত কামনা বাসনা লালসা এবং কৌতূহলের প্রবৃত্তি ক্রমেই সমাজের অনুমোদিত সরণি বাহিয়া সাহিত্য, শিল্প, কলা ও অভিনয়ের মারফতে পথ খুঁজিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জীবনে যেমন শৈশবের খেলা-ধূলা ও অন্যান্য প্রবৃত্তি পরিণত বয়সেও উন্নত ধারায় প্রতিফলিত হয় সেইরূপ সমাজ-জীবনেও দেখা যায় যে, সভ্যতার ক্ষেত্রে মানুষ যখন একান্ত শিশু ছিল তৎকালীন প্রবৃত্তিগুলি সভ্যতার উন্নত স্তরেও নানারূপে রূপায়িত হইতেছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া কত শত মানুষেরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান উক্ত সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলির সাক্ষ্য দিতেছে।

---

# শিশুশিক্ষায় শাস্তির স্থান

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত বি, এ, বি, টি

অনেকের ধারণা শিশুদের ছেলে বেলা থেকে কঠোর শাসনের ভিতর না রাখলে তারা নষ্ট হয়ে যায়। এই যে দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া হচ্ছে না, তারা মানুষ হচ্ছে না, তাঁদের মতে এর মূলে রয়েছে ছেলেবেলা হতে শাসনের অভাব। তাঁরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে থাকেন এই প্রবাদ বাক্যে "Spare the rod, spoil the child"; তাঁদের মতে, শিশুকে ছোট বেলা থেকে কঠোর শাসনে, শৃঙ্খলার ভিতর রাখতে হবে। না রেখে অবাধ স্বাধীনতা দিলে শিশু অবাধ্য, মিথ্যাবাদী, এক-গুঁয়ে, অভদ্র, অবিনয়ী হবে। কিন্তু দেখা গেছে কঠোর শাসনে রাখলেই বরং শিশুদের ভিতর ঐ সকল দোষ বেশী মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে, কঠোর শাসনের ফলে ছেলেপেলে নষ্ট হয়ে গেছে—এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। শিশু শাস্তির ভয়ে সত্যকে গোপন রেখে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন শিশু অসতর্কতায় একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলল অথবা আয়না দিয়ে মুখ দেখতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে আয়নাটা ভেঙ্গে গেল। যদি শিশু জানে যে এই গ্লাস বা আয়না ভাঙ্গার জন্য মায়ের হাতে কঠোর শাস্তি তার ভোগ করতে হবে তবে নিশ্চয়ই সে শাস্তির ভয়ে সত্য কথা বলতে পারবে না। মিথ্যা বলবে বাধ্য হয়েই। এই মিথ্যা বলাটা তার ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। ফলে সে ছোটবেলা থেকেই মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়াবে। মিথ্যা কথাকে সে একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করবে। এই মিথ্যাভাষণের জন্য পিতামাতার কড়া শাসনই দায়ী। সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। পিতামাতা হবেন স্নেহপ্রবণ, অপরিসীম ধৈর্যশীল। শিশুকে কোন শাস্তি না দিয়ে তার অসতর্কতা সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে, তাতেও যদি না হয় তবে মৃদু তিরস্কার করা যেতে পারে। শিশু তাতে নিজের ত্রুটি বুঝে এ সকল জিনিস নাড়াচাড়া করতে সাবধান হবে। মাতার হাতে শাস্তি না পেলে সে ভবিষ্যতে অসতর্কতার জন্য জিনিষ ভেঙ্গে ফেললেও শাস্তির ভয় নেই বলে সত্য বলতে কুণ্ঠিত হবে না। শিশু কল্পনা প্রবণ, শিশুর মনে সর্ব্বদাই কত প্রশ্ন জাগে, সে ইহজগতের কোন জিনিষের সঙ্গেই পরিচিত নয় বলে সে এই পৃথিবীর যাহা কিছু দেখে তাহাতেই পরম বিস্ময়ান্বিত হয়। সে তখন তার মনের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করতে পিতামাতা ভাই বোন আত্মীয়স্বজনকে কতরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তাঁরা অনেক সময় বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করেন এবং কঠোর শাস্তির বিধান করে তার স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল-বৃত্তিকে দমন করে থাকেন। ফলে শিশুর কল্পনা শক্তি তো বাড়েই না, বরঞ্চ ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। তাঁদের কর্ত্তব্য শিশুর যত বয়স বাড়বে শিশুর জানবার স্পৃহাকে শাস্তি দ্বারা সঙ্কুচিত না করে স্নেহ দ্বারা যাতে তা আরো বৃদ্ধি পায় সেই মনোবিকাশের প্রতি যত্নশীল হওয়া। কোন ক্রমেই

কোনরূপ শাস্তি বিধান বা বিরক্তি প্রকাশ না করে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে তার কল্পনা বৃদ্ধির সহায়তা করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, শিশু ভাল খেলনা বা পোষাক দেখে তা পাবার জন্য বায়না ধরে। শিশুর আব্দারে অস্থির হয়ে তাকে বায়না ছাড়তে পিতামাতা শাস্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাবা মা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাকে বুঝিয়ে দেবেন শান্ত ও ধৈর্য্য-সহকারে যে, শত কান্না-কাটি করলেও সে সেই জিনিসটী পাবে না। শিশুর সকল রকম বায়নাতেই পিতামাতা ধৈর্য্যচ্যুত না হয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করবেন, শাসন একেবারে এসব ক্ষেত্রে কার্য্যকারী হয় না বরং শিশুচিত্তে নানা প্রকার অনিষ্টকর প্রভাবই বিস্তার করে থাকে।

শিশুরা প্রায়ই গোলমাল করে থাকে। ভাইবোন ও সমবয়সীর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখা যায়, এমন কি মারামারি হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে যায়। যে পরিবারে বহু এক বয়সী ছেলেমেয়ে থাকে, পিঠাপিঠি ভাইবোন থাকে সেই পরিবারে অহরহ এই রকম ঝগড়া হচ্ছে. বাপ মা অনেক ক্ষেত্রে ধৈর্য্য হারিয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু ইহা তাঁদের খুবই অন্যায় বলে মনে করি, প্রথমতঃ শিশুদের ঝগড়া বড় ক্ষণস্থায়ী, পিতামাতা ঝগড়ায় হস্তক্ষেপ করবেন না, করলে বরং তা অনেক কাল স্থায়ী হয়, তারা নিজেরা যেমন ঝগড়া করছে, নিজেরাই আবার মীমাংসা করবে, এবং তা করতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ শিশুরা এতো ছোট যে শাস্তি দিলেও তারা তার মর্ম্ম বুঝে না। অনেক সময় দেখা যায় শিশুদের মধ্যে কোন বিশেষ জিনিস নিয়ে মারামারি হয়। এই সব ক্ষেত্রে পিতামাতার উচিত একজনকে দিলে সকলকেই তাহা দেওয়া। পিতামাতা সর্ব্বদা দৃঢ়, শান্ত, সংযত নিরপেক্ষ হবেন। মনে রাখতে হবে তাঁদের কাছে সব শিশুই সমান। পিতামাতার পক্ষপাতশূন্যতা শিশু-শিক্ষার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

অনেক সময় পিতামাতা শিশুদের সামনে ঝগড়া করেন দেখতে পাওয়া যায়। ফলে শিশুরা বাবা মায়ের দেখাদেখি কোপন স্বভাব ও কলহপ্রিয় হয়ে উঠে। তাদের বাপ মা আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে নিন্দাভাজন তো হন-ই, তাছাড়া শাস্তিও ভোগ করে থাকেন।

অনেক সময় আবার বাপ মা নিজেরা সংসারের ঝঞ্ঝাটে বিরক্ত হয়ে কলহ করে অকারণে শিশুদের গালে ঠাস্ করে চড় মেরে নিজের রাগের ঝাল শিশুদের উপর মেটান। আবার কখনো কখনো দেখা যায় পিতামাতা ধৈর্য্য সহকারে কলহের কারণ না শুনেই এক-জনের দোষ আরেকজনের উপর চাপিয়ে দিয়ে নির্দ্দোষ শিশুকে শাস্তি দিচ্ছেন। আবার অনেক সময় পূর্ব্বেকার কোন দোষ স্মরণ করে সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড দিয়ে থাকেন। এইরূপ অন্যায় শাস্তি-বিধান সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। বাপ-মাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত তাদের নিজেদের দুরবস্থা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রনার জন্য শিশুরা দায়ী নয়। তাঁরা তাদের পৃথিবীতে এনেছেন, তারা তাঁদের খেলনা নয়। তাদের সুখ দুঃখ বোধ

আছে। ক্রমশঃ শিশু শাস্তি পেতে থাকলে ভোঁতা হয়ে যাবে, একগুঁয়ে হবে, অবিনয়ী হবে, কারো কথা শুনবে না—খিটখিটে মেজাজী হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বার-বোর না করা যায় তাকে দিয়ে কোন কাজ করান যাবে না। সমস্তটা যেন তার রক্তাগত হয়ে যায়। মনোবৃত্তির তো বিকাশ হবেই না।

পিতামাতা সর্ব্বদা শিশুদের কাছে আদর্শ-স্থানীয় ও আদর্শ-স্থানীয়া হবেন। তাঁরা সর্ব্বদা মনে রাখবেন শিশুরা অনুকরণ দ্বারা শিখে। তাদের সামনে যে উদাহরণ ধরবেন তারা তাই শিখবে। সুতরাং সুকুমার-মতি শিশুর সামনে তাঁরা কখনো কলহে প্রবৃত্ত হবেন না, জোরে কথা বলবেন না, অবাচ্য উচ্চারণ করবেন না, রাগের মাথায় অপমানকর কোন কথা বলে নিজেদের শিশুদের সামনে হেয় করবেন না, কোন আত্মীয়স্বজনকে হীন প্রতিপন্ন করবেন না। তাঁরা শিশুর নিকট হবেন ধীর স্থির সুসংযত-ভাবে কথা বার্ত্তায়, সর্ব্বদা থাকবেন প্রফুল্ল, নিজেদের পরস্পরের প্রতি হবেন প্রগাঢ় স্নেহ-পরায়ণ, ভালবাসবেন, শ্রদ্ধা করবেন একে অন্যকে। আত্মীয় স্বজন সকলকে ধরবেন বড় করে শিশুদের চোখের সামনে। এই আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে আনন্দিত মনে শিশু শিখবে সকলকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে।

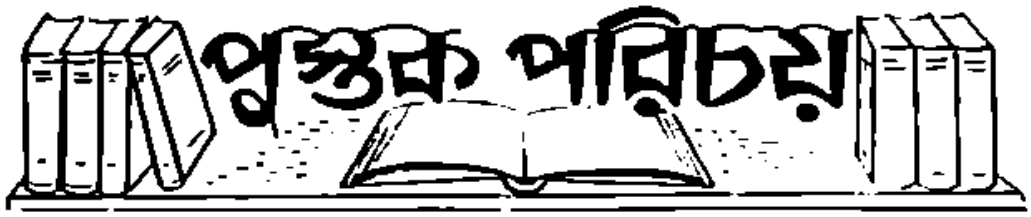


**নবযুগের মহাপুরুষ**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ [ পৃষ্ঠা ৩৩৪ ] মূল্য ছয় টাকা।

ক্রমবর্ধমান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ইহা একখানি অমূল্য পুস্তক। ইহার বিশেষত্ব এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চব্বিশটি শিষ্যের এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছয়টি শিষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী একত্র বাংলায় সর্বপ্রথম ইহাতে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ও ইংরাজি প্রামাণ্য গ্রন্থরাজি এবং প্রবন্ধাবলী হইতে আলোচ্য জীবনীমালার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকটি জীবনী উদ্বোধন, প্রবর্তক প্রভৃতি বাংলা মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কতিপয় মহাপুরুষের স্বতন্ত্র জীবনী গ্রন্থাকারে বাংলায় প্রকাশিত হইলেও উহাদের একত্র সঙ্কলন-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। সেই দিক দিয়া এই গ্রন্থখানির প্রয়াস অভূতপূর্ব ও প্রশংসনীয়।

ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী সূত্রস্থানীয় হইলে তাঁহার শিষ্যগণের জীবনী নিশ্চয়ই ভাষ্যসমূহরূপে পঠনীয়। ভাষ্য পাঠ না করিলে যেমন সূত্রমর্ম অবগত হওয়া যায় না, তদ্রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবনী অধ্যয়ন না করিলে এই দেবমানবের অন্তর্গূঢ় জীবনের ব্যাপকত্ব ও গভীরত্ব সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যথার্থই বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দের প্রত্যেকের জীবন তদীয় গুরুর বৃহত্তর জীবনবেদের এক একটি অধ্যায়। এই গ্রন্থ পাঠে দেখা যায়, শিষ্যগণের বিশুদ্ধ জীবনে গুরুর এক একটি ভাব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তকখানিতে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিষ্যগণের অনেকগুলি ছবি আছে। উত্তম ছাপা ও কাগজে বাঁধাই। পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের একটি বিস্তৃত ঘটনাপঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
**'বাঙলার শিক্ষক'**
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা


স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত গ্রন্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

## সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা শ্রীমতী অমৃতপ্রভা মিত্র

কার্য্যালয়—৪।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আবদুল ওদুদের
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় — সরোজকুমার রায়চৌধুরী

অর্দ্ধাঙ্গিনী গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, মীনাক্ষুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, লতাকীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, রঙ্গনী (২য় সং) ২৲ জল-অন্তঃপুরিকা ২৲

বাসর ২৷৷০ হৈমন্তিকা ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দ্বন্দ্বের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, তুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲

প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

## মোহিতলাল মজুমদার

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪ ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেতাজী ২৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ২৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীশ্যামসুন্দর রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

—স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে শ্যামমাত্র মূল্য দেড় টাকা
—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত
—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suraj C. Das, M.A., from Abinas Prap (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

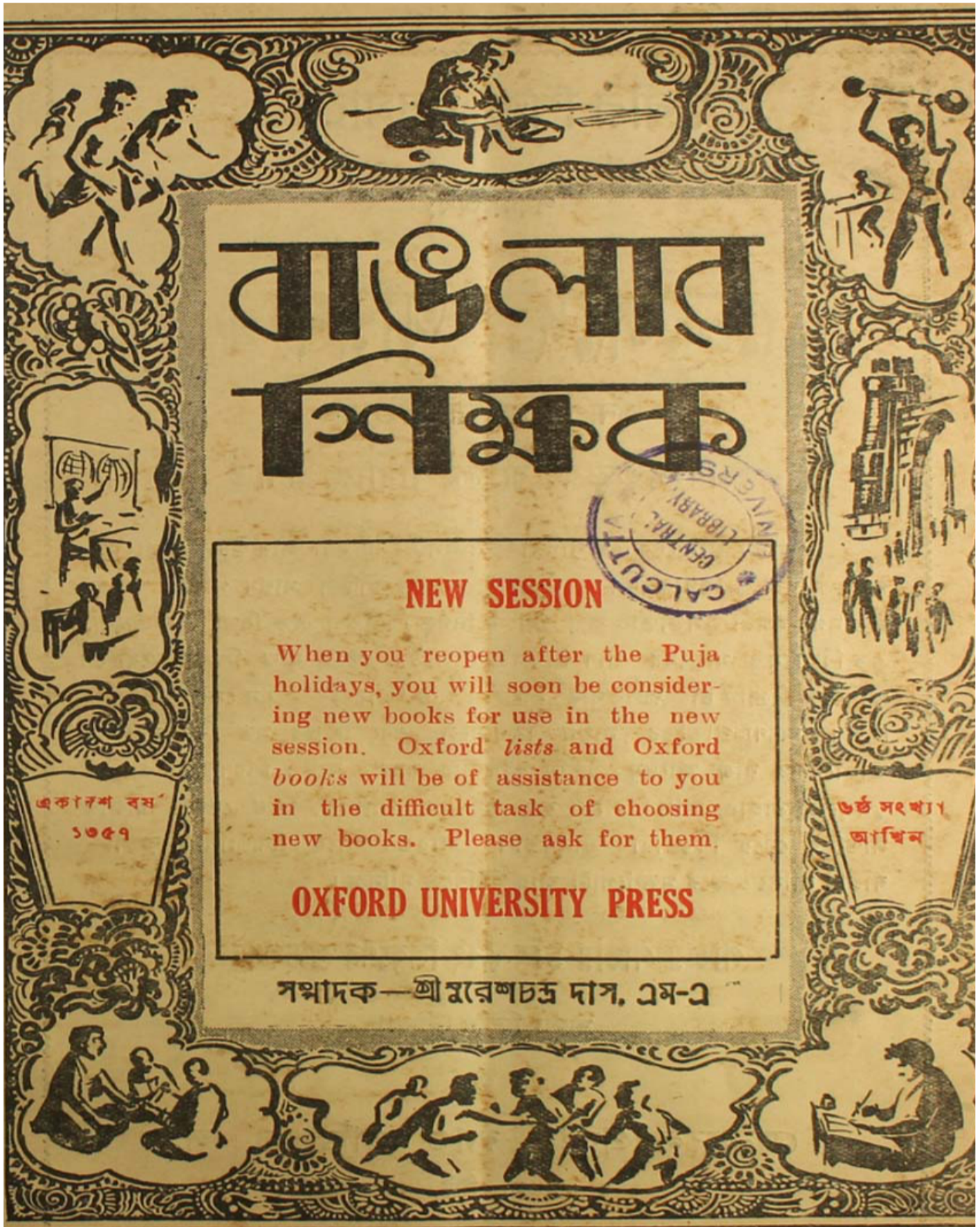

# বাঙলার শিক্ষক


CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY



**NEW SESSION**

When you reopen after the Puja holidays, you will soon be considering new books for use in the new session. Oxford *lists* and Oxford *books* will be of assistance to you in the difficult task of choosing new books. Please ask for them.

**OXFORD UNIVERSITY PRESS**



একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন



সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ



বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১শ বর্ষ ] আশ্বিন, ১৩৫৭ [ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# আধুনিক শিক্ষার ধারা

অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্-এ
পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'শিশুশিক্ষা' সকল দেশে সকল সময় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বিশেষ ক'রে আজকাল যেন শিশুশিক্ষা বিষয়টি সকলের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব'লে প্রতীয়মান হ'চ্ছে। আজকাল আমাদের সকলেরই মুখে অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের বাপ, মা, অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি সবারই মুখে ছোটদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার সংস্কারের কথা শুনতে পাই। এখন যাঁরই ছেলেমেয়ে আছে তিনিই ভাবছেন—কি রকম ক'রে, কি উপায়ে, কোন্ প্রণালীতে তাঁর পুত্রকন্যাকে গোড়া হ'তে বেশ ভালরকম শিক্ষা বা ট্রেনিং দিতে পারা যায়, যার দ্বারা বৃথা অপচয় বা অপব্যয় ( wastage ) হবে না, অথচ তাঁদের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি বেশ ভাল ভাবেই তৈরী হবে। কাজেই দেখুন, সবাই অল্পবিস্তর শিশুশিক্ষা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ঐ জন্যই আমি বলতে চাইছি যে শিশুশিক্ষা জিনিষটা ইদানীং একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বহু অভিভাবক এবং বাপ-মাকে বলতে শুনেছি—"আজকাল ইস্কুলগুলোতে কিছু হয় না! খালি ফাঁকি! আগে আগে আমাদের সময় তোতা পাখীর মত সব জিনিষ কণ্ঠস্থ করানো হ'ত—তাতে কত কাজ হ'ত। কত বাড়ীর কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। আজকাল কিন্তু ঐসব জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলেগুলোর মাথা খাওয়ার বন্দোবস্ত হ'য়েছে। ছেলে কিনা কাগজ পেন্সিল নিয়ে বাড়ীতে ব'সে খাতায় ছবি আঁকছে, গল্প তৈরী ক'চ্ছে, কবিতা লিখছে, কবিতা সংগ্রহ ক'চ্ছে। তারপর আবার ইস্কুল যাবার

সময় কি সব relic, specimen অর্থাৎ বাস্তব জিনিষ নমুনাস্বরূপ দেখানোর জন্ত ছেলেরা সেগুলোকে ইস্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি-পরিচয় বা প্রকৃতি-পাঠ পড়তে হবে, —না ছেলে কোথা থাম গাছ, পাট গাছ, চা-পাতা, লাউ, কুষড়ো, বেগুন, উচ্ছে, পল্‌তা, বিছুটি পাতা ইত্যাদি বগলে ক'রে ইস্কুলে ছুটছে—মাষ্টার মশায়কে দেখার জন্ত। ইতিহাস ভূগোল পড়বার জন্ত ছাত্র ছাত্রীরা কোথায় রং চং দিয়ে ম্যাপ, ছবি, সময়-রেখা ( time-line ), যুদ্ধক্ষেত্রের পরিকল্পনা (battle plan ) বসে বসে আঁকছে। বাড়ীতে ১৪।২০টি ক'রে অঙ্ক ক'ষে আনায়, ইংরেজি বাংলায় ৫ খানা ক'রে হাতের লেখা লিখে আনায় ঝালাইটি নেই। ছেলেদের আজকাল বাড়ীর কাজ দেওয়া হয় না ব'লেই হয়। ঘোটের ওপর, ছেলেগুলো খাটছে না, এবং তাঁদের মাষ্টার মশায়রাও আজকাল কি সব L. T. B. T. ইত্যাদি প'ড়ে এসে তাদের খাটাচ্ছেন না। আবার কারুর কারুর মুখে এমনও ব'লতে শুনেছি—যে B. T. হ'চ্ছে Bad Teacherএর সংক্ষিপ্ত আকার।"....ইত্যাদি।

এই ধরণের কথা যে অশিক্ষিত অভিভাবকদের মুখ হ'তে শুনি তা নয়। তাঁরা তো একপ্রকার ভাল। কেননা,—তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যাপারে বা স্কুলের শিক্ষা-প্রণালীর ওপর নিজেদের কোন মতামত প্রকাশ করেন না বা ক'রতে পারেনও না। কাজেই তাঁরা বেশ চুপচাপ থাকেন। এই অবস্থাটি বরং ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সব কথাগুলি আমরা শুনে থাকি—শিক্ষিত বাপ মা, শিক্ষিত অভিভাবকগণের মুখ হ'তে। তাঁরা বোঝেন না বা বুঝতে চেষ্টা করেন না যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদেরও শিক্ষণ-প্রণালী আয়ত্ত করার জন্ত কিছু ট্রেনিং নেওয়ার প্রয়োজন আছে। "ট্রেণিং ফ্রেণিং" কি সব আজকাল হ'য়েছে তা নিয়ে এঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতে চান না। কাজেই ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর মূল্য এঁরা বোঝেন না এবং তাঁদের যথোপযুক্ত মর্য্যাদাও দেন না।

আধুনিক শিক্ষার ধারা অনেক পরিমাণে পাল্টে গেছে,—যার দ্বারা আমরা অনায়াসে এবং অল্পসময়ে শিশুদিগকে বহু জিনিস শেখাতে পারি এবং শিক্ষায় প্রচুর আনন্দ দান ক'রতে পারি। আনন্দই শিশুর জীবন। কিন্তু এটাও ঠিক যে পুরোণো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও এমন অনেক জিনিস ছিল যে গুলোকে নূতন শিক্ষায় আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। যেমন ধরুন, মুখস্থ করানো ব্যাপারটি। এই জিনিসটি খুবই দরকার। ছেলেবেলায় যে কবিতা, ধারাপাত, ধারাপাতের নামতা ইত্যাদি মুখস্থ করানো হয়—সেটি বহুদিন পর্য্যন্ত মনে থাকে এবং জীবনে কার্য্যকরী হয়। এই সময় স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত বলবতী থাকে এবং খুব শীঘ্রগির একটি জিনিস আয়ত্ত হ'য়ে যায়। এই মুখস্থ করানো জিনিসটিকে একদম বাদ দেবার পক্ষপাতী আমি নই। আমার মতে—'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

আজকাল আর একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে—সেটি হ'চ্ছে ছাত্রছাত্রীদের অত্যধিক পরিমাণে ধামার ফুল। ধামার ফুলের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তার একটা

কারণ, আমরা বানান শেখানোর দিকে আজকাল বড় একটা জোর দিইনা। মনে পড়ে পাঠশালায় পড়ার সময় শনিবার বিকালে বানানের ক্লাশ নেওয়া হ'তো। শুরুমশায় পাঠশালায় সমস্ত ছাত্রদিকে বড় একটি লাইনে পর পর দাঁড় করিয়ে দিতেন। যদি আমরা ঐ দিন সুযোগ বুঝে কেউ কামাই কর্ত্তাম তাহ'লে 'পড়ো ছাত্র' দিয়ে আমাদের শনিবারের ঐ বানানের ক্লাশে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'তো। তারপর এই ক্লাশে—'মৃত্যুঞ্জয়,' 'অহল্যাশঙ্কা,' 'কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন' ইত্যাদি বানানের প্রতিযোগিতা হ'তো। যে ছেলে বানান ব'লতে না পারতো তার স্থান লাইনের মধ্যে ক্রমশঃ নেমে যেতো, আর যে বলতে পারতো সে এক ধাপ ক'রে ওপরের দিকে উঠে যেতো। এর দ্বারা বানান বেশ ভালভাবেই তৈরী হ'তো।

সম্প্রতি মুখস্থ করা সম্পর্কে বিশিষ্ট একজন শিক্ষাবিৎ মন্তব্য ক'রেছেন— "I have a suspicion that in the name of stopping cramming, learning by heart is being totally discouraged. If my suspicion is correct, one of the means of sharpening the memory is being abolished. Without memorising, new things cannot be learnt and retained in the brain." অর্থাৎ "আমার ভয় হয়, যে আজকাল না বুঝে কণ্ঠস্থ করানো বন্ধ করার অজুহাতে মুখস্থ বা আবৃত্তি জিনিসটিকেই একদম বাদ দেওয়া হইতেছে। যদি আমার সন্দেহ সত্য হয়, তবে স্মৃতি শক্তিকে শাণিত ও মার্জ্জিত করিবার একটি মহৎ উপায়কে আমরা বর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। আবৃত্তি ছাড়া নূতন জিনিসকে কোনমতেই আয়ত্ত করা যায় না।"

এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ে গেল—আমাদের একজন 'সেকেলে' ইংরেজি শিক্ষকের ইংরেজি পড়ানোর প্রণালী। ভবিষ্যৎ জীবনে যেটুকু ইংরেজি শিখেছি তার ভিত্তিস্থাপন হয় এই 'সেকেলে' শিক্ষকের পায়ের তলায় বসে—এ কথা ব'ল্লেও অত্যুক্তি হবে না। সে কি অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক প্রণালী! তিনি ইংরেজির পড়াটিকে বাড়ী হ'তে অন্ততঃ ২৪।৩০ বার 'রীডিং' প'ড়ে আসতে বলতেন যাতে প্রায় সমগ্র পাঠের ভাষাটিই একরূপ মুখস্থ হ'য়ে যায়। পরের দিন মাষ্টার মশায় বাংলা ব'লে যেতেন এবং আমাদিকে তার হুবহু বইয়ের ইংরেজিতে অনুবাদ ক'র্ত্তে হ'তো। সেই 5th ক্লাশে পড়া ইংরেজির 'লীডস' গল্পের পাঠও আজ পর্য্যন্ত কিছু কিছু মুখস্থ আছে। পদ্যের কথা বলাই বাহুল্য।

মনে পড়ে,—একদিন তিনি জিজ্ঞেস ক'র্লেন,—"সুতরাং শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিবার সমস্ত দায়িত্ব লিওনিডাসের স্কন্ধে পতিত হইল—ইংরাজী কর।" আমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ইংরাজীতে ব'লতে হল—"So the whole responsibility of driving back the foes rested on the shoulders of Leonidas." আর এক দিন জিজ্ঞেস কর্লেন,—"যাহারা যাইতে ইচ্ছা করে, যাইতে পারে। কিন্তু আমি এবং আমার দেশবাসিরা শত্রুদের নিকট পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করি।" আমরা অল্প মুহূর্ত্তের মধ্যেই অনুবাদ ক'রে দিলাম,—"Those who wish to go may go. But I and my countrymen think

it dishonourable to turn our backs to the foe." তাই বলি যে ঐ ছেলেবয়সে মুখস্থ করা ইংরেজি গদ্যের লাইন আজও মনে আছে ; পদ্য তো আছেই।

আমার মনে হয়, বিদেশী ভাষা শেখানোর এইটিই প্রকৃষ্ট পন্থা। আজকাল কোন মনস্তাত্ত্বিক বা শিক্ষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা হয়ত' ব'লবেন যে এইভাবে ইংরেজি মুখস্থ করানোটা খারাপ। কিন্তু তার উত্তরে আমি ব'লবো যে ইংরেজির মত একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত ক'র্তে হ'লে স্থানে স্থানে মুখস্থ না ক'র্লে ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে কি উপায়ে ?

তারপর 'হাতের লেখা' একটি জিনিস যেটির অধঃপতন আমরা খুব বেশী পরিমাণে লক্ষ্য ক'র্ছি। আজকাল স্কুলে হাতের লেখার কাজ দেওয়া হয় না বল্লেই হয়। অবশ্য আমার, ট্রান্‌স্লেশন্ এবং পাঠ্য-পুস্তক পড়ানোর সময় হয়ত' হাতের লেখা হয়। কিন্তু আমি 'Handwriting' পাঠের কথাই বল্‌তে চাইছি—যেটি প্রায় এখন স্কুল থেকে উঠে যাবার অবস্থা হ'য়েছে। এই বছরকার আই-এ, আই-এস্‌-সি পরীক্ষার ইংরেজির তিন পেপারেরই প্রশ্নপত্র দেখে খুসী হ'য়েছি যে মোট নম্বরের দশমাংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য বরাদ্দ রাখা হ'য়েছিল। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হাতের লেখার একটি অঙ্গ। এই প্রকার ব্যবস্থা 'ম্যাট্রিকুলেশন্' পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাই হ'ক্ আমি এই মাত্র ব'লতে চাই যে নূতন ও পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতির ভাল ভাল জিনিসগুলির সমন্বয়ে আমরা আজ এক অভিনব শিক্ষা ব্যবস্থা ( New Teaching )-র প্রবর্ত্তন ক'র্তে চলেছি—যাকে আমরা মনোবিজ্ঞানসম্মত ( psychological ) ব্যবস্থা ব'লে আখ্যা দিতে পারি।

( আগামীবারে সমাপ্য )

---

# ছেলে 'মানুষ করা'

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমাদের দেশের বাপমায়েরা মনে করেন যে ছেলেমেয়েদের খাওয়ালে পড়ালেই তাঁদের কাজ শেষ হোল, পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি দিয়ে ইস্কুলে পাঠালেই, এবং পড়াশুনা নিয়মিত করার দিকে একটু কড়া নজর রাখলেই ছেলেমেয়ে মানুষ করার কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠলো। কিন্তু ছেলেমেয়ের মনের কোনো খবর তাঁরা রাখলেন না। তার ফলে ছেলে যখন বিগড়ে গেল, কি অবাধ্য হোল পিতা ভাবলেন—সঙ্গদোষ, আর মা ভাবলেন হয়তো—বংশদোষ। কিন্তু সন্তানের মনের কোথায় যে এই দুর্বলতার রোগ ঢুকেছে, সেটা তাঁরা মনঃসমীক্ষা করে দেখলেন না।

শিশু-মনের বিকাশ হয় তিন দিক থেকে—সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক। সেই বিকাশের উপকরণ তারা সংগ্রহ করে তাদের পরিবেশ থেকে। ছেলেমেয়েরা যাদেরকে চারিপাশে দেখে তাদের আচরণ এবং খেলাধরণের উপকরণ থেকে শিশু-চিত্ত বিকাশ লাভ করে। সেইজন্য পিতামাতার কাজ হোল যা কিছু খারাপ তা থেকে শিশুকে দূরে রাখা আর যা থেকে শিশু ভালো কিছু শিখতে পারে, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করা। পিতামাতা তাঁদের শিশুটিকে যত সহজে মানুষ' করে তুলতে পারেন, ইস্কুলে একদল ছেলের মাঝে একজন শিক্ষকের পক্ষে প্রত্যেকটি ছেলের মন বুঝে চলা তত্তো সহজ নয়, সেখানে যা কিছু হয়, সকলের জন্য সাধারণভাবে হয়। ছেলেমেয়েরা সেখানে চরিত্রগঠন করে সঙ্গীদের সাহচর্যে। সেইজন্যই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ চরিত্র সৎ-অসৎ হওয়ার সবটুকু দায়িত্ব বাপ মায়েরই নিজস্ব, আবার আমাদের দেশে এই দায়িত্বটাই পিতামাতারা সবচেয়ে বেশী অবহেলা করেন।

ছেলেমেয়ে মানুষ করার গোড়ার কথা হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা। স্বাস্থ্য খারাপ হলে মানসিক দুর্বলতা ঘটাই স্বাভাবিক। অসুখ করলে ডাক্তারকে সকলেই দেখায়, কিন্তু অসুখ যেন না হয় সেই ব্যবস্থা করাই পিতামাতার পক্ষে সর্বপ্রথম কর্তব্য। তারপর আসবে মনের কথা।

মনোবিকাশের কথা বলতে গেলেই শিশুর মনের অবস্থাটা আগে জানতে হবে এবং সেই অবস্থানুযায়ী উপকরণ দিয়ে শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

শিশু কল্পনার জগতে বাস করে। একখানি কাগজের নৌকা চৌবাচ্চার জলে ভাসিয়ে শিশু মনে করে যে, সে সেই নৌকায় চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হচ্ছে। নৌকাখানি যে কাগজের এবং চৌবাচ্চাটা যে সমুদ্র নয়, এটুকু বুঝতে তার কয়েক বছর সময় লাগবে। এই কল্পনাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলেই অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি: একটি ছেলের অসুখ করেছে, ডাক্তার বলেছেন বার্লি খেতে। ছেলেটি বার্লি খেতে চায় না, মা বললেন—খোকন এ তো বার্লি নয়, বর আজ পৌষপার্বণ, তুমি একটা গাছে উঠে পিঠে খাচ্ছ, নীচে একটি ডাইনী দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে পিঠে খাচ্ছ। এ তো বার্লি নয়, বর এটা পিঠে, আর ওই পুতুলটা হচ্ছে ডাইনী। ওই ডাইনীকে দেখিয়ে দেখিয়ে তুমি সব খেয়ে নাও!

ছেলেটির চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠলো, বললো—সত্যি? তারপর এক চুমুকে বার্লিটুকু খেয়ে নিল, বললো—মা ও ডাইনী বুড়ী ঠকে গেল!

ছোটদের এই কল্পনা-প্রবণতার কোন সীমা নেই। তা বাস্তবের কোন ধার ধারে না। এই সম্পর্কে খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক রবার্ট লুই-ষ্টিভেনসনের একটি কবিতার কয়েক চরণ উদ্ধৃত করলেই তাদের মনের খবরটা স্পষ্ট হয়ে যাবে:

We built a ship upon the stairs
All made of the back-bedroom chairs,
And filled it full of sofa pillows
To go sailing on the billows.

এই কল্পনা-প্রবণতাই তাদের খেলাধূলার অঙ্গ। খুকী বিশ্বাস করে তার আদুর পুতুলটি জীবন্ত, সে আপন মনে তাকে দুধ খাওয়ায়, তাকে ঘুম পাড়ায় তার সঙ্গে কথা বলে। অনেকে তাকে ছেলেখেলা বলেই ধরে, তার কোন মূল্য দেয় না। আবার অনেকে বলেন এই খেলাধূলার মধ্যে দিয়েই তার জাতীয় জীবন গড়ে ওঠে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে এই খেলাধূলার মধ্য দিয়েই শিশু চরিত্রগঠনের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ভবিষ্যতে তাই হয় তার শিক্ষার ভিত্তি। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে যে শৃঙ্খলা তারা শেখে, ভাবী জীবনে তাই কর্মকুশলতার নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। এই কল্পনাই পরবর্তী জীবনে শিল্প, সাহিত্য, আবিষ্কার ও অভিযানের ক্ষেত্রে রূপগ্রহণ করে। পিতামাতার উচিত নয় রূঢ় বাস্তবের আঘাতে এই কল্পনাকে ক্ষুণ্ণ করা। ছেলেরা কথার যুক্তির চেয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তিটাই ভালো বোঝে। আগুনে হাত পোড়ে একথাটা বার বার শুনলেও আগুনে একবার আঙুল দিয়ে তারা পরীক্ষা করে নেয় হাত পোড়ার ব্যাপারটাকি। এই পরীক্ষা হচ্ছে শিশু মনের বৈশিষ্ট্য। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথ যদি পিতামাতা রুদ্ধ করেন, তাহলে সন্তানের কল্পনা বিকাশের পথ রুদ্ধ

হয়, এবং নৈতিক ও মানসিক বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়। এসব ক্ষেত্রে শিশুকে বাধা নিষেধের গণ্ডীতে বেঁধে রাখলে, কি বকাবকি করলে তার অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি মনের মাঝে পরিপূর্ণ ভাবে রূপ নিতে পারে না।

এক একরকম খেলার মধ্য দিয়ে ছেলেরা দেহ মনের এক একদিকে বিকাশলাভ করে। মনস্তত্ত্ববিদের ভাষায় বলতে হয়:

"Play is Nature's active mode of education,
Physical play is Nature's physical education,
Social play is Nature's active method of social education,
Mental play is Nature's method of filling the mind with information."

দৌড়াদৌড়ি কাপামাছি লুকোচুরি প্রভৃতি খেলায় শিশু মাংসপেশীর ব্যবহার শেখে—পেশীকে শক্তিমান করে তোলে। পুতুল খেলার ভিতর দিয়ে ছেলেরা যে সমাজের মধ্যে বাস করে, সেই সমাজ-জীবনের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পাঁচ বছরের ছেলে যখন আপনমনে খেলার বাক্স নিয়ে বসে, তখন দেখা যায় তাতে আছে হয়তো দিয়াশলাইয়ের কতকগুলো খালি বাক্স, সিগারেটের খাপ, টিনের টুকরো, রঙীন কাচের টুকরো পুরানো নিব, এমনি আরো কত কি। এইগুলি নিয়েই শিশু তার কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে, এবং এই জিনিষগুলি নিয়ে খেলা করতে করতেই শিশু মনের নানা দিক গড়ে উঠে—পর্যবেক্ষণের শক্তি, চিন্তাশক্তি, অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরশীলতা, প্রয়োগ-নৈপুণ্য, বিচারশক্তি প্রভৃতি। সেই জন্যই ছোট ছেলেমেয়েদের এই সব খেলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে নেই। তারা একটি কাগজের বাক্স সাজিয়ে তাকে ভাবলো বাড়ী, দুটো পুতুল তার মধ্যে বসিয়ে ভাবলো বাড়ীর কর্তা গিন্নী। পাশে একটুকরো কাগজের উপর কিছু বালি আর কাঁকর সাজিয়ে ভাবলো চাল ডাল—সুরু হোল খুকীর ভাতরান্না। চারিপাশে যা কিছু সে পর্যবেক্ষণ করেছে, স্মৃতি থেকে তাই সে উদ্ধার করে নিজের পরিবেশ রচনা করতে লাগলো কল্পনা দিয়ে। এই হোল তার সামাজিক ও মানসিক শিক্ষা। পুঁথির পাতায় যে শিক্ষা সে পাবে, ব্যবহারিক জগতে তার চেয়ে এ শিক্ষার মূল্য কম নয়।

এই খেলাধূলার মধ্য দিয়েই শিশুর মনে জাগে নানা প্রশ্ন, এবং বয়স্কদের কাছে সেই প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করবে, পিতামাতাকে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শিশুর কল্পনার সহায়তা করতে হবে। অনেক পিতামাতা তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, অনেক পিতামাতা আবার শিশুর দুরন্তপনা বন্ধ করার জন্য মিথ্যা নতুন খেলনা দেন, তাতে এঁরা ভুল করেন। প্রশ্নের উত্তর না পেলে শিশুর কল্পনার বৃত্ত বাড়ে না, আবার মিথ্যা নতুন খেলনা পেলে পুরানো খেলনা নিয়ে নতুন করে খেলবার যে কল্পনা তাও ক্ষুণ্ণ হয়,—দুইই শিশুর মনোজগতে সমান ক্ষতিকর। শিশুর বয়স যত বাড়ে, পিতামাতার উচিত তত বেশী তার মনোবিকাশের দিকে

লক্ষ্য রাখা। পুতুল খেলার বয়স যখন শেষ হয়ে আসবে, তখন তাকে দিতে হবে রঙীন ছবি, ছবির বই, রঙচঙে জিনিষ,—তাতে তার চোখ রঙ চিনতে শিখবে, অনেক নতুন গল্প জাগবে তার মনে। তারপর তার হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে বিজ্ঞাপনের বড় ছবিওলা পোস্টার। ছবি দেখে কিছুটা জানতে চাইবে জিজ্ঞাসা করে, বিজ্ঞাপনের অক্ষরগুলো চেনবার জন্য তার মনে জাগবে আগ্রহ। দু পাঁচটা আধার সে হয়তো চিনেও রাখবে। বাসের এক গোছা টিকিট যদি সে হাতে পায়, তাহলে তখনি সে নিজেকে বাস কণ্ডাক্টার ভেবে টিকিট কেনাবেচা সুরু করে দেবে, পিতামাতা কেউ যদি তখন কাছে বসে থাকেন, স্বচ্ছন্দে তিনি তখন সেই অবসরে কয়েকটি সংখ্যা লিখিয়ে দিতে পারবেন শিশুটিকে। খেলার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠবে।

দার্শনিক এমার্সন বলেছেন—"The plays of children are nonsense, but they are educative nonsense," এই নীতিই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে লণ্ডনের ফেরিয়া-গ্রে ট্রেনিং-কলেজের অধ্যাপিকা মিস্ ইভলিন কেনড্রিক ও মিরিয়াম কেনড্রিক লিখেছেন—"The child plays and gains power over his muscles, especially his muscles of the eyes, arms, hands and fingers. Play is Nature's method of preparing the mind and body alike for the tools of learning."

শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়সটাই সব নয়, মনটাই সব, শিশুর মন ঠিক শিক্ষার উপযোগী হয়ে উঠেছে কিনা, পিতামাতাকে তার বিচার করতে হবে, কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে—

শিশু কি ভালমত খেলতে পারে?

শিশু কি সকলের সামনেই হুটোপাটি করতে পারে এবং হাসতে পারে?

সে কি ঝড় বৃষ্টি রোদ পছন্দ করে?

তার দরকারের সময় সেকি বুদ্ধি খাটাতে পারে?

সেকি মানুষের সঙ্গ ভালবাসে?

কোনো কিছু নতুন দেখলেই তার মনে কি প্রশ্ন জাগে?

এই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে পিতামাতাকে এই সব ব্যাপারে শিশুমনের খোরাক জোগাতে হবে, তবেই শিশু ঠিকমত 'মানুষ' হবার সুবিধা পাবে।

শিশু-শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে Auto-education অর্থাৎ আত্মশিক্ষা। ডাক্তার মেরিয়া মন্তেসরী এই নীতিতেই বিশেষ জোর দেন। শিশুদের নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। প্রথমে ভুল হবে, কিন্তু সে ভুল সে নিজেই শুধরে নেবে। জামার বোতাম লাগাতে সে চেষ্টা করবে, বার বার ভুল হবে, কিন্তু শেষ অবধি সে ঠিক বোতাম পরাবে, জুতোর ফিতে বাঁধতে শিখবে, চুল আঁচড়াতে শিখবে, মুখ ধুতে শিখবে। নিজের কাপড় জামা নিজেরাই পরবে। হাতে কাগজ পেলে তারা সে কাগজ ছিঁড়বে, কেননা কাগজ ছিঁড়ে সে আনন্দ পায়। খড়ি পেলে, লাল নীল পেন্সিল পেলে, সে খুশিমত দাগ

টানবে। প্রথম বয়সে ছেলের মনে হবে সে সব কিছু নষ্ট করছে, কিন্তু আসলে এই সব করে নিজের আঙুলের ব্যবহার শিখছে, নিজের শক্তি ও বিশ্বাস বাড়াচ্ছে। সেই জন্য কাগজ পেনসিল বই তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না, তার হাতের কাছে এগুলি এগিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়াও তাদের হাতের কাছে এমন অনেক জিনিষ এগিয়ে দিতে হবে যা থেকে তারা মনোমত ভাঙচুর ক'রে নতুন কিছু তৈরী করতে পারে, যেমন শিসমোডের টুকরো, মেকানো খেলনা প্রভৃতি। গুলি, ব্যাগাটেলি, সাপসিড়ি, লুডো, ক্যারম্—এসবও তাদের চাই। এগুলি খেলতে খেলতে তার নিজের অজ্ঞাতেই কিছু কিছু জ্ঞানকে শিখবে, যোগ বিয়োগও শিখবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সাধারণত ছড়ার মধ্যে দিয়েই হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাতে ফলও পাওয়া যায় বেশী। নিছক 'অ'-এ অজগর, 'আ'-এ আনারসের চেয়ে, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে,—ছোটদের মনে যে ঝঙ্কার তোলে, তাতে তারা খুশী হয়, শিক্ষার গুরুত্ব আর তাদের মনকে পীড়িত করে না। সংখ্যার বেলায়ও ঠিক সেই কথা, নীরসভাবে এক দুই তিনি চার মুখস্থ করতে যে মানসিক পরিশ্রম হবে, ওটুকু জড়ো থাকলে আর সে কষ্ট তারা পায় না, যথা :

একটি বিড়াল একা গাছের তলে রয়।
একটি কুকুর জুটলো সেথা, দুইটি তারা হয়।
হঠাৎ এলো একটি গাধা, তিন হোল এইবারে।
ছাগল ছানা আসতে সেথায়, এবার হোল চার।
শিয়াল এলে জুটলো সাথে পাঁচটি তারা হয়।
সিং বাগিয়ে আসলো গরু, ছোল এবার ছয়।
হরিণ এবার জুটলো দলে, সাতটি হোল ভাই।
জুটতে বাঁদর আট হোল যে ভুল কিছু তার নাই।
ভালুক এলো হেলে দুলে, এবার হোল নয়।
কুমীর এলো জলের থেকে, এইবার দশ হয়।
মিছিল করে চলছে এবার দশটি জানোয়ার,
ঘুরে ঘুরে ভূমিয়াটার দেখবে চারিধার।

এই ছড়াটি শিখতে কোন শিশুর পক্ষেই বেশী কষ্ট হবে না, সঙ্গে সঙ্গে এক থেকে দশ অবধি সংখ্যা বেশ শেখা হয়ে যাবে।

সংখ্যা শেখার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে আকার সম্বন্ধেও জ্ঞান দিতে হবে। সে শিখবে—এটা ছোট, এটা বড়, এটা চৌকা, এটি গোল, এটি চ্যাপ্টা। এ সম্পর্কে খেলনার সুবিধা হবে তাকে নানা আকারের খেলনা দিয়ে বুঝবার সুযোগ ক'রে দেওয়া।

তারপর তাকে দিতে হবে ওজনের জ্ঞান। একটা খেলনার গাড়ী তাকে দেওয়া হোল, সেটি সে ইট-পাথরে বোঝাই করে চালাতে সুরু করলো। বোঝাই যখন কম হোল অথবা যখন বেশী হোল তখন সে নিজের থেকেই বললো—এবার বেশী ভারী হয়েছে, এবার কম ভারী হয়েছে। শিশুকে দেওয়া হোল একটা দাঁড়িপাল্লা তৈরী ক'রে, বালি কাঁকর মাটি নিয়ে সে দোকান খুলে বসলো, নিজে থেকেই শিখলো ওজন করতে। এই সব খেলার সময় মা যদি কাছে থাকেন, স্বচ্ছন্দে তখন ছেলেকে শিখিয়ে দিতে পারেন মোটামুটি ওজন খেলাঘরের খোলামকুচি দিয়ে টাকা পয়সা হিসাব, ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু যোগ বিয়োগও।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। শিশু যখন কথা বলতে সুরু করে তখন কোন কথাই সে স্পষ্ট বলতে পারে না, সে জন্য তাকে উপহাস করা ঠিক নয়। গামছাকে শিশু যখন বললো 'গাছা' তখন যদি বয়স্কেরা সে কথা শুনে হাসে, তাহলে সে অপ্রতিভ হয়, তার আত্মবিশ্বাস কমে যায়, সে আর নতুন কথা বলতে ভয় পায়, তাতে ভাষা শিক্ষার চেষ্টা প্রতিহত হয়। সেই জন্য শিশুকে সব সময়েই উৎসাহ দেওয়া দরকার। শিশু যখন কথা বলে তখন তা উপেক্ষা না করে বয়স্কদের কথা আমরা যতটা মনোযোগ দিয়ে শুনি ততটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, তার উত্তরও দিতে হবে। তাতে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়বে, এবং তার ভাষা উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট ও স্পষ্ট হবে। মুখে মুখে তাদের শেখাতে হবে ছেলে-ভুলানো ছড়া, সে সব ছড়ার মধ্যে সব কথারই যে মানে থাকবে তা নয়, শুধু শব্দ ঝঙ্কার শিশুর কাণ ও কণ্ঠকে সবল ও স্পষ্ট করবে। সব দেশের ভাষাতেই এই ধরণের অজস্র ছড়া আছে যেমন :

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদঙ্গ গুড়ুর বাজে
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল সেই কমলা পুলি।
কমলা পুলির চেটা
সুদ্যি মামার বে'টা,
আর কমলা হাটে যাই
তারা পান কিনে খাই
একটি পান কোঁপড়া
মারে ঝিয়ে ঝগড়া॥

* এই ছড়ার কোন অর্থ নেই, কিন্তু শিশুর কাছে ভাষা শিক্ষার পক্ষে এ-ছড়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যে সব অভিভাবক মনে করেন অর্থবোধক ছড়া-ছবির বই এসব ছেলে-

ভুলানো ছড়ার চেয়ে বেশী মূল্যবান, তাঁদের পক্ষে বিখ্যাত শিশু শিক্ষাবিদ্ মেন্তী গ্রের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা ভালো :

"If I could buy up all the Christmas Annuals and school periodicals and magazines that provide verse written especially for children, and burn these things publicly in the market-place, I would do it with both hands. The mass of sickly nonsense of this nature that appears to-day is a great evil. Popular carelessness allows rubish to be given to children for no better reason than that children are young. It is the result of gross misunderstanding. The very fact that children are young is an argument that they should have the very best in literature. The perception of most children is acute, it is sensitive to a degree of sensibility ; that is why it is so easy to blunt the edge of a child's taste or merely to let it be neglected."

শিশুর কথা ফোটে ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী নয়, শব্দের প্রকাশ দিয়ে। একটি একটি করে শব্দ শিশু শেখে, এবং অনেক সময় দু' একটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করে সমস্ত বাক্যটাই সে বুঝিয়ে দেয়। 'মা, টি, ঘি'—এই তিনটি শব্দ দিয়ে এক বছরের শিশু তার তিনটি বাক্য সম্পূর্ণ করে : 'মা এসো, শোও, আমাকে মাই খেতে দাও।' এই অর্থপুষ্ট কথাই ধীরে ধীরে বিকশিত হয় পাঁচ বছরের শিশুর মুখে, যখন সে মেঘলা আকাশের পানে তাকিয়ে স্পষ্ট করে ছড়া কাটে—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান, শিবঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যে দান, ইত্যাদি। মনস্তত্ত্ববিদেরা এই শব্দ সম্পদের মোটামুটি একটা হিসাব করেছেন—

"Children from sixteen to nineteen months are using from 10 to 939 words, that two-years-old children are using from 115 to 1227 words, and the vocabulary increases rapidly from that time on. It is perfectly safe to assert that the average three-years old child makes use of 100 words. This holds true at least for the child who has an ordinary quantum of curiosity and a normal tendency towards linguistic imitation, and who is in daily contact with parents or older children who are ready to name situations for him as fast they appear."

শিশুর শিক্ষায় আরেকটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে রূপকথা। গল্প শুনতে ছোটরা খুব ভালবাসে, এবং এই গল্পের ভিতর দিয়েই তাদের মন নানা তথ্য আহরণ করে। ন্যায় নীতি সত্য প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের মনে ধারণা জন্মে এই সব গল্পের ভিতর দিয়েই। সুয়োরাণীর অন্যায় যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তাকে 'হেটে কাঁটা উপরে কাঁটা' দিয়ে পুঁতে ফেলা হয়, দুয়োরাণীর ছেলে যখন সব অনাচার অতিক্রম করে সিংহাসনে বসে, তখন শিশুমন সুবিচার, ন্যায় ও নীতি সম্পর্কে কিছুটা আলোক পায়। সেই শিক্ষাই ধীরে ধীরে তার মনে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ণরূপ গ্রহণ করে। এইজন্যই গল্পকে শুধু গল্প বলে ভাবলেই চলবে না, তা থেকে শিশুর শেখার কি আছে তাও ভাবতে হবে। কারণ "A story is a work of art. Its greatest use to the child is in the everlasting appeal of beauty by which the soul of man is constantly pricked to new hungers, quickened to new perceptions, and so given desire to grow."

আশ্বিন, ১৩৫৭

শিশুর মনকে প্রথম জ্ঞানের স্তর থেকে এইভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একে ঠিক শিক্ষা দেওয়া বলা চলে না, এ হোলো শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টাকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে শুধু সহায়তা করা। এই পর্যায়কে শিক্ষা গ্রহণের অবস্থা বলে ধরাই ভাল. এই শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন—the self-teaching the children give themselves remains with them for ever. এই জন্যই ভাল করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হলে পিতামাতাদের গোড়া থেকে সজাগ থাকা কর্তব্য।

—শিক্ষাব্রতী

---

সহকারী সম্পাদক—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-টি

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী।— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পরস্পর নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কা জী আ ব দু ল ও দু দে র
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সরোজকুমার রায়চৌধুরী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, লীলাময়ীর (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, মৃণাল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, লজ্জাবতীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ রজনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ হৈমন্তিকা ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী

মহাসমুদ্রের (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নমাজ ও বৌদ্ধ নমস্তা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী বাণী রায়

প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪ ছন্দ-চতুর্ভুজী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরব্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

যুগমানব স্বামীজির চির নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই
ও
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন এম-এস-সি, বি, এ, বি টি কর্ত্তৃক লিখিত

# —স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা

—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

## মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড্
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suraj C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharmatala Street, Calcutta*

# বাঙলার শিক্ষক


## NEW SESSION

When you reopen after the Puja holidays, you will soon be considering new books for use in the new session. Oxford *lists* and Oxford *books* will be of assistance to you in the difficult task of choosing new books. Please ask for them.

**OXFORD UNIVERSITY PRESS**



সম্পাদক—শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

৭ম সংখ্যা
কার্ত্তিক

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র বিকাশ। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার মাতুলির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১শ বর্ষ ] কার্ত্তিক, ১৩৫৭ [ ৭ম সংখ্যা

# বালিকাদের শিক্ষা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পরীক্ষার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া একটি বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি—দিন দিন পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা বাড়িতেছে। আমি প্রধানতঃ প্রবেশিকার কথাই বলিতেছি। এই পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে স্কুলে পড়া মেয়ের চেয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ইহা সুখের বিষয়। সব চেয়ে লক্ষ্য করার জিনিস—অভিভাবকরা ছেলেদের জন্য ততটা ব্যস্ত ন'ন যতটা ব্যস্ত মেয়েদের জন্য। মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে ও পরে তাহাদের কি উদ্বেগ, কি অস্থিরতা, কি আয়াস স্বীকার! কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ক্ষেত্রেই শুনিয়াছি—'মশায়, মেয়ে Matric পাশ না হ'লে বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়েছে। যে ছেলে নিজে Matric পাশ ক'রে রেলে কি কোন কারখানায় চাকরি করছে—সেও বলে Matric পাশ ছাড়া মেয়ে বিয়ে করব না।" কেহ কেহ বলেন,—'বিয়ের সবই ঠিক হয়েছে, কেবল Matric টা পাশ হ'লেই বিয়েটা হ'য়ে যায়। পাশ না হলে বিয়ে হ'বে না।"

কেহ বলেন—"মেয়ে আমার খুব সুন্দরী। কিন্তু Matric পাশ করেনি ব'লে ভাল পাত্র পাচ্ছিনা।" আবার কেহ বলেন—"দশ হাজার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত আছি, তার। কিন্তু অন্ততঃ Third division এ পাশ না করলে ত বিয়ে হয়না।"

এখন দেখিতেছি আমাদের সামাজিক জীবনে নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল মেয়ের কথা অবশ্য ইহা নয়। অনেক মেয়ে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা কেবল Matric নয়, বি-এ পর্য্যন্ত, বিবাহ না হইলে এম-এ পর্য্যন্ত পড়িতে চায়। সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের এখন Matric টা অন্ততঃ পাশ না করিলে চলিতেছে না। যে সকল মেয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চায়, বিবাহ সম্বন্ধে উচ্চাকাঙ্খা আছে যাহাদের অথবা যাহারা চাকরি করিতে চায় তাহাদের অর্থ্যবসায় ও তদনুরূপ। তাহারা ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে উচ্চ-শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে—কেহ কেহ প্রতি-

যোগ্যতায় তাহাদের হারাইয়া দিতেছে—তাহাদের সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। তাহারা ছেলেদের Syllabus Curriculum অনুসরণ করিয়া চলুক—তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই।

কিন্তু এই বিবাহার্থিনী বালিকাদের সম্বন্ধে ভাবিবার কারণ আছে। ইহারা Matric-এর বেশি অগ্রসর হইতে চায় না। ইহাদের Matric পাশেরও যোগ্যতা নাই—অধ্যবসায় নাই—পরিবারে উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্যও বহুত নাই। মনে হয়—ইহাদের জোর করিয়া পরীক্ষার হলে পাঠানো হয়। ইহাদের জন্য ছেলেদের Syllabus Curriculum না থাকিলেই ভালো হয়। ইহারা উচ্চশিক্ষাও চায় না চাকরি করিতেও চায় না। ইহারা বেশি সময় মাকে গৃহস্থালীর কর্ম্মে সাহায্য করে—ভাই বোনদের প্রতিপালন করে,—অবসরের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করে। ইহাদের জন্য ভিন্ন Syllabus হইলে ভালো হয়।

ইহারা সাধারণতঃ ইংরাজীতে ফেল হয়। Matric Standard এর ইংরাজী ইহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। বাংলায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ইতিহাস, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইহারা বেশ আয়ত্ত করে, মুস্‌কিল হয় অঙ্ক ইংরাজী লইয়া। অঙ্ক সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করিয়াছেন—সামান্য গণিত ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের দ্বারা অঙ্কের স্থান পূরণ হইতেছে। ইংরাজি আয়ত্ত করাই ইহাদের পক্ষে কঠিন। Matric পরীক্ষা পাশের জন্য ইংরাজি চাই—কিন্তু মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ইংরাজি বাদ দিলেই বা দোষ কি? অবশ্য এ পরীক্ষার নাম Matric নাই থাকিল? ইংরাজের রাজত্ব ত আর নাই। এখন কথা হইতে পারে—ইংরাজের রাজত্বই গিয়াছে—ইংরাজির রাজত্ব ত যায় নাই। এই মেয়েরা চাকরি করিতে না যাইতে পারে—ব্যাঙ্ক ইন্সিওরেন্স, পোষ্টাফিস, কর্পোরেশন ইত্যাদির সঙ্গে ইহাদেরও ভবিষ্যতে আদানপ্রদান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এরূপ স্থলে ইংরাজি একেবারে বাদ দিলে চলিবে কিরূপে? যদি একেবারে বাদ না দেওয়া হয় ইহাদের জন্য ইংরাজীকে optional করা হউক—অথবা ইংরাজির Standard অনেক কমাইয়া দেওয়া হউক। দুদিন বাদে এ Standard কমিবেই একটু আগে হইতে কমাইয়া দিলে দোষ কি হয়? এইভাবে প্রবেশিকা পাশ-করা মেয়েরা যদি পরে কলেজে পড়িতে চায়—তবে ইংরাজিতে পরে পরীক্ষা দিতে পারে। একটা বিষয়ে এক বৎসরের শ্রমে পাশ করা কঠিন হইবে না। তারপর এই মেয়েদের ঘাড়ে ইংলণ্ডের ইতিহাসের বোঝা কেন? এ বোঝাটি ত অনায়াসেই সকলের কাঁধ হইতেই নামানো যায়। আর একটা বিষয় ভূগোল। ভূগোলে কম মেয়ে ফেল হয় না। ভূগোল বাদ দিতে বলিতেছি না—ভূগোলের Syllabus কমাইয়া দিলেই ভালো হয়। সকল বিষয়ের প্রশ্ন হয় ইংরাজিতে ইহাতে ছেলেমেয়েদের বিশেষতঃ এই—মেয়েদের অসুবিধা কম হয় না। আমার অভিজ্ঞতা এখানে জানাইতেছি। বহু মেয়েই ইংরাজিতে রচিত প্রশ্ন বুঝিতে না পারার জন্য মার্কস কম পায়—এমন কি ফেল হয়। বাংলায় লেখা-বই পড়িলেও তাহাদের মোটামুটি ইংরাজি রূপের পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই পরিচয় আয়ত্ত করিতে না পারার জন্য বহু মেয়ের মুস্‌কিল

হয়। অবশ্য এ অসুবিধা ছেলেদেরও হয়। কিন্তু তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের ইংরাজি জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আমার বক্তব্য মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে—ভবিষ্যৎ গৃহিণী ও জননীদের কল্যাণ কামনা করিতে হইলে ইহাদের জন্য Syllabus এর কিছু পরিবর্তন করিতে বলি। যাহারা ভবিষ্যৎ শিক্ষয়িত্রী সরকারী কর্মচারিণী ও বিদেশী ভাবাপন্ন কৃতবিদ্য লোকের সঙ্গিনী হইতে চায় তাহাদের সম্বন্ধে Standard কমাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

শিক্ষা যে মেয়েদেরও প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাড়ীতে কোন মেয়ে অনেক কিছু পড়িতে পারে—স্কুলের চেয়ে ঢের বেশী পড়াশুনাও করিতে পারে। কিন্তু একটা ছাপ না থাকিলে কেহ শিক্ষা স্বীকার করে না। অপরের স্বীকার করার উপর কেবল মর্য্যাদা নয় বিবাহ নির্ভর করিতেছে। সে জন্য পরীক্ষা পাশের প্রয়োজন। এই পরীক্ষার কঠোরতা যতটা কমে ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা প্রত্যাশা কি করা যায় না? ইংরাজী আবহাওয়ার ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের কথা ছাড়িয়া দিলে বিদ্যার কি কিছু মূল্য নাই? যদি সে মূল্য থাকে তবে তাহা কেবল ইংরাজীর মধ্য দিয়া আহৃত হইয়াছে বলিয়া বিদ্যার মূল্য কমিবে কেন? একদিন ইংরাজি ভাষা বাধ্যতামূলক থাকিবে না। ইংরাজির স্বেচ্ছামূলকতা এই বালিকাদের ছাত্রীত্ব হইতেই সূত্রপাৎ হইলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। মনে রাখিতে হইবে এই বালিকারা গার্হস্থ্য জীবনে ঢের বেশি শিখে।

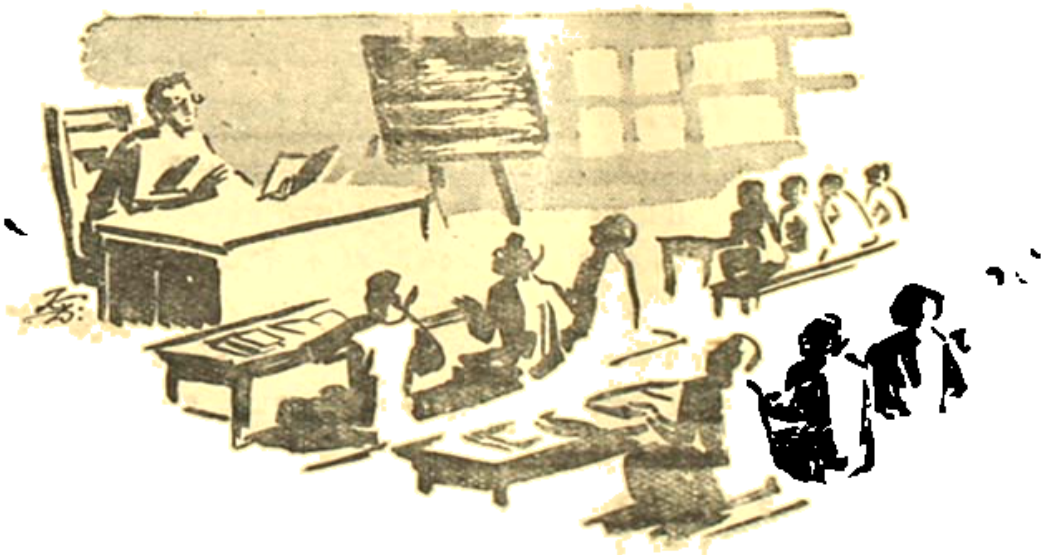

# আধুনিক শিক্ষার ধারা

অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্-এ
পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এ কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি যে শিক্ষা জগতে আজ এক বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় আজকাল আমরা নিত্য নূতন পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছি। এই জিনিষটি বিশেষভাবে প্রকটিত হ'য়েছে অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষা ব্যাপারে। কিন্তু আমাদের দেশের রক্ষণশীল ( conservative ) অভিভাবকগণ এবং স্কুলকর্ত্তৃপক্ষগণ বোঝেন না বা বুঝেও বুঝতে চান না—শিক্ষার এই আধুনিকত্ব ও অভিনবত্বটুকু কোনখানে। ট্রেণিং প্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিজের নিজের স্কুলে ফিরে গিয়ে তাঁদের আদর্শকে কার্য্যকরী করার সুযোগ সুবিধা পান না। নানা কারণে ট্রেনিং নেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সেই পুরোনো গতানুগতিক শিক্ষাদান প্রণালী অবলম্বন ক'রতে বাধ্য হন। ট্রেণিং কলেজের আদর্শ শিক্ষণ-শিক্ষা চিরকালই 'আদর্শ'-রূপেই থেকে যায়। অনেক সময় স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভ্যগণ এবং ট্রেণিং প্রাপ্ত নন এরূপ প্রধান শিক্ষকগণ ট্রেণিং প্রাপ্ত শিক্ষকবর্গকে উৎসাহিত করা দূরে থাকুক বরং তাঁদিকে কৃপার চক্ষে দেখে থাকেন। কাজেই আমার বিশ্বাস যে সমগ্র 'টিচার্স ট্রেণিং' জিনিসটিই আমাদের দেশে একপ্রকার অপচয়ে ( wastage ) পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে।

শিক্ষার এই ভাবধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা শিশুবিভাগের এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেণিং ব্যাপারে যথেষ্ট অবহিত হ'য়েছেন। শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব আজকাল বিশেষ প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। শিক্ষক যাকে শিক্ষা দেবেন তার সম্বন্ধে শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক—একথা আজ কেউই অস্বীকার ক'রতে পারবেন না। আমাদের দেশে কিন্তু শিক্ষণ-শিক্ষা ( teachers' training ) ব্যাপারটি এখনও সমস্যা-স্বরূপই র'য়ে গ্যাছে। অনেকেই ব'লে থাকেন—'Teachers are born, not made' অর্থাৎ, শিক্ষক জন্ম হ'তেই শিক্ষক ; ট্রেণিং দিয়ে কখনও শিক্ষক তৈয়ারী করা যায় না। কিন্তু আমরা ভুলে যাই—'Teachers are both born and made'—অর্থাৎ, জন্মগত গুণাবলী ছাড়াও শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালী আয়ত্ত করার জন্য ট্রেণিং নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

তা ছাড়া, আমার প্রশ্ন এই—আমাদের মধ্যে ক'জন শিক্ষক born teachers অর্থাৎ জন্ম হ'তেই শিক্ষক ? প্যারীচরণ সরকার, রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির মত শিক্ষক ক'জন জন্মগ্রহণ করেন ? বেশীর ভাগ শিক্ষকই সাধারণ ধরণের অর্থাৎ সাধারণ

বুদ্ধিবৃত্তি ও ওণাবলীসম্পন্ন। তাছাড়া, আজকাল শিক্ষকতা কাজে দেশের কোন মেধাবী ছাত্রই স্বেচ্ছায় যোগদান করে না ; কেন না, অর্থের দিক দিয়ে, পদমর্য্যাদা বা সম্মানের দিক দিয়ে শিক্ষকগণ আমাদের সমাজে অপাংক্তেয় ও অবহেলিত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যাঙ্কে বা সওদাগরী আপিসে কেরাণীগিরি ক'র্ব্বেন তবু শিক্ষকতা কাজ পছন্দ ক'র্ব্বেন না। যখন অন্যান্য সকল প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভের চেষ্টায় আমরা বিফল হই তখনই অনন্যোপায় হ'য়ে আমরা শিক্ষক হ'তে আসি। সুতরাং এই প্রকার শিক্ষকশ্রেণীর ট্রেণিং চাই-ই।

তারপর আপনারা জানেন, ওকালতী, ডাক্তারী, কবিরাজী, ইঞ্জিনিয়ারীং প্রভৃতি ব্যবসায়িক শিক্ষা আয়ত্ত ক'র্তে হ'লে, এমন কি সাধারণ একটি মিস্ত্রীর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'র্তে গেলেও পুঁথিগত জ্ঞান বা বিদ্যা আহরণ করা ছাড়াও প্রচুর শিক্ষানবিশী এবং ট্রেণিং থাকা প্রয়োজন। এমন কি যদি কেউ মানুষের চিকিৎসক না হ'য়ে পশুচিকিৎসক ( veterinary surgeon ) হ'তে চায়, তার পক্ষেও অন্ততঃ তিন চার বৎসর পড়ার পর পুনরায় শিক্ষানবিশী থাকা এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেণিং নেওয়ার নিয়ম আছে। আর এম্‌বি সাধারণ ডাক্তারীতে বা ইঞ্জিনিয়ারীং বিষয়ে প্রায় ৫।৬ বৎসর মোট শিক্ষা নিতে হয়। সুতরাং আপনারা কেউই অস্বীকার ক'র্তে পার্ব্বেন না যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী তৈরী ক'র্তে হ'লে আরও বেশী ট্রেণিং দরকার। কেন না, এই কাজ ডাক্তারীর চেয়েও বেশী শক্ত।

শিক্ষার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই,—জন লক্ ( John Locke ) ব'লে একজন ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও শিশুশিক্ষাবিশারদ প্রথম জীবনে ডাক্তার ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি শিশু শিক্ষা সম্পর্কে জগৎকে বহু তথ্য দিয়ে গ্যাছেন। ইটালীর স্বনামধন্যা শিক্ষাতত্ত্ববিৎ মাদাম্ মন্তেসরী ( Madame Montessori ) যিনি ভারতে বহু বৎসর কাটিয়ে গ্যাছেন, তিনিও একজন বড় রকমের ডাক্তার। প্রথমে তিনি জড় শিশুদের ওষুধ দিয়ে আরোগ্য কর্‌াতে চেষ্টা করেন এবং পরে দেখলেন যে ওষুধের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হ'চ্ছে —তাদের মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা। তখন থেকে তিনি শিক্ষাবিজ্ঞানসম্পর্কে চর্চ্চা ক'র্তে লাগলেন। তারপর তিনি শিশুশিক্ষার যে অভিনব প্রণালী আবিষ্কার ক'রলেন তা আজ আমাদের কাছে 'মন্টেসরী মেথড্' নামে পরিচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান উপরিউক্ত দু'জন শিক্ষাতত্ত্ববিৎকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য ক'রেছে। এই দু'টি উদাহরণ হ'তে আমি দেখাতে চাই যে 'শিশুশিক্ষা' এবং 'চিকিৎসাবিদ্যা' এই দু'টিকে পাশাপাশি রেখে বেশ সুন্দর ভাবে তুলনা করা চলে, এবং বিশেষ ক'রে ডাক্তারীশাস্ত্রের জ্ঞান যে শিশুশিক্ষা ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে সেটি আমরা উপলব্ধি ক'র্তে পারি।

আমার মতে শিক্ষকের কাজ ডাক্তারীর চেয়েও বহু পরিমাণে শক্ত। কেননা, ডাক্তার এক সময়ে মাত্র একজন রোগীকেই পরীক্ষা ক'রে তার রোগ নির্ণয় করেন এবং সেই অনুযায়ী তার জন্য রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থাপত্র ( prescription ) দেন। কিন্তু, শিক্ষক-ডাক্তারকে

একই সময়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছাত্র-রোগীকে পরীক্ষা ক'রে তাদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হয়। কাজেই শিক্ষক-ডাক্তারের এই ব্যাপারে বেশ ভাল রকম ট্রেণিং না থাকলে এই কাজ সম্ভব হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের মতে শিক্ষকের কাজ একজন শিল্পী বা ভাস্করের কাজের মত নয়। ভাস্কর বা শিল্পীর চেয়েও শিক্ষকের কাজ অনেক পরিমাণে শক্ত। তিনি ব'লছেন—"The educationist has to do, not with dead material like the artist or sculptor, but with an infinitely subtle and sensitive organism. He cannot shape an educational masterpiece out of human wood or stone; he has to work in the elusive substance of mind." অর্থাৎ, শিল্পী বা ভাস্করের কাজ হ'ল নির্জীব জড় পদার্থ নিয়ে কিন্তু শিক্ষক কাজ করেন সূক্ষ্ম বিমূর্ত্ত জিনিষ অর্থাৎ অন্তঃকরণ নিয়ে। শিক্ষকের কাজ সামান্য একটি স্থিতিস্থাপক কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাঁকে কাজ ক'রতে হয় গতিশীল শিশুচিত্ত নিয়ে। কাজেই শিক্ষকের কাজ খুব সহজ নয়।

তা যাক। আমি এইমাত্র বলতে চাইছি যে অল্পবয়স্ক শিশুদিকে পড়ানো এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদিকে পড়ানো এই দুইয়ের মধ্যে কলেজের ছাত্রছাত্রীদিকে পড়ানো অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। কেননা, যৌবনে বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি বেশ পরিপুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। সেইজন্য ঐ বয়সের ছাত্রছাত্রীরা অতি সহজেই একটি জিনিষ সম্পর্কে অনুমান বা ধারণা ক'রে নিতে পারে। তাদিকে চামচে দিয়ে খাওয়ানো (spoon feeding) প্রয়োজন হয় না, নিজেই খেতে পারে। এই কারণেই আমরা কলেজে পড়াবার জন্য L. T., B. T. পাশ করা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী চাই না; কিন্তু স্কুলে যাঁরা পড়াবেন তাঁদের ট্রেণিংএর ওপর বিশেষ জোর দিই।

আজকাল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী এবং শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বহু গবেষণা চলেছে। তাদের সঙ্গে আমাদিগকে এই ব্যাপারে সমান তালে পা ফেলে চ'লতে হবে। তবেই আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে কার্য্যকরী ও মঙ্গলজনক হবে। অন্যথায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গতানুগতিক-ভাবেই চ'লবে, পরিণামে ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত (misfit) হ'য়ে দাঁড়াবে। যেমন, আজকাল আমরা দেখতে পাই—বহু ছেলেমেয়ে পড়তে হয় পড়েই চলেছে। চোখ বুজে ম্যাট্রিকের পর আই-এ বা আই-এস্-সি, তারপর বি-এ বা বি-এস্-সি এমনি ক'রে এম্- এ, বি-এল্ পর্য্যন্ত বিনা উদ্দেশ্যে পড়েই চ'লেছে। পরে হয়ত তাদের কোন কাজকর্ম জোটে না বা তারা নিজেরাও যে মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি খরচ ক'রে একটা কিছু জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বার ক'রবে—সে যোগ্যতাও অর্জ্জন করে না। জীবনসংগ্রামে এরা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং পরাভূত হ'য়ে পড়ে। আমাদের এই প্রকার বিদ্যার্জ্জনের সার্থকতা কি?

ডাক্তারের ছেলে—সে চোখ বুজে আই-এস্-সি পাশ ক'রে মেডিকেল কলেজে ঢুকলো। বার বাবা, কাকা বা দাদা উকীল, তাকে ওকালতী পড়াবার ঝোঁক এবং চেষ্টা দেখি অভিভাবকদের। অথচ ছেলের যে সেদিকে মোটেই স্পৃহা (taste) বা আগ্রহ (aptitude) নেই সে বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও চিন্তা ক'রে বা তাদের মানসিক বৃত্তিগুলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখি না। কাজেই ছেলে কিছুদিন Law College-এ Preliminary (প্রথম বর্ষ) বা Intermediate (দ্বিতীয় বর্ষ) Law পর্য্যন্ত পড়ে হয় আইন পড়া একদম ছেড়ে দেয় নতুবা পুনঃ পুনঃ ফেল হয়। কেউ কেউ বা কোনও গতিকে দু'তিন বার পরীক্ষা পাশ হ'য়ে বেরিয়ে এসে প্রকৃত কাজে নেমে চারিদিক অন্ধকার দেখে। একখানি খবরের কাগজ বগলে ক'রে আদালতের বটতলায় ঘোরাঘুরি করাই হয়ত তাদের সার হয়। ডাক্তারীতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমাদের ক্লাসের বহু B. T. ছাত্রদের মধ্যে দেখেছি তাদের B. L. ডিগ্রীও আছে। কেউ কেউ M. A., B T., B. L. পাশ ক'রেও পরিণামে কার্য্যক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথী প্র্যাকটিস্ ক'রেছেন, এ অবস্থাও নিতান্ত কম নয়। তা ছাড়া, এঁদের মধ্যে আবার অনেকে Civil Supply বা Police বিভাগে গ্যাজেন—এও দেখা যায়।

কিন্তু, পাশ্চাত্য দেশের ব্যবস্থা মত আমাদের দেশেও যদি স্কুলে পড়ার সময়েই মনোবিদ্ বা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক ও অভিভাবক বেশ্ ভাল ক'রে ঐ সকল ছাত্রের প্রবৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন তাহ'লে হয়ত' দেখতে পাবেন—কতকগুলি ছেলের ব্যবসা করার উপযুক্ত গুণাবলী আছে, আবার কারুর কারুর বা চিত্রকরের উপযোগী গুণ আছে অথবা হয়ত' সঙ্গীত বিদ্যার ঝোঁক ও স্পৃহা আছে। তারা হয়ত' সাধারণ শিক্ষায় কোন দিনই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ ক'রতে পারবে না। সুতরাং ঐ সময় হ'তেই যদি তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহে পরিচালিত করা যায় তাহ'লে সমাজের, দেশের এবং ব্যক্তির যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই জন্য আধুনিক শিক্ষাকে আমরা বলে থাকি Child-Centric Education বা 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষা। এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে সকল প্রগতি ও পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আমাদেরও উচিত সেগুলিকে আমাদের দেশের উপযোগী ক'রে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রচলন করা। পরিবর্ত্তনগুলি ঘটেছে সাধারণতঃ এই সকল অঙ্গের মধ্যে, যথা,—শিক্ষার উদ্দেশ্য (aim), শিক্ষার বিষয়বস্তু (curriculum), শিক্ষাদান প্রণালী (method), শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার (discipline), শিক্ষক-অভিভাবকের সহযোগিতা (parental co-operation) ইত্যাদি।

---

# শিক্ষায় উদ্দেশ্য ও উপায়

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ ; বি-টি

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং উপায় সাধুভাবাপন্ন না হলে সব দিকে মৃত্যু ঘটবেই। শুধু মৃত্যুই নয়, চারদিকে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। অনেকে বলেন, উপায় যা' তা' হোক্ না কেন, সাধু উদ্দেশ্য থাকলেই হলো। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সংগে সংগে সাধু উপায়গুলি ছিন্ন মেঘের মত উড়ে যাবে। কাজেই উদ্দেশ্যই শুধু লক্ষ্য নয়, উপায়ও। অন্যান্য ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং উপায় সাধু না হলেও চলে, কারণ জীবন্ত জিনিস নিয়ে কারবার হয় না—যেমন একজন পাষণ্ড দস্যু মাতাল অসাধু উপায়ে লক্ষ কোটি টাকা অর্জন করে মন্দির মসজিদ তৈরী করে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় একজন সমাজ সাধু হয়ে সর্বত্র শ্রদ্ধাসম্মান লাভ করতে লাগলেন। একজন ভক্তরিটেল অন্যায় কাজ করে বহু টাকার মালিক হলেন। কয়েক দিন পর সেই ভক্তটিই অন্তরে ভক্ত থেকেও এবং চোরাবাজারের বড় পাণ্ডা হয়েও, একজন শ্রেষ্ঠ সেবক বা সাধক হয়ে গেলেন। এই সব ক্ষেত্রে উপায় যত কুৎসিৎই হোক্ না কেন বা অসাধু হোক্ না কেন, উদ্দেশ্য পূর্ণ করেই সংসারে চতুর্বর্গ লাভ করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব নীতি বা উপায় একেবারেই অচল এবং অকার্য্যকর।

শিক্ষালয় জীবন্ত মানুষের কারবার করে। এখানে ফাঁকি, মেকী, এবং ধাপ্পাবাজী প্রতিদিন ধরা পড়ে—উপায় নীতিহীন, সত্যহীন এবং অসাধু হলে, উদ্দেশ্যে কারো পৌঁছিবার সাধ্যই থাকবে না, সিদ্ধির ত কোন কথাই নেই। একজন সাধুসংকল্পে দৃঢ়বিশ্বাসী সৎকর্মী শিক্ষক পাঠশ্রেণীতে প্রবেশ করবার সংগে সংগেই ছেলেরা চুপ করে কাজ করবে, লেখাপড়া শিখবে এবং আগ্রহ শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাবে, ঠিক এই ছেলেরাই আর একজন মেকী এবং অচল নীতিহীন শিক্ষককে ক্লাসে পেয়ে চীৎকার করে বলবে—"গল্প করুন স্যার—স্যার, আপনি ঘুমান্ স্যার, আপনার পাকা চুল বেছে দিব স্যার্। অমুক অমুক স্যার্ বড় বড়া স্যার্; ক্লাশের বাইরে যেতে মানা করেন, বাজে গল্প করতে মানা করেন, বিড়ি সিগারেট্ খেতে মানা করেন আর পড়াটি ও আদায় করেন। আপনি স্যার, খুব ভাল স্যার। পরীক্ষায় নম্বরও পাই বেশী স্যার, না পড়লেও হয় স্যার।" এখানে উপায় অসাধু হয়ে গেল—সংগে সংগে উদ্দেশ্যও নষ্ট হয়ে গেল। কয়দিন পরই ছেলেরা চালিয়াত হবে, ফাঁকি দেবে, সিনেমায় যাওয়ার জন্যে মা বাপের বাক্স ভাঙবে, ঘরের ইঁদুরের মত সব বেড়া কেটে দুষ্ট শত্রুকে ডাকবে। যে সব শিক্ষকের মনের জোর নেই, চরিত্রের দৃঢ়তা বা কঠোরতা নেই, ছাত্রদের অন্যায়কে অন্যায় বলবার সাহস নেই, তাদের দোষে এবং ছাত্রদের অন্যায় আবদারে সৎশিক্ষকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাবে, তিনি প্রতি পদে ছাত্রকাটা শিয়ালের দলে ভর্ত্তি হতে পারবেন না বলে লাঞ্ছিত অপমানিত হবেন এবং তাঁকে অপদার্থ প্রমাণিত করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে উপায় এবং উদ্দেশ্য সাধুভাবর্জিত, নীতিবর্জিত বা সত্যচ্যুত হলে সমস্ত দিক ক্ষত বিক্ষত, বিকৃত

এবং বিনষ্ট হয়ে যাবেই। পরীক্ষার ঘরেও যেসব শিক্ষক সাধুপথ অবলম্বন করেন, অসাধু কাজ করবার সুযোগই দিতে চান না বরং কড়া নজর রাখেন, ছেলেরা তাঁদের যেমন শ্রদ্ধা করে, অন্যায় করবার সময় তাঁদের যমের মত ভয়ও করে। এই সব পবিত্র প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সতর্ক না থেকে যদি সন্তানের ক্রীড়াপুতুল হয়ে পড়েন, যদি সাধু শিক্ষকদের অসাধুশিক্ষকদের মত এক করে সাধুকেই উল্টো চাপ দেন, তাদের সততাকে, সদ্‌বুদ্ধিকে এবং কর্মবুদ্ধিকে নিষ্পেষিত করেন, সেখানে শিক্ষার উপায়ে এবং উদ্দেশ্যে গোলমাল বাধবে, এবং সত্যিকারের কাজ ব্যাহত হবে। বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ও উন্নত ছাত্রগণ কখনও সাধু ও সত্যবাদী শিক্ষকের উপরে লাঞ্ছনা, অবমাননা বা অত্যাচার সহ্য করতে পারে না—নীরবে যে চোখের জল সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তারা ফেলে "সেই একবিন্দু নয়নের জল" "কালের কপোলতলে" হয় "শুভ্র সমুজ্জ্বল।" সৎশিক্ষক ও সৎছাত্র, সৎকর্মী ও সৎধর্মী শিক্ষালয়ের অক্ষয় সম্পদ এবং ক্রীয়াশীল উন্নতির মূল কারণ। এই দুইয়ের উদ্দেশ্যে এবং উপায়ে এমন সামঞ্জস্য থাকে, এমন হৃদ্যতার বন্ধন থাকে এবং গভীর যোগাযোগ থাকে যে লোভ, লালসা, মাদকতা এবং শঠতা বা পক্ষপাতিত্ব তাঁদের চরিত্রকে কলুষিত করতে পারে না। উভয়ের দৃষ্টিতে, কৃষ্টিতে, ভাবেতে, স্বভাবেতে বিশিষ্ট শক্তি মূর্তিমতী হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সমাজক্ষেত্রে অনেক মেকী চালান যায়, সব দিকে তাল সামলান চলে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ সব কারবার একেবারেই চলে না। অংকের যিনি শিক্ষক তাঁকে বাংলা পড়াতে দিলে, বাংলার যিনি শিক্ষক তাঁকে জোর করে বিজ্ঞান বা ভূগোল পড়াতে দিলে, সব দিকে বালুর ঘর তৈরী হয়। যার পড়বার ও পড়াবার আন্তরিকতা আছে, আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা আছে, যিনি ন্যায় কাজ করে অন্যায়ের উত্তর দেবার যোগ্যতা দেখান, তাঁদের অধিকার দিতে হয়, সুযোগ দিতে হয়, সাহিত্য সাধনার বা সেবার পথে যথাসাধ্য আনন্দ উৎসাহ এবং সহানুভূতি দান করতে হয়, তবেই উদ্দেশ্য এবং উপায় স্থায়ী ভাব এবং স্থায়ী কাজ সৃষ্টি করে। কোন পুরস্কার বা কোন উপহার না পেলেও—নিন্দা বা তিরস্কার পেলেও ন্যায়বাদী ও সত্যবাদী বা ন্যায়কর্মী শিক্ষকগণ তাঁদের কর্তব্য করে যাবেনই। কিছুতেই তাঁরা আসল পথ ছেড়ে নকল পথ ধরবেন না।

শিক্ষালয়ে নিয়মানুবর্তিতার চীৎকার করলে, পাঠ্যতালিকার সংস্কার করলে অথবা সমস্ত বিষয়ে সুযোগ সুবিধা দান করলেও কোন হিতকর বা শুভংকর ফল হবে না। যতদিন পর্যন্ত সত্যিকারের মানুষের আবাদ না করা হবে, সত্যিকারের কাজের আদর না হবে এবং কর্মপ্রবণ ও কর্মকুশল প্রাণের প্রতিষ্ঠা না হবে—প্রাচুর্যশক্তির সদ্ব্যবহার না হবে এবং সত্যের ও কৃত্যের আসল পরিচয় না ঘটবে ততদিন জীবন্ত মানুষের শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত পড়বে। জীবন্ত চলন্ত মনকেই গ্রহণ করে উচ্চ গ্রামে দিতে হয়, তবেই আসে শিক্ষার সুদিন, তবেই গড়ে ভবিষ্যৎ—স্বাধীনতা হয় শক্তিধরী। শিক্ষার ক্ষেত্রে "ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়" মন্ত্র সংজীবিত হোক্।

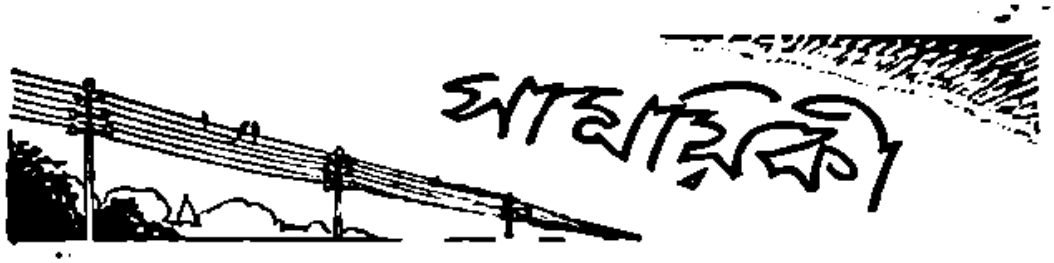


## পরলোকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৪ই কার্ত্তিক বুধবার ৮·১০ মিনিটে বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

বিভূতিভূষণ গোপাল নগর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। ১৩০৩ সালে চব্বিশ পরগণার মুরাতিপুরে যদিও তাঁহার জন্ম, তাঁহাদের পৈতৃক ভিটা ছিল এখনকার বঙ্গ-বিচ্ছেদী সীমান্তের ৪ মাইল পূর্বে যশোহরের বারাকপুর গ্রামে। পিতা সুপণ্ডিত শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বচ্ছল সংসারে অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া মধ্যবিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের জীবনযাত্রার আরম্ভ। ঘনশ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত এবং তাহার পরে রিপণ কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৮ সনের পর হইতে জীবিকার সন্ধানে সোনারপুরে হরিণাভি বিদ্যালয়ে মাষ্টারী, ভাগলপুরে জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজারী অনেক কিছুই তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নগরীর ইংরাজী-শিক্ষা কেতাদুরস্ত মধ্যবিত্তের সমাজে তাঁহার জীবনটাকে ঠাসিয়া বাঁধিতে হয় নাই। স্কুল মাষ্টারী করিতে করিতে লেখক হইবার কথা তাঁহার মনেও আসে নাই। হঠাৎ ঐ সোনারপুর গ্রামেই পাঁচুগোপাল নামে এক উৎসাহী তরুণ লেখকের ঠেলায় তাঁহাকে গল্প লেখার কলম ধরিতে হইল। বিভূতিভূষণ কলম ধরার আগেই পাঁচুগোপাল পরম উৎসাহে পাড়ার রাস্তার মোড়ে গাছের গায় আঁঠা লাগাইয়া তাঁহার ভাবী উপন্যাস "চকলার" আবির্ভাব বার্তা প্রচারপত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শেষপর্য্যন্ত "চকলা" বাহির হয় নাই—"গ্রাম্য মাঠের ধারে রেললাইন, তার ওপরে একটা সাঁকো, পেছনেই তালীবন। একটা মজাপুকুর। মজাপুকুর পাড়ে ষষ্ঠীতলা, পল্লীনারীরা পূজা দিতে আসে। স্কুলের ছুটির পরে রোজ রোজ সেই রেললাইনের সাঁকোর ওপর" বসিয়া একটু একটু করিয়া তাঁহার লেখার আরম্ভ। তাঁহার প্রথম ছোট গল্প "উপেক্ষিতা"র ( মেঘমল্লারে প্রকাশিত ) জন্ম সেইখানে। সেখান হইতে পরে জীবন সরিয়া গেল। হরিণাভির মাষ্টারী ছাড়িয়া বিভূতিভূষণ খেলাৎ ঘোষের জমিদারীতে চাকুরী নিয়া ভাগলপুর দিয়া ইসলামপুর

কাছারীতে গেলেন। পাহাড়ের গায়, নির্জন প্রান্তরে, গভীর অরণ্যে জ্যোৎস্নার রাত্রিতে অগাধ গাঁয়ের মানুষদের ঘরের দাওয়ায় নিঃসঙ্গ নিঃস্ব সাধুর আখড়ায় তিনি এমন এক জীবনকে প্রত্যক্ষ করিলেন যাহার প্রেম তাঁহাকে বৈরাগী করিল। ধীরে ধীরে "পথের পাঁচালীর" জন্ম হইল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে নিঃসন্তান বিভূতিভূষণ আরও অরণ্যের কাছে সরিয়া গেলেন, সাধারণ গৃহী জীবন আরও দূরে গেল, কেবল পুকুর-পাড়ের ষষ্ঠীতলার পাশে আকন্দ ফুলের কয়েকটি ঝাড় মনের কিনার হইতে সরিল না। বিহারে ও আসামে অরণ্যচারণায় বহু বৎসর কাটাইয়া, শেষ পর্যন্ত গ্রামীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের কোলে আবার তিনি অনাড়ম্বর সংসার পাতিলেন। ইতিমধ্যে অপরাজিত, আরণ্যক, মেঘমল্লার তাঁহার জন্য খ্যাতি বহন করিয়া আনিল। নূতন সংসারে গৃহিণীরূপে কল্যাণী দেবী ও পুত্ররূপে বাবুল আসিল। গোপাল নগর স্কুলের মাষ্টারীতে থাকিয়া খ্যাতির কথা ভুলিয়া এই নিরভিমান বাহুল্য-বর্জিত শান্ত লেখক মিতভাষায় প্রকৃতির সহিত তাঁহার ভালবাসার কথা আরও লিখিলেন, আরও নিবিড়ভাবে নিজেকে মাটির মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাঁধিলেন।

কিন্তু পরিশেষে তখন ইছামতী অনেক দূরে রহিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘাটশীলার চিকিৎসক শ্রীযুত বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অবস্থান করিবার সময়—কয়েকদিন পূর্বে তিনি যে "দেবযানের" কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার ডাক আসিয়া গেল। তিন বৎসরের পুত্র বাবুল ও শোকাহতা স্ত্রী কল্যাণী দেবী পিছনে রহিলেন।

### বিভূতিভূষণের কয়েকটি বই

পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, মেঘমল্লার, দৃষ্টিপ্রদীপ, যাত্রাবদল, নবাগত, তৃণাঙ্কুর, ঊর্মিমুখর, অনুবর্তন, দেবযান, বিপিনের সংসার, আদর্শ হিন্দু হোটেল, কিন্নর দল, জন্ম ও মৃত্যু, বিধু মাষ্টার, অসাধারণ, মৌরী ফুল, উপলখণ্ড, ঋণজঙ্কুর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও, বনে-পাহাড়ে, কেদার রাজা, অশনি, সংকেত, বিচিত্র জগৎ, আচার্য কৃপালনী কলোনী, দুই বাড়ী, তাল নবমী, চাঁদের পাহাড়, মুখোস ও মুখশ্রী, হীরা মাণিক জ্বলে ও ইছামতী।

---

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার

**'বাঙলার শিক্ষক'**

১১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

ইহাতে পাইবেন—

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত শুদ্ধ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

---

৺জটীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

## সং গ ঠ ন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

প্রতি সংখ্যা ।৷০

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৪১২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

কাজী আবদুল ওদুদের
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (১ম সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের মর্যাদা (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর নমস্কার (২য় সং) ৩৲, নারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, অবগুণ্ঠনবতী ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲
বাসর ২৷৷০ হৈমন্তিকা ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী
গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২য়সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী
মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, মৃত্যু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,
দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অগ্নিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইছামতী বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ
অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফলল ২৲

শ্রীমতী রাণী চন্দ
প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম-এ
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

মোহিতলাল মজুমদার
আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু মেডাজী ৩৲
রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষবীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆
◆ ◆ ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারাসরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

—স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে স্বল্পমাত্র মূল্য দেড় টাকা
—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant [illegible] and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ [illegible] পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

# বাঙলার শিক্ষক


Limitless Supplies of newly approved
OXFORD BOOKS for 1951 are available.

ENGLISH

Class V : NEW CLARENDON READERS PRIMER, (10 as.)
STANDARD READERS PRIMER, (10 as.)

Class VI : NEW CLARENDON READERS, 1 (Re. 1.)
STANDARD READERS, I (Re 1.)

HINDI

Class V : HINDI PATHMALA, PRATHAM BHAG ( Dr. Suniti Chatterji & Rebati Sinha ) (8 as,)
( *Approval for Hindi books has not yet been published* )

OXFORD SCHOOL ATLAS, (Rs. 2.)

OXFORD UNIVERSITY PRESS



একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

৮ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ



সম্পাদক—শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ



বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

# MACMILLAN

## TEXT-BOOKS APPROVED BY THE D.P.I., WEST BENGAL, FOR USE IN SCHOOLS IN 1951

### *FOR CLASS IV*

| | |
|---|---|
| সরল ইতিহাস। শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন), অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত .. .. | ৸৹ |
| প্রাথমিক ভূগোল ও প্রকৃতি পরিচয়। শ্রীআনন্দময় লাহিড়ী, এম. এ., বি. টি., ডিপ্. এড্., হেডমাষ্টার, মেমারী হাইস্কুল (বর্দ্ধমান) প্রণীত .. | ১।৹ |

### *FOR CLASS V*

| | |
|---|---|
| **Bharat Readers : Primer** .. .. .. | 12 as. |
| **National Readers : Primer** .. .. .. | 10 as. |
| সহজ বাঙ্গালা পাঠ, তৃতীয় ভাগ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, এম. এ., হেডমাষ্টার, কেশব একাডেমী, কলিকাতা, প্রণীত .. .. .. | ৷৶৹ |

### *FOR CLASS VI*

| | |
|---|---|
| **A Primer of English Translation and Composition (Anglo-Bengali)** .. .. .. | 10 as. |
| নবীন জ্যামিতি। এইচ. এস. হল, এম. এ. ও এফ. এইচ. ষ্টিভেন্স, এম. এ. প্রণীত .. .. .. | ১৲ |

### *FOR CLASS VII*

| | |
|---|---|
| **Himalaya Readers : Reader IV** .. .. | Re. 1-2 |
| **Macmillan's New India Readers : Reader IV** .. | Re. 1-2 |
| **Bengal Folk Stories** (*Tales of India, Intermediate No. 7*) .. .. .. .. | 11 as. |
| **Desk Work, Book III. By J. P. Rose** .. .. | 13 as. |
| **Desk Work, Book IV. By J. P. Rose** .. .. | 15 as. |
| জ্যামিতি পরিচয়, ১-৪ খণ্ড। এইচ. এস. হল, এম. এ., এফ. এইচ. ষ্টিভেন্স, এম. এ. এবং শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি., অধ্যাপক, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা, প্রণীত .. | ৩৸৹ |

### *FOR CLASS VIII*

| | |
|---|---|
| **Himalaya Readers : Reader V** .. . | Re. 1-2 |
| **Macmillan's New India Readers : Reader V** .. | Re. 1-2 |
| **India Reader.** *Compiled by the All-Bengal Teachers' Association* .. .. .. . | Re. 1-6 |
| **Great Saints of India. By G. D. Khanna** .. .. | Re. 1 |
| **Great Men of India. By G. D. Khanna** .. .. | 12 as. |
| **Desk Work. Books V & VI. By J. P. Rose** .. .. | 15 as. each |
| জ্যামিতি পরিচয়, ১-৪ খণ্ড। এইচ. এস. হল, এম. এ., এফ. এইচ. ষ্টিভেন্স, এম. এ. এবং শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন, এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি., অধ্যাপক, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা, প্রণীত .. | ৩৸৹ |

**294, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA 12**

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

# লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
**'বাঙলার শিক্ষক'**
১১৯, বর্ণতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

৺অচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

**মাসিক**

## সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব আজ সকলের।

ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে, কোথায় কি সমস্যা।

**প্রতি সংখ্যা ।৷০**

**সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০**

সম্পাদিকা শ্রীমতী অরুণাণী মিত্র

কার্য্যালয়—৪।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

# কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য যে মহামূল্য গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য্য সেই ; মূল সংস্কৃত গ্রন্থ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। বইখানির অনুবাদ করিয়াছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়। এই সুকঠিন কার্য্যে তিনি যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেশাত্মবোধসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

প্রথম খণ্ডের মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

# উজ্জ্বল ভারত

( মাসিক পত্র ঃ তৃতীয় বর্ষ )

সম্পাদক—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ
সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক সডাক ৪৲

কার্য্যালয়—১৮এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬

এতদিনকার প্রচলিত মাপে আজিকার জগতকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না। আজিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। উজ্জ্বল ভারত এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিতেছে।

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুণ্ডা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১শ বর্ষ ] অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ [ ৮ম সংখ্যা।

# আমাদের ইংরেজি শিক্ষা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ইংরেজি শিক্ষা দুই রকমের আছে। এক রকম হচ্ছে—সাহেব বনবার জন্য ইংরেজি শিক্ষা, আর এক রকম হচ্ছে বাঙ্গালী থেকেই ইংরেজি বই পড়ে বোঝা। ইংরেজি লিখতে পারা ও ইংরেজিতে কাজ চালানো। সাহেব বনবার জন্য যে ইংরেজি শিক্ষা তাতে শুধু ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষা শিখলেই হয় না—যে ইংরেজিতে ইংরেজের গার্হস্থ্য, সামাজিক, সাময়িক, পৌর জানপদ, ব্যবহারিক জীবনের পরিচয় আছে—সেই ইংরেজি আয়ত্ত করতে হয়—ইংরেজের দেশের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও লৌকিক আবেষ্টনীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হয়—প্রত্যেক শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের Intonation accentuationও আয়ত্ত করতে হয়. ইংরেজি ভাষার প্রাদেশিকতা, বাচন ভঙ্গী, কথোপকথনের ঢং, Idiom, Slang ইত্যাদি অনেক কিছু আয়ত্ত করতে হয়। Idiomগুলির মধ্যে ইংরেজদের জীবনের খুঁটিনাটি অনেক কথা আছে—সে গুলোকে বুঝতে হয়। এক কথায় নিজেদের মনে করতে হয় যেন ইংলণ্ড আমাদের মাতৃভূমি এবং আমরা সাহেবদেরই ছেলে। আমাদের শেষ পর্য্যন্ত সাহেব বনতে হবে—অন্ততপক্ষে ফিরিঙ্গি বনতে হবে। সাহেবদের আফিসে কাজ করতে হবে, সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা চলাফেরা করতে হবে—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে হবে—এবং তাদের মত ইংরেজি বলে তাদের প্রীতি ও কৃপা আকর্ষণ করতে হবে—তাদের সঙ্গে খানাপিনা করতে হবে, তাদের মতো ইংরেজি ব'লে ও লিখে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তবে জীবনের উন্নতি হবে—আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিখানো হ'ত। এজন্য সাহেবদের ছেলেদের জন্য লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকই পড়ানো হ'ত—যতদূর সম্ভব স্কুল কলেজে সাহেবি আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হ'ত। সম্পূর্ণ সাহেব বানানোর জন্য পৃথক স্কুল কলেজেরও সৃষ্টি হয়েছিল। যারা ছেলেদের শিক্ষা বিলাতে সমাপ্ত করাতে চাইত তারা সেই সব স্কুল কলেজেই ছেলেদের পাঠাত,

—বাঙ্গালী পরিচালিত স্কুল কলেজের উপর নির্ভর করতে পারত না। ছোট থেকে ছেলেদের মনের চার পাশে ইংলণ্ডের একটা আবহাওয়া তৈয়ার করাত তারা। এরা নিজের দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডকে বেশি অন্তরঙ্গ ভাবে জানত। এখনো এ ধরণের ইংরেজি শিক্ষা দেশ হতে দূর হয় নি। এতে বাঙ্গালী ছেলেদের শক্তি সামর্থ্যের এত বেশি ব্যয় হয়ে যেত যে অনেক বিষয় শিখবার—অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ স্বদেশীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ সুবিধা বা অবসর থাকত না।

এখন কি আর ঐ ধরণের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আছে? তা যদি না থাকে তা হলে আমাদের ছেলেরা বাঙ্গালী থেকেই যাতে ইংরেজি শিখতে পারে—ভবিষ্যতে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হ'য়ে উঠবে যাতে শুধু সে দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজি শিখানো দরকার। ইংরেজি শিক্ষার সবচেয়ে বাধা, ইংরেজি প্রবন্ধ নিবন্ধের বিষয়বস্তুর বিজাতীয়তা। বিষয়বস্তু অপরিচিত হওয়ার জন্য ছেলেদের ভাষা শিক্ষার বড়ই অসুবিধা হয়। সাহেবদের ছেলের জন্য নির্দিষ্ট রচনায় তাহাদের সুপরিচিত স্বদেশীয় বিষয়ের কথাই থাকে। সে সব রচনা একেবারে বর্জ্জন করতে হবে। সাহেবের লেখা ইংরেজি চাই—বেশ ত, সাহেবরা আমাদের দেশের বিষয় নিয়েও অনেক ছাত্রোপযোগী লেখা লিখেছেন—সে সব লেখা চলতে পারে। তা ছাড়া বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌম বিষয় নিয়ে লেখা রচনা ঢের আছে—সেগুলো পড়ানো চলতে পারে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের বহু লোকই ইংরেজের মতই ইংরেজি লিখে থাকেন, তাঁদের বইও অনেক আছে। মোটের উপর বিষয়বস্তু দেশী বা সার্ব্বজনীন হওয়া চাই। বাংলার পল্লী-কুটীরে বসে ছেলেদের Primrose, daisy, oak, poplar, Nightingale, barn, farm, frost, fog, Beef, pork, Fire place ইত্যাদির স্বপ্ন দেখতে না হয়।

তা ছাড়া যে সব Idioimএর সঙ্গে ইংরেজের গার্হস্থ্য ও লৌকিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের স্কুলের ছেলেদের পাঠ্যে সে সবের ঠাঁই না হওয়াই ভালো। এমন কি Idiomatic English স্কুলের ছেলেদের জন্য না হয়ে কলেজের ছেলেদের শিক্ষণীয় হলে আরো ভালো হয়। প্রাথমিক স্তরে সে সকল ইংরেজি বাক্যই শিখানো ভালো অক্ষরে অক্ষরে Sytaxএর রূপান্তর না ঘটিয়ে যে সকল বাক্যের বাংলায় তর্জ্জমা হয়। আমরা বালাকালে যে বইএর সাহায্যে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত করি—সে বইএর গোড়াতেই ছিল I am up, He is in ইত্যাদি এবং ৪।৫ পাতা পরেই ছিল Complex Sentence. অন্ততঃ দুচার বছর ধরে Simple Sentence শিখানো উচিত। যে সকল বাংলা বাক্যের ইংরেজি অনুবাদে বাক্যের শব্দক্রম পরিবর্ত্তন করতে হয় না সে সকল বাক্যেরই শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য Introductory It, There, He has, We have, You should, must, ought ইত্যাদি ২।৩টিকে ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। বাঙ্গালী ছেলের উপযোগী ক'রে ধীরে ধীরে ইংরেজী ভাষার মধ্যে আকর্ষণ করবার জন্য পাঠ্য-পুস্তক

রচিত করা উচিত। স্কুলের ছেলেদের বই যদি ভারতীয় লোকে লেখেন—তাতে কিছুই ক্ষতি নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় লেখকদের লেখা বইই চলতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তাঁরাও সাহেব লেখকদের অনুকরণ ক'রে ভারতীয় ছেলেদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখছেন না বলেই একথা বলা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজি কবিতার কথাও তুলতে হয়। কবিতার ভাষা গদ্য ভাষা হ'তে কতকটা স্বতন্ত্র। কেবল Syntax এর গঠন নয়। কবিতার বাক্যে অনেক ফাঁক থাকে, Reference, allusion থাকে, অনেক archaic শব্দ থাকে, কেবল কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিশব্দ থাকে, ব্যঞ্জনার্থক ও লক্ষণার্থক বিশেষণ পদ থাকে এবং সূক্ষ্ম অলঙ্করণ থাকে—সেজন্য কলেজে পড়বার আগে ইংরেজি কবিতা না পড়ানোই উচিত। তবে যে সকল কবিতা গল্পমূলক, বর্ণনাত্মক এবং সার্বজনীন ভাবের দ্যোতক, যে সকল কবিতায় আলঙ্কারিক কারুকার্য নেই এমন সব কবিতা বেছে পড়ানো যেতে পারে। Deaffodils, Incident of the French Camp, Song of the shirt, Belshazzars Feast, Casabianca ইত্যাদি কবিতা স্কুলে না পড়ানোই উচিত। Gay এর Fables জাতীয় কবিতা স্কুলের ছেলেদের উপযোগী।

# অঙ্কন শিক্ষা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এস্-সি,

অঙ্কন আজ গবেষিকা পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়ীভূত হয়েছে। আগেও আঁকা ছিল তবে ব্যায়ামের মত অষ্টম শ্রেণীর পরে আর তার কোন অস্তিত্ব থাকত না। বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিষয়টীর উপর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই যাহা, ভূগোল, ইতিহাসের মত 'ড্রয়িং' বা অঙ্কন বিদ্যাও আজ একটী গবেষিকা পরীক্ষার যোগ্য বিষয় বলে গণ্য হয়েছে; কিন্তু বিষয়টীর ওপর, কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কারোরই যেন তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। কেবল সেইসব ছাত্র ছাত্রী, যাদের রুচি বেশ মার্জ্জিত, যারা ছবি দেখতে ও আঁকতে ভালোবাসে তারাই বিষয়টীর প্রতি যত্ন নেয়। অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর দিক থেকে বিষয়টী যে সমাদর পেয়েছে, তাতে এটীকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয় না। ড্রয়িং কি তাহলে জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় নয়?

নিশ্চয়ই ড্রয়িং অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কোন অংশেই হেয় নয়, বরং অনেক বিষয়ের চেয়ে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োজন অনেক বেশী। যে জিনিস আমরা বিশ লাইন লিখেও বোঝাতে পারি না, মাত্র কয়েকটী রেখার আঁচড়ে আমরা এক নিমেষেই তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারি। বর্ণনায় যা বোঝান যায় না, ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না, চিত্রে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দর্শকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটী বাস্তব দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে.—'সোসাইটী অব্ ওরিএন্টাল্ আর্টে' একবার এক ভদ্রলোক শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ক্ষিতীন বাবু তখন সোসাইটীতে উপস্থিত ছিলেন না। বিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্র নাথ ভদ্রলোককে বল্লেন, "ক্ষিতীন বাবুত এখন এখানে নেই। অন্য সময়ে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে।" তারপর ক্ষিতীন বাবু সমিতিতে এলে অবনী বাবু তাঁকে বল্লেন,—"ওহে তোমাকে আজ এক ভদ্রলোক খুঁজতে এসেছিলেন।"

ক্ষিতীন বাবু প্রশ্ন করলেন,—"ভদ্রলোক দেখতে কেমন?"

অবনী বাবু একটু চিন্তা করে নিয়েই এক টুকরো কাগজ নিয়ে চট্ করে কাগজখানার ওপর কয়েক টানে একখানি মুখাকৃতি এঁকে সেখানি ক্ষিতীন বাবুর হাতে দিলেন। ক্ষিতীন বাবু হেসে বল্লেন,—"ও বুঝতে পেরেছি,—ও আমার এক বন্ধু।"

আর একটী দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ছে। এক মুকবধির পাশ্চাত্য ভদ্রমহিলা সখ করে ছবি আঁকতেন। তাঁর স্বামীটীকে একদিন তাঁরই এক পড়শী হত্যা করে' ফেরারী হলো। পুলিশ এলে ভদ্রমহিলা একখানি কাগজে তার মৃত স্বামীর একখানি ছবি এঁকে প্রথমে পুলিশকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বামী কে; তারপর আর একখানি কাগজে যে ব্যক্তি

তার স্বামীকে হত্যা করেছে তার একখানি মুখাকৃতি এঁকে পুলিশকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন তার স্বামীকে কে খুন করেছে। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় অঙ্কন দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য না হলেও কত প্রয়োজনীয় বিষয়।

লিপিমালার জন্ম ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় মানুষ অক্ষর লিখতে শেখার বহু সহস্র বছর পূর্বে চিত্রকলার জন্ম হয়েছে এবং আদি লিপিমালা ছিল একেবারে ছবির মত। মিসর, ও বাবিলনের লিপিমালা ও কয়েকটী আদিম জাতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন অনুশীলন করলে তা সব বোঝা যায়।

মিশরীয় চিত্র লিপি

ওপরের প্রত্যেকটী চিত্র এক একটী চিত্রলিপি বা চিত্রাক্ষর। প্রাচীন মিশরীয়েরা আমাদের মত অক্ষর না লিখে প্রত্যেক বস্তুর ছবি এঁকে এঁকে বক্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করত। মিশরীয় চিত্র লিপিতে সচরাচর এমনি জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর চিত্রই দেখা যায় বেশি। আবার জাপানীদের লিপিমালায় ঘর বাড়ীর মত আকারের অক্ষরই দেখা যায় বেশি। নীচে তার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো

জাপানী লিপিমালা

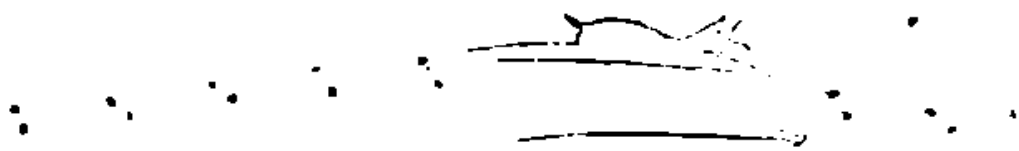

উত্তর আমেরিকার অধিবাসীদের সাঙ্কেতিক লিপি

উপরোক্ত চিত্রলিপির অর্থ হলো হরিণ এই পথে পালিয়েছে।

উষামানবও তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে চিত্র আঁকত। রাস্তা অনুসরণ করতে হবে বোঝাতে তারা এমনি ⟶ তীর চিহ্ন ব্যবহার করত; সূর্য বোঝাতে এমনি ○ চক্রাকার চিহ্ন ব্যবহার করত এবং জলের স্রোত বোঝাতে এমনি ছন্দায়িত রেখার সমষ্টি ব্যবহার করত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা একাধিক ক্ষেত্রে এ সব চিহ্নের প্রমাণ পেয়েছেন ভূগর্ভে প্রোথিত প্রস্তরের ওপর।

আদিমকালে অধিকাংশ লিপিমালাই ছিল চিত্রের মত। আধুনিক মানবের বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগুলির সুবিধা হলো সেগুলি খুব দ্রুত লেখা যায়, কিন্তু ক্রমবিকাশের স্তোতে দিয়ে সেগুলি এতদূর বিরূপ হয়ে গেছে যে, বিশেষ করে সে লিপিমালা অনুশীলন না করলে তার কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু আদিম জাতিদের সাঙ্কেতিক লিপিমালার কিছু না জেনেও সম্পূর্ণ আমার দেশের আগন্তুকও তার ভাববারা অন্ততঃ মোটামুটি ভাবেও বুঝতে পারে। এর কারণ হচ্ছে,—অক্ষরের চেয়ে ছবি ভাবকে অনেক পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে পারে।

যে কোন একখানি দৈনিক পত্রিকার পাতা খুলে তার অজস্র বিজ্ঞাপনে বইয়ের প্রচ্ছদ-পটের দিকে তাকালে, কোল্‌কাতার সহরের সমৃদ্ধ পথের দু'পাশের বড় বড় প্রাচীরগুলির গায়ের প্রাচীরচিত্রের দিকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়,—ব্যবহারিক জীবনে, অঙ্কন উপেক্ষার বিষয় ত নয়ই, উপরন্তু ঐ বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে সারা বিশ্বের বহু লোক কেবল জীবিকা উপার্জনই করছে না, তাতে বহু ব্যবসাদার, যেমন Keymer & Co, S. Walter thompson, Karukrit প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বিপুল অর্থ উপার্জন করছেন। কাজেই অঙ্কন আদৌ উপেক্ষার বস্তু নয়; বরং ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের চেয়ে তার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি, যেহেতু সে বিদ্যা বিক্রেয়।

ড্রয়িংএর প্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর যত্ন ও আগ্রহ না থাকার অনেকগুলি কারণ আছে। ড্রয়িং সকলের হাত দিয়ে বেরোতে চায় না। জ্যামিতির ডায়াগ্রাম্ আঁকতেই অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, তাকে যদি একটা পেন্সিলার যথাযথ free hand drawing করতে বলা যায়, তার দুরবস্থা যে কি হয় তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। একটু রুচিবোধ, আঁকার দিকে একটু ঝোঁক না থাকলে সকলের হাতে আঁকা বেরোয় না; তবে ঠিক পথে চালিত হয়ে শিক্ষা পেলে সকলেই আঁকা শিখতে পারে, কিন্তু ঠিক মত চালাবে কে! আমাদের দেশের ড্রয়িংয়ের অনেক মাষ্টার মশাই-ই সাধারণ কোন বিষয়ের শিক্ষক। ইতিহাস বা ভূগোল পড়ান; প্রধান শিক্ষক তার সঙ্গে ড্রয়িংয়ের ক্লাশটা তাঁকে নিতে বলেছেন, তাই তিনি যেন। কোন মতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট গুজরান করে দিতে পারলেই হয়। আঁকতে হবে, শিক্ষকমশাই ড্রয়িং-বুক খুলে বলে দিলেন তোমরা সব এটা নকল কর। এমন বেগার ঠেলা ধারায় এমন একটা সূক্ষ্ম বিষয় শেখা যায় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কনকে পাঠ্য বিষয় করলেও, নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়ে একখানিও ভালো বই নেই। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেরই ঔদাসীন্য দেখে আশ্চর্য্য লাগে। এ ছাড়া আর্টস্কুলে যাঁরা নিয়মিত ধারার পাঠ পেয়ে এসেছেন তাঁদের উপর ড্রয়িং শিক্ষার ভার দিলে তাঁরা বাপে বাপে যেমন

করে এ বিষয়ে পাঠ দেওয়া প্রয়োজন তেমনি করে পাঠ দিয়ে, লম্বাক্ষেত্রের দৃশ্যমান বিষয়বস্তুর ছবি কেমন করে আঁকতে হয় তার সুষ্ঠু শিক্ষা দিলে, তাতে ছাত্র ছাত্রীদের এবিষয়ে আগ্রহ জাগে; কিন্তু তা না হওয়ায় তাদের কাছে বিষয়টা বিশেষ বিরক্তিকর লাগে। কেমন করে কাগজ রাখতে হয়, কেমন করে পেন্সিল ধরতে হয়, কোনখান থেকে বিষয় বস্তুর আঁকা শুরু করতে হয়, কেমন করে খসড়া করতে হয়, গোড় দিতে হয় কিছুই তাদের না শিখিয়ে হঠাৎ তাদের একখানা ড্রয়িংবুক খুলে আঁকতে বলে তাদের বিরক্তি না লাগাই আশ্চর্য্য।

উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষার ধারা ও অনুশীলনযোগ্য ভালো বইয়ের অভাবে আমাদের অধিকাংশ স্কুলেই অঙ্কন বিষয়টা ছেলেখেলায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ড্রয়িং অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন বিষয়। অনেক ছাত্র কেবল মুখস্থ বিদ্যার জোরেই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পায়; ড্রয়িং-এ সে সুবিধে নেই। আবার যারা practical ধরণের ছাত্রছাত্রী, তারা অনায়াসেই অঙ্কন বিষয়টাকে আয়ত্তের ভেতর এনে ফেলে ও পরীক্ষায় বেশ ভালো নম্বর পায়।

ড্রয়িংকে যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয় করা হয়েছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টীকে ভালো করে শেখানোর ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। Teachers' Training Course এ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অঙ্কন বিদ্যা শেখান হয় তা বিশেষ কার্য্যকরী নয়। এর জন্যে আরও দীর্ঘ ও ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন।

---

# কাজের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা

শ্রীকণিভূষণ বিশ্বাস, এম-এ

বুনিয়াদি শিক্ষার গোড়ার কথা কাজ। যে কোন হাতের কাজকে অবলম্বন করেই হাতে কলমে আরম্ভ হবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা। কাজের আনন্দের মধ্যে শিক্ষাকে এমন সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে হবে যে, শিশু বুঝতেই পারবে না যে, পরোক্ষ ভাবে সে শিক্ষা লাভ করছে। খেলা ধূলার প্রতি যেমন শিশুর স্বাভাবিক প্রীতি, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারটাকেও শিশুর কাছে তেমনি লোভনীয়, আকর্ষণের বস্তু করে তুলতে হবে, তবেই শিক্ষার প্রতি শিশুর আকর্ষণ জন্মাবে। তা করতে হলেই বেছে বেছে শিশুকে দিতে হবে এমন কাজ, যা হিসাব নিকাশ করে মাথা খাটিয়ে করতে হয়। এমনি করে ভেবে চিন্তে হিসাব করে কাজ করতে করতেই বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিশুর একটা নিজস্ব পরিমাণ-বোধ জন্মাবে এবং হিসাব নিকাশ সম্বন্ধেও সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে। কোন্ জিনিস করতে কি কি পরিমাণে কতখানি জিনিস লাগবে, তা জিজ্ঞাসা করলেই শিশু নির্ভুল ভাবে বলে দিতে পারবে। গণিত শিক্ষা ব্যাপারে এতখানি সুযোগ সুবিধা দিতে হলে আমদানী করতে হবে প্রত্যেক পরিকল্পনার। কারণ যে কোন প্রত্যেক কাজের মাধ্যমেই লিখন, পঠন, সাহিত্য, অঙ্ক সমস্ত কিছুই বেশ ভাল ভাবে শেখানো যায়। আমরা এখন গণিত শিক্ষার বিষয় নিয়েই আলোচনা করবো।

প্রথমেই ধরা যাক, টাকা আনা পয়সার হিসাবের কথা। অনেক উপায়েই সাত আট বৎসরের শিশুদের টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানো যেতে পারে; আর শিক্ষণ-পদ্ধতিও হয় তো অসংখ্য হতে পারে, কিন্তু তাদের যোগ থাকা চাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে; নয় তো সে শেখা হয়তো সত্যিকার শেখাই হবে না। কারণ মন থেকে শিশু তা গ্রহণ করতে পারবে না। ছোট শিশু যখন বয়স্কদের সঙ্গে দোকানে যায়, বাজারে যায়, তখন সে অবাক হয়ে দেখে, কী আশ্চর্য! কিনল, দোকানদার পয়সার বদলে কত কি ভাল ভাল জিনিস দিয়ে দিচ্ছে। এতেই তার আকর্ষণ বাড়ে পয়সার উপর, পয়সার শক্তির উপর জন্মে বিশ্বাস। তাই পয়সার জ্ঞান ছেলেদের দিতে হলে দোকান দোকান খেলার প্রবর্তন করলেই বেশ ভাল হয়। কেনা বেচার মাধ্যমে সংখ্যা গণনা বা যোগ বিয়োগ শেখালেই শিশুশিক্ষা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হবে। হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা জন্মাবে শিশুর, আর সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান হবে চিরস্থায়ী। নীচে কতগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

ডাকঘর খেলা : ডাক ঘরের প্রজেক্ট অবশ্য দেশ কাল পাত্র ভেদে বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই চালু করা সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলা দেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, এ খেলাটাকে টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানোর জন্য ব্যবহার করা চলে সেখানেই, যেখানকার ছেলেরা চিঠি পত্র সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল, ও চিঠির অর্থ বোঝে। কিন্তু সুন্দর-বনের জনহীন অঞ্চলে অথবা অশিক্ষিত সাঁওতাল পল্লীতে এ ব্যবস্থা একেবারে অচল! তবে যেখানে সভ্যতার আলো কিছুটা প্রবেশ করেছে, সেখানে অবশ্য এ পদ্ধতিতেই টাকা আনা পয়সার হিসাব শেখানো যেতে পারে।

ডাকঘরের জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, তা ছেলেরাই সংগ্রহ করে প্রস্তুত করবে। তারপর একজন হবে পোষ্ট মাষ্টার ; তার কাছে থাকে কতকগুলি খাম পোষ্টকার্ড—একজন এসে চাইল দু আনার খাম দাও, দু আনার খাম সে পেল, পরিবর্তে দিল দু আনা। তার কাছে যদি সিকি বা আধুলি থাকে তা সে ভাঙ্গিয়ে নিল। পোষ্টমাষ্টার দু আনা নিল, খুচরা দিল ; কাজের শেষে বিক্রির হিসেব লিখে রাখল। এই উপায়ে টাকা আনা পয়সার সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হবে। অনেক শিশুই সংখ্যার বেশী সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে না। আমাদের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। পোষ্ট অফিস ছাড়া মিষ্টির দোকান, কাপড়ের দোকান, বা অন্য যে কোন দোকান হতে পারে। ছবির সাহায্যেও গণনা শেখানো যেতে পারে। কতকগুলি কার্ডে একটি, দুটি, তিনটি করে অনেকগুলি পাখী বা মানুষের বা জীবজন্তুর ছবি এঁকে ছেলেদের কাছে বিলি করে দিতে হবে ; পরে একজন ছেলে ঐ কার্ডগুলি সংগ্রহ করে এক দুই করে গুণে বলবে কতগুলো কার্ড আছে। ছেলেটি ঠিক বলতে না পারলে, অন্য একটি ছেলেকে গুণতে দিতে হবে। ছেলেটি গণনার সময় জোরে হেঁকে হেঁকে এক, দুই, তিন করে মেঝের উপর রেখে গুণবে। গণনা নির্ভুল হলেও পালাক্রমে অন্য ছেলেদের গণনার সুযোগ দিতে হবে। কখন বা বোর্ডে তাল গাছের ছবি এঁকে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, কটি তাল গাছের ছবি আছে? ছেলেরা গণনা করে হয়তো উত্তর দেবে, তিনটি। তখন আরও দুটি তাল গাছ এঁকে অন্য একটি ছেলেকে গুণতে দিতে হবে। এই ভাবে ছেলেদের হাতে লাট্টু বা গুলি দিয়েও গণনা শেখানো যেতে পারে। ১ থেকে ১০ বা তার ঊর্ধ্ব সংখ্যা সম্বন্ধে শিশুর স্পষ্ট ধারণা জন্মালে, তখন তাকে বিয়োগের ধারণা দিতে হবে।

বিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার সময় যখন ছেলেরা সমবেত হবে, তখন একজনকে ডেকে বলতে হবে আজ কজন এসেছে গুণে দেখ ত। তখন সে ছেলেটিকে অন্য ছেলেদের গায়ে হাত দিয়ে এক দুই তিন করে গুণতে শেখালে বেশ ফল পাওয়া যায়।

বাল প্রজেক্ট : প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুসারে 'বাল' খেলার আমদানী করে আমরা শিশুদের মনে টাকা আনা পয়সার ধারণা দিতে পেরেছি বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে পয়সা সিকি দুআনির ঊর্ধ্বে তাদের ধারণা ছিল না। অনেকে আমি দুআনির পার্থক্যও ঠিক বুঝত না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঠের বাস তৈরী হল, রাস্তা করা হল। ছেলেরাই সানন্দে সমস্ত কাজ করল। বনগাঁ থেকে কলকাতা পর্যন্ত বাস চলবে, একজন কন্‌ডাক্‌টার সাজলো, তার থলিতে দেওয়া হলো অনেকগুলি পুরাতন ট্রাম বাসের টিকিট, কার্ড বোর্ডের তৈরী লেখা ও আনি দু'আনি সিকির ছবি আঁকা অনেকগুলি মুদ্রার নমুনা। বাস চালক যখন বাসের ঘন্টিতে টান দিল, তখন ছেলেদের সে কি আনন্দ! ছেলে যাত্রীদের দল টিকিট কেনার জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিল, কন্‌ডাক্‌টার তাদের জিজ্ঞাসা করে করে টিকিট দিতে আরম্ভ করল, কোথায় যাবে? কেউ বলে বনগাঁ, কেউ বলে হাওড়া, কেউ বলে দত্তপুকুর। দূরত্ব অনুসারে ভাড়া বাড়ে, ধারণা তাদের আগেই দেওয়া হয়েছিল এবং বলেই দেওয়া হ'য়েছিল,—কোথাকার টিকিটের কত ভাড়া, সেই অনুসারে কন্‌ডাকটার টিকিট বিলি করল, দত্তপুকুরের ভাড়া দেবার সময় ছেলেটি ভুল করল। যাত্রী কন্‌ডাকটারটিকে চার আনা দিয়েছিল;—তিন আনা পয়সা টিকিটের দাম, বাকি এক আনা সে ফেরৎ দেয়নি। তাকে একথা বলতেই সে ভুল বুঝতে পারল, এবং শিখতে পারল যে, চার আনা তিন আনার চেয়ে বেশী পয়সা। খেলা শেষ হলে ছেলেটি টিকিট ও পয়সা গুণে হিসাব করল—কত টিকিট ও কত টাকা বা পয়সা তার কাছে আছে। তারপর তাকে মেঝের উপর টিকিটের সংখ্যা ও টাকার হিসাব লিখতে বলা হল। টিকিটের সংখ্যা বা টাকার হিসাব সে লিখতে পারল না। মেঝের উপর লিখে দিলাম, সে দেখে দেখে অনেক কষ্টে লিখল। এরপর বড় একটা কার্ড বোর্ডে, আনি দুআনির ছবি আটকে তার নীচে আনি দুআনি লিখে দিয়ে তাদের যখন জিজ্ঞাসা করলাম, অনেকেই বলতে পারলো কোনটা কি। সপ্তাহ শেষে একটি ছেলের হাতে সত্যিকারের টাকা দিয়ে নিকটের একটি দোকান থেকে দু গজ ছিট কাপড় কিনে আনতে দিলাম। বলে দিলাম, দুগজ কাপড়ের দাম চৌদ্দ আনা লাগবে। কয় আনা ফেরৎ পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলতে পারল না। তাকে বলে দিলাম, দুআনা ফেরৎ পাওয়া যাবে। ঠিক করে গুণে আনতে পারবে তো? সে বলে: হাঁা, পারবো। ফিরে এলে দেখি তার হাতে আটটি পয়সা। সে আমার কাছে এক দুই করে পয়সা গুণে দিয়ে বলে, এই নিন মাষ্টার মশায়, দুআনা পয়সা। বুঝলাম, বাস প্রজেক্টের ফলে টাকা, পয়সা ও আনার ধারণা কিছুটা হয়েছে।

সুতরাং বলা চলে যে, এই রকম বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে অতি সহজেই শিশুর মনে টাকা আনা পয়সার স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়। এ বিষয়ে এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, যে খেলাই আমরা শিশুদের কাছে উপস্থাপিত করি না কেন, সেগুলি যেন শিশুর চেনা পরিবেশ থেকে নেওয়া হয়, তা হলে প্রয়োগকালে তা সহজেই ফলপ্রসূ হবে—এ আমাদের বিশ্বাস।

—শিক্ষা

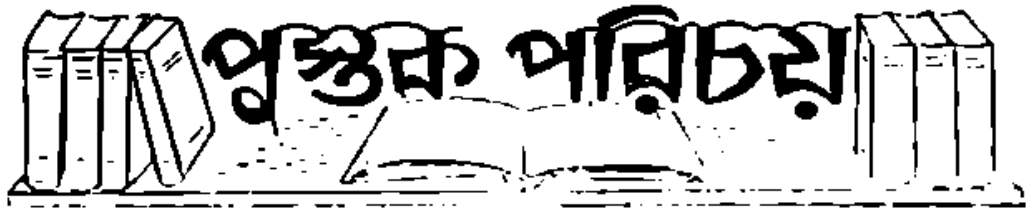


**মহামায়া**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০০ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকারকৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীর বঙ্গানুবাদের চতুর্থ সংস্করণ নিঃশেষিত এবং পঞ্চম সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে পাঠকপ্রিয় হইয়াছে। এই চারি সংস্করণে প্রায় আঠার হাজার খানি চণ্ডী সহস্র সহস্র নরনারী পাঠ করিতেছেন। বহু পাঠক পাঠিকার অনুরোধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত। ইহাতে চণ্ডীর তিনটি চরিত্র—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এবং তদন্তর্নিহিত তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচিত। আখ্যায়িকা বর্ণনপ্রসঙ্গে তত্ত্বালোচনা মিলিত হওয়ায় পুস্তকটি সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহামায়ার মায়াদ্বারা কীর্তিত বলিয়া সন্ন্যাসী গ্রন্থকার এই পুস্তকের উক্ত নামকরণ করিয়াছেন। নামটি অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুসঙ্গত। প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীমতিলাল রায়ের বিস্তৃত ভূমিকা ইহাতে আছে।

এই পুস্তকে বিদগ্ধ গ্রন্থকার তন্ত্রের সারস্বরূপা চণ্ডীর উৎপত্তিস্থান ও উদ্ভবকাল এবং শক্তিতত্ত্ব ও শাক্ত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় যে বিপুল শাক্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটি গবেষণা-মূলক অধ্যায় এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট। মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও সেই যুগের অপূর্ব সৃষ্টি। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' বিশেষ প্রসিদ্ধ। পরবর্তী যুগের শাক্ত কবি রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত ভাবসম্পদে অতুলনীয়। উক্ত কাব্য ও সঙ্গীত-সমূহে বাঙ্গালীর শাক্ত ভাব ও দেবীভক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুকরণে যেমন অনুগীতা, পাণ্ডবগীতা ও গুরুগীতা প্রভৃতি উৎপন্ন, সেইরূপ শ্রীশ্রীচণ্ডীর অবলম্বনে রুদ্রচণ্ডী ও চণ্ডীশতকাদি রচিত। এই পুস্তকের 'রুদ্রচণ্ডী' শীর্ষক অধ্যায়টি বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী।

'বেদান্তে শক্তিবাদ' শীর্ষক অধ্যায়টি সুচিন্তিত এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বেদান্তের চরম তত্ত্বসাধনার শেষ কথা—সোঽহম্ অর্থাৎ আমি সেই সমাতমা ব্রহ্মশক্তি। ঋগ্বেদের

দেবীসূক্তে আছে, অন্যান্য দেবতা প্রকৃতিস্থা বাক্ এই দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া বলিয়াছিলেন 'অহং রাষ্ট্রী' অর্থাৎ আমি জগদীশ্বরী, বিশ্বজননী, মহামায়া মহামায়াতন্ত্রের মূলকথা দেবীসূক্তে বিবৃত। সুতরাং শাক্ত তন্ত্র বৈদিক, অবৈদিক নহে। 'গৌরবর্ণে শক্তি-বাদ' অধ্যায়ে উপপুরাণোক্ত দেবদেবীর পূজা, মন্ত্রাদি এবং মূর্তি পরিকল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারে উল্লিখিত।

পুস্তকটির ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব সুবাক্ত। প্রচ্ছদপটে মহামায়ার যে সুন্দর ছবি প্রদত্ত তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত মূর্তি হইতে গৃহীত। স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিলেও আমরা এইরূপ সারগর্ভ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইহার মূল্য কিঞ্চিৎ কম হইলে বহুল প্রচারের পথ আরও সুগম হইত।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

———

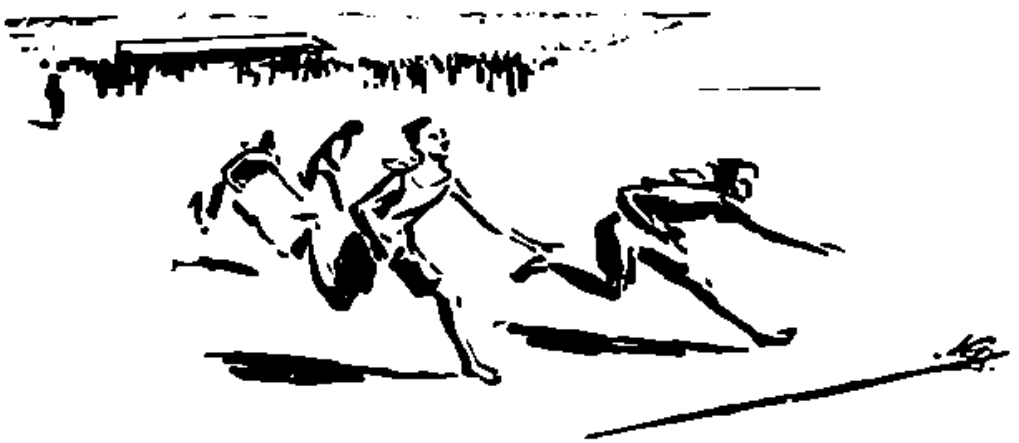

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার বিনাবিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কা জী আ ব দু ল ও দু দে র**

**কবিগুরু গ্যেটে** প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** — স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৪র্থ সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শরতাব্দীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, রূপ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

**পরিমল গোস্বামী**

মহাসমুদ্রের (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

**সরোজকুমার রায়চৌধুরী**

ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, লণ্ডাব্দীর অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

উমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও জ্যোতি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

**শ্রীমতী রাণী রায়**

প্রেম ৩৲

**রেণু মিত্র** এম.এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

**মো হি ত লা ল ম জু ম দা র**

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ — বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ — বাংলার নবযুগ ৪৲ — জয়তু সেনাজী ৩৲
রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ — লক্ষবীর ৷৷০ — শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆
◆ ◆ ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"— তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

— স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারাসরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

# — স্বামী বিবেকানন্দ —

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা
—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

## মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

**অমৃতবাজার পত্রিকা—**

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

**আনন্দবাজার পত্রিকা—**

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড

*Edited, printed and published by Suras C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

CENTRAL LIBRARY UNIVERS

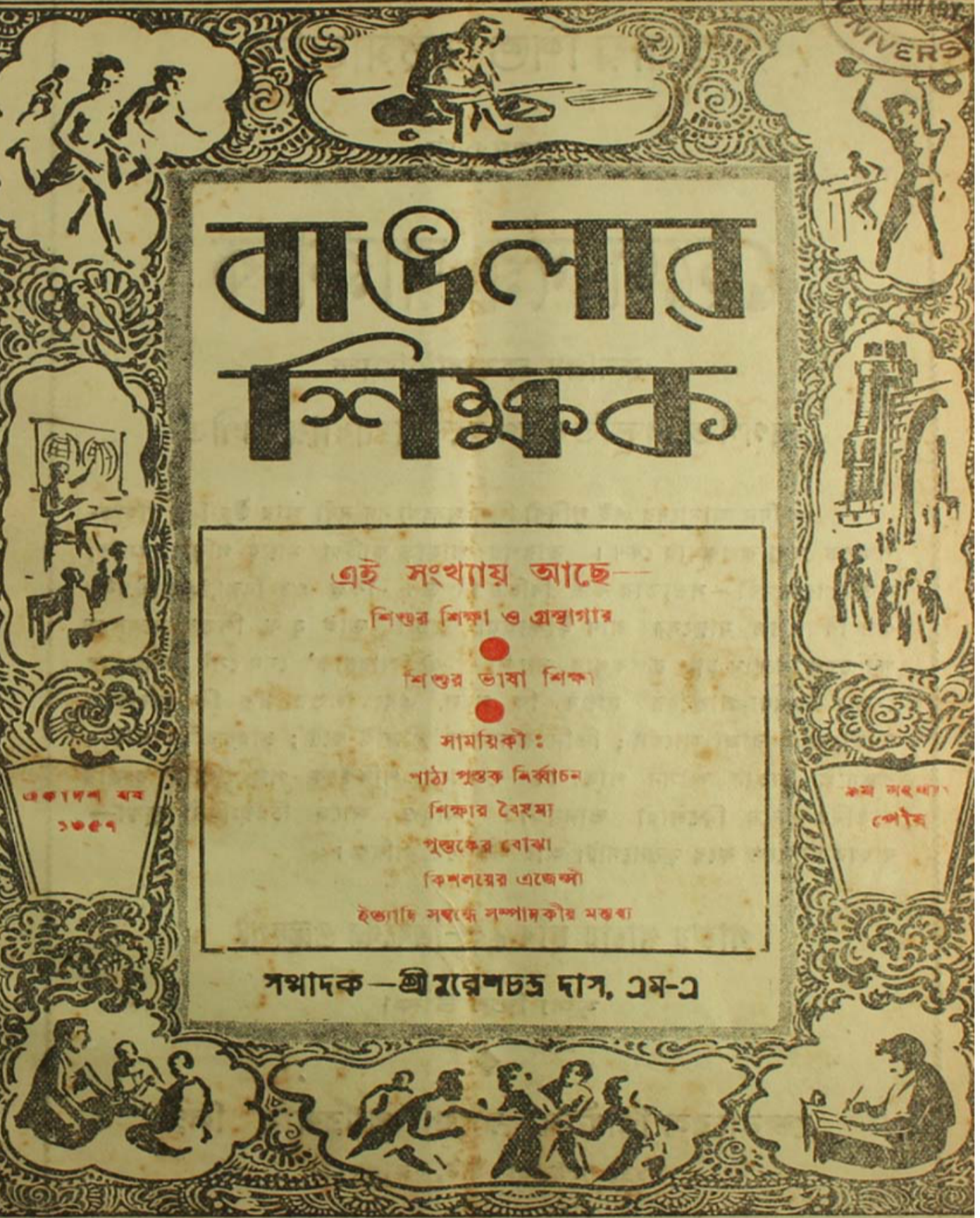

# বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

শিশুর শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

●

শিশুর ভাষা শিক্ষা

●

সাময়িকী :

পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন

শিক্ষার বৈষম্য

পুস্তকের বোঝা

কিশলয়ের এজেন্সী

ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

কম সংখ্যা
পৌষ

সম্পাদক—শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) ● প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

## সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

স্বর্গগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

# লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তি-নিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
**'বাঙলার শিক্ষক'**
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—**ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি**

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পাস্থ, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৩৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

---

৺জগচ্চন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

**মাসিক**

## সংগঠন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার
দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে,
কোথায় কি সমস্যা।

**প্রতি সংখ্যা ।৷০**

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

১১শ বর্ষ ] পৌষ, ১৩৫৭ [ ৯ম সংখ্যা

# শিশুর শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ,
সহকারী-সভাপতি—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দেশের শিক্ষা সমস্যা লইয়া নেতাগণ নানাভাবে চিন্তা করিতেছেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী নানাস্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কেবল শিশু ও তরুণদের শিক্ষা নহে, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্করাও অল্পসময়ের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম হয় সে জন্যও ব্যাপকভাবে সরকার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে ইতিমধ্যেই পাঁচশত স্থানে প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার একশতস্থানে ছোট আকারের গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে এরূপ পরিকল্পনা রহিয়াছে। অভিজ্ঞতাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে যাহাদের অতি অল্পমাত্র শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহারা কিছুদিন লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া থাকিলে পুনরায় নিরক্ষরতা প্রাপ্ত হয়। শিক্ষার এই নিম্নগতিরোধ করিবার জন্য এবং কতকটা ঊর্দ্ধগতি উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে লোক শিক্ষা চালু রাখিতে হয়। নতুবা তথাকথিত শিক্ষা প্রচার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

যে ধরণের শিক্ষাকে আমরা 'শিক্ষা' বলিয়া বর্ত্তমানে স্বীকার করি প্রাচীন ভারতে ব্যাপকভাবে সেরূপ শিক্ষা ছিল এরূপ বলা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া তখন দেশের লোক মূর্খ ছিল বা অশিক্ষিত ছিল বলা ভুল। হয়ত অক্ষরজ্ঞান তখন কম ছিল কিন্তু তাই বলিয়া লোকেরা তৎকালীন নানাবিষয়ের জ্ঞানে অজ্ঞ ছিল একথা স্বীকার করা চলে না বরং তাহাদের রুচি, স্বভাব ও কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতার বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই দেখা যায় যে গ্রামের কথকতা যাত্রা বার মাসের তের পার্ব্বণ ও সামাজ মহাভারত-রামায়ণের জ্ঞান হইতে তাহারা যাহা লাভ করিতে একালের তথাকথিত শিক্ষা হইতে উহার এক শতাংশও লাভ হইতেছে না। অথচ পুরাতনে আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। পুরাতনকে তারিফ করিতে পারি কিন্তু পুরাতনকে আর স্থাপন করিতে পারিব না। নূতন জগতের নূতন অবস্থায় নূতনকেই গ্রহণ

করিতে হইবে কিন্তু কি ভাবে এই নূতন আমাদের কাজে লাগিবে, বাহা সমষ্টির হিত সাধন করিবে তাহাই চিন্তার বিষয়। সকল পরিকল্পনা এই বাস্তবের ভিত্তিতেই হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের কথা ধরা যাউক। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচার হয় একথা আমরা স্বীকার করি। যদি গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তবে এই নিরক্ষরের দেশে শিক্ষা দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইতে পারিবে। অবশ্য গ্রন্থাগারকে কেবল পুস্তক আদান প্রদানের ক্ষেত্র করিলেই চলিবে না। এখানে মানচিত্র, ছবি, চিত্র শালার ( মিউজিয়ম ) দ্রব্যাদি, রেডিওর বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে কথকথা, যাত্রা, আলোচনা সভা, বিতর্ক বৈঠক, বার্ষিক অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং আবশ্যক মত খেলাধুলার আয়োজন করাও দরকার হইতে পারে। অর্থাৎ গ্রন্থাগার হইবে পল্লীর বেসরকারী কর্মকেন্দ্র, আসলে যদিও ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার। এখানকার নানা আকর্ষণ সকলকে টানিয়া আনিবে, পীড়া দিবে না, আনন্দ দিবে। এ স্থানের নানা রকমের সুব্যবস্থা বিভিন্ন রুচির লোককে বিভিন্নভাবে পৃথক পৃথক সময়ে আকর্ষণ করিয়া আনিবে। বর্তমানে সরকার যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সফলতা নির্ভর করিতেছে গ্রামবাসীগণের সহযোগিতার উপর। সরকারীভাবে ইহার সফলতার পথে অনেক বিঘ্ন দেখা দিবে যদি এই কর্মপদ্ধতি গ্রামবাসীরা নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করে এবং পল্লী জীবনের নব উন্মেষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ইহা পরিগণিত হয় তাহা হইলেই এই শিক্ষার পরিকল্পনা সার্থক হইবে। ইহার সার্থকতার অর্থ পল্লী স্বরাজের প্রতিষ্ঠা—গ্রাম্য জীবনে, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়েই ইহার প্রাণ।

দেশ যখন পূর্ণবয়স্কের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন শিশুদের প্রতিও সে অন্ধ হইয়া নাই। এই জন্যই আজ বুনিয়াদীশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। শিশু যাহাতে শিক্ষা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে তাহারই চেষ্টা আমরা বুনিয়াদী-শিক্ষার মধ্যে দেখিতে পাই। এখানে শিক্ষকের শেখাবার চেষ্টা থাকিলেও শিক্ষার্থীর কষ্ট করিয়া শিখিতে হয় না। খাওয়াপরা, নাচাগাওয়া, খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা ঠিক সুখাদ্য খাওয়ার মত, ঔষধ গেলার মত নহে। পূর্বেকার গুরু মহাশয়ের শিক্ষা ছিল যেন ঔষধ গেলানোর মত। গুরু ও শিষ্য উভয়ের পক্ষেই অনেক ক্ষেত্রে কাজটা ছিল অপ্রীতির, এখন সেই স্থানে আমরা পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক এবং মধুর বন্ধুভাবের পত্তন করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি গ্রন্থাগার শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ হিসাবে স্থান পাইয়াছে। আমাদের বর্তমান তরুণদিগের শিক্ষার গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও যাহাতে স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু হয় তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার মানবজীবনের চিরসঙ্গী। এই চিরসঙ্গীর সহিত তরুণ মনের প্রত্যক্ষ এবং নিগূঢ় পরিচয় বা বন্ধুত্ব দরকার। ছোট ছোট গ্রন্থাগার শিশু শিক্ষায়তনের অঙ্গীভূত অংশ হওয়া উচিত। আজ দেশে শিশুসাহিত্যের খুবই উন্নতি

ও প্রসার হইতেছে। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে আরও বেশী উন্নতি হইয়াছে। সেই সকল দেশে মনিষীগণ তাহাদের বড় বড় মৌলিক গ্রন্থের এক একখানি শিশুসংস্করণ লিখিয়া তরুণগণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া থাকেন। চিত্রে ও নানা বৈচিত্র্যে শিশুমন যাহাতে উল্লসিত হয় তজ্জন্য পাশ্চাত্য সকলকগণের চেষ্টার শেষ নাই। সেদেশের কর্ণধারগণ জানেন যে আজকের শিশু আগামী দিনের রাষ্ট্রপরিচালক তাই শিশুর প্রতি তাহাদের সযত্ন, সতর্ক সদাজাগ্রত প্রয়াস। সোভিয়েট হইতে ফ্রান্স সকলেই তাই শিশুর শিক্ষায়—শারীরিক ও মানসিক গঠনের দিকে সমান দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সমস্ত সভ্য পৃথিবী আজ এই শিশু-মানসে বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এহেন শিশুর প্রতি আমরা যথেষ্ট মনোযোগ আজও দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভবিষ্যতের পূর্ণ মানব আজিকার শিশুকে তাহার ভবিষ্যৎ দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার শিক্ষার এক অঙ্গ হইবে পরিচালন শিক্ষা। আমার মনে হয় যে প্রত্যেক শিশু বিদ্যালয়ে একটা গ্রন্থাগার ত রাখিতেই হইবে এবং ইহার পরিচালনও সম্ভবমত বালক বালিকারাই করিবে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক মত উপদেশ ও নির্দেশ দিবেন। শিশুরা বই ভালবাসে এবং যত্ন করে। তাহারা এদেশের বড়দের মত বই চুরি করে না বা পুস্তকের ক্ষতি করে না। ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। শিশুকাল হইতে বইএর সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিলে তাহা আজন্ম স্থায়ী হইবে এবং শৈশবের শিক্ষা ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া চলিবে। যে অসুবিধা, অনাচার ও জড়তা বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারসমূহে দেখা যায় শিশুগণকে গ্রন্থাগার মাধ্যমে তৈরি করিতে পারিলে ক্রমে তাহা দূর হইয়া যাইবে এবং গ্রন্থ ও পাঠকের মধ্যে যে স্বাভাবিক ও নিবিড় বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিবে তাহার ফল স্বরূপ জনশিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানবৃদ্ধির পথ সুগম হইবে।

ইংরেজ কবি শিশুকে মানুষের পিতা বলিয়াছেন। শিশুর শিক্ষা শৈশবে পূর্ণাঙ্গ হইলে পূর্ণবয়স্ক পিতার জন্য দেশের পিতৃস্থানীয়গণকে চিন্তান্বিত হইতে হইবে না। শিশুর শিক্ষাকে স্বাভাবিক আনন্দময় করিতে হইলে তাহার সম্মুখে গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ খুলিয়া ধরিতে হইবে। এই জ্ঞান ও আনন্দের ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী তাহাকেই করিতে হইবে। স্বাধীন দেশে গ্রন্থাগারে শিশুর স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

---

# শিশুর ভাষা শিক্ষা

শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার মণ্ডল, এম-এ, বি-টি
অধ্যাপক, বাইগাছি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষা কেন্দ্র.

আমরা সকলেই জানি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই কথা বলতে পারে না। এমন কি দু'এক মাস পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা বা মনের চিন্তা প্রকাশের জন্য শব্দের সাহায্যেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে সে তার মনের ইচ্ছা নানারূপ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে। ব্যাপক অর্থে শিশুর ক্রন্দন বা নানাপ্রকারের অস্ফুট শব্দ তার ভাষা।

শিশু ভূমিষ্ঠ হ'য়েই ক্রন্দনের দ্বারা তার আগমনের কথা জগতের কাছে প্রকাশ করে। তার কোনরূপ অসুবিধা বোধ হলেই সে ক্রন্দনের দ্বারা তাহা প্রকাশ করে। যখন সে নিজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না বা এমন কি পাশ ফিরে শুতে পারে না, একভাবে শুয়ে শুয়ে খুব কষ্ট বোধ হয় তখন সে কেঁদে উঠে। পাঁচ ছয় মাস বয়সে যখন শিশু কোন জিনিষ চায় আর পায় না বা মা কাছ থেকে অন্যত্র চলে যায়, তখন শিশু চীৎকার করে—সকলকে সে বলল যে সে যাকে বা কোন জিনিষ সে চায়। ব্যথা পেলেও শিশু কেঁদে উঠে। বুলার ( Buhler ) বলেন—"শিশু কাঁদে যখন সে কিছু চায় এবং শরীরে কোন আঘাত বা ব্যথা পায়। নিম্নলিখিত কারণে শিশু কাঁদে—(১) হজমের ব্যাঘাত জনিত ব্যথায়, (২) বাহির হ'তে দেহে কোন আঘাত পেলে (৩) হঠাৎ অবস্থানে পরিবর্তন হলে (৪) ঘুমের ব্যাঘাত হলে (৫) ক্ষুধা (৬) ক্লান্তি (৭) প্রিয় ব্যক্তির সাহচর্য্য হতে বঞ্চিত হলে, (৮) ভয় (৯) খেলনা বা অন্য প্রিয়জিনিষ সরিয়ে নিলে। আট মাসের পূর্ব্বে সে বড় একটা প্রিয়জনের সান্নিধ্য উপভোগ করে না। সুতরাং এই বয়সের পর থেকে সে মা বা ধাত্রীর সাহচর্য্য চায়—না পেলেই কাঁদে। আর কাঁদলেই সে যদি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে তবে এই অস্ত্র সে ভবিষ্যতে ব্যবহার করবেই। একটা কথা বলে রাখা দরকার। বিভিন্ন কারণে শিশুর কান্না বিভিন্ন প্রকারের হয়। সুতরাং কি কারণে শিশু কাঁদে, কান্নার প্রকার বুঝিয়া মা বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার প্রতিকার করতে সমর্থ হয়। সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আর কাহারও থাকে না।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাস থেকে শিশু কান্না ছাড়াও মুখ দিয়ে নানা প্রকারের শব্দ ( Sound ) করে। এই শব্দগুলি তার মনের চিন্তার অভিব্যক্তির জন্য যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় তা নয়, শিশু অনেক সময় হঠাৎ এই শব্দ করে ফেলে ও সেই শব্দ সে শুনতে ভালবাসে বলেই বার বার করে বা মুখ ও ঠোঁটের আস্ফালনের জন্য সে একটা দৈহিক আরাম ও

আনন্দ উপভোগ করে। যত দিন যায় সে নূতন নূতন শব্দ উচ্চারণ আবিষ্কার করে এবং একদিন সে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য এই সকল শব্দ ব্যবহার করে। সাধারণতঃ কোন একটি ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত একটি স্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া এই সকল শব্দ উচ্চারণ করে,—যেমন মা ( ম + আ = মা )।

তৃতীয় ও চতুর্থ মাসের মধ্যে শিশু অভ্যাসের ফলে শব্দ যন্ত্রটীর ব্যবহার আয়ত্তে আসে এবং তারই ফলে বিভিন্ন শব্দ ইচ্ছামত উচ্চারণ করতে পারে। পাঁচ ও ছয় মাসেই সে 'দাদা', 'বাবা', 'মামা' উচ্চারণ করিতে শিখে। কিন্তু সে এগুলির অর্থ বুঝে না।

এই শব্দোচ্চারণ তার কাছে একটা খেলার মত। সে যত দিন অন্য আর একটী আরও আনন্দদায়ক চিত্তাকর্ষক খেলার সন্ধান না পায় তত দিন এই খেলা নিয়েই মশগুল থাকে।

হাবভাব ও ( gestures ) শিশুর ভাষার অন্তর্গত। অতি ছোট অবস্থায় শিশু, ক্ষুধা না থাকলে মুখ থেকে স্তন বাহির করে বা মুখ থেকে দুধ ফেলে দিয়ে মাকে জানিয়ে দেয় যে সে আর খেতে চায় না। এই সব শিশু হাত মুখ ইত্যাদির সঞ্চালন দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে। শিশু কথা বলতে পারে না বলেই ইঙ্গিত ব্যবহার করে। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি ইঙ্গিতের দ্বারা নিজের কথার ভাবার্থ আরও ভাল ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু দু'একটা কথা বলতে শিখে, এবং যত দিন যায় তার শব্দ ভাণ্ডার নানা উপায়ে সমৃদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু এই শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে চারটি, যথা :—( ১ ) অপরের কথা বুঝতে শিখা। ( ২ ) শব্দ ভাণ্ডার গঠন করা ( ৩ ) শব্দ সমষ্টির সাহায্যে বাক্য রচনা করা ( ৪ ) উচ্চারণ শিক্ষা করা।

বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার মত শিশু বলতে পারে এমন শব্দ-সংখ্যার চাইতে বলতে পারে এরূপ শব্দ সংখ্যাই বেশী। মুখ চোখের অভিব্যক্তির ( expression ) দ্বারা শিশু বড়দের মনের ভাব বুঝে নেয়, যদিও সে তখন কোন কথার অর্থ জানে না। শিশু হাসে কথায় তার আনন্দ প্রকাশ করতে পারে না বলে। সেই ভাবে সে হাসির অর্থ বুঝতে পারে, কারণ কথা তার কাছে অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজনীয়। বেশ ছোট বয়সেই শিশু "হাঁ" বা "না"-সূচক ইঙ্গিত বুঝতে পারে। অনেকের ধারণা যে সে "না" বা "হাঁ" শব্দের অর্থ বুঝে—কিন্তু সে ধারণা ভুল। তার ইঙ্গিতের সঙ্গে শব্দ যুক্ত হলেই—স্বভাবতঃ শিশুর উক্ত শব্দের অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না "এখানে এস" এই আদেশের সঙ্গে ইঙ্গিত যখন প্রথম ব্যবহৃত হয়—তখন শিশু ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে এবং যত দিন যায় তত্ই স্বাভাবিক নিয়মে সে উক্ত বাক্যটির অর্থ বুঝতে পারে। কেহ কেহ বলেন আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর সহিত কথা বলবার সময় সর্বদা কথার সঙ্গে ইঙ্গিত ব্যবহার করা উচিত। তার দ্বারা শিশু সব কথা বুঝতে পেরেছে কিনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ হতে পারে শিশু কোন শব্দের অর্থ বুঝতে পারলোনা—কিন্তু ইঙ্গিতের অর্থ সে অক্লেশেই বুঝেছে। "এইটা

টেবিলের উপর রাখ" বলার সঙ্গে হাত দিয়ে যদি দেখিয়ে দেওয়া হয় যে তাকে কি করতে হবে—তা'হলে শিশুর পক্ষে এই আদেশ বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু শুধু ইঙ্গিত ব্যবহার করা বিপদের কথা। কারণ শিশু কোন কথা শুনতে ও বুঝতে অভ্যস্ত হয় না এবং নিজেও সেই হেতু কোন কথা বলতে চায় না, কেবল ইঙ্গিতের দ্বারা তার মনের কথা প্রকাশ করে।

তার পর শিশুর শব্দ ভাণ্ডার গঠনের কাজ। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে তার পরিবেশের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে থাকে ততই আপনা হতেই তার শব্দভাণ্ডার বাড়তে থাকে। শব্দ ভাণ্ডার দুই প্রকারের—(ক) সাধারণ শব্দভাণ্ডার (খ) বিশেষ শব্দ ভাণ্ডার।

শিশুর ছোট আবেষ্টনীর মধ্যে তার যে শব্দগুলি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সে সেইগুলিই প্রথম শিখে। আর এইগুলি নিয়েই তার সাধারণ শব্দ ভাণ্ডার। খুব ছোট বেলায় যে সমস্ত অর্থহীন ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত তার থেকেই mono-syllable বিশেষ শব্দগুলিই সে প্রথম শিখে। তার পরিবেশ থেকেই শিশু এই সকল শব্দ সংগ্রহ করে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তার শব্দ-ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ বলেই সে একই শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার করে। লেবু দেখতে গোল—লেবুর মত দেখতে গোল যে কোন গোল বস্তু দেখে সেইটীকেও সে লেবু বলে। কারণ তার বিদ্যা এই পর্য্যন্ত।

বিশেষ্য শব্দগুলির প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সেইজন্য শিশু সেগুলি প্রথম শিখে। তার পরেই তার কথার মধ্যে সে ক্রিয়াপদ ব্যবহার আরম্ভ করে। "দাও" "খাও" ইত্যাদি কার্য্য সূচক ( designating action ) পদগুলি সে বলে দেড় বছর বয়স হলে এর পর শিশু বিশেষণ পদ ও ক্রিয়াবিশেষণ পদগুলি দুই একটা তার ভাষার মধ্যে ব্যবহার করে। বিশেষণ বলতে অতি সাধারণ পদগুলি সে বলতে শিখে—যেমন 'ভাল', 'খারাপ' 'দুষ্টু'। ক্রিয়া বিশেষণের মধ্যে স্থানবাচক ক্রিয়ার বিশেষণ তার কথার মধ্যে বেশী পাওয়া যায়—যেমন 'এখানে', 'কোথায়', ইত্যাদি। সব চেয়ে শেষে যা দেরীতে সে শিখে অব্যয় ও সর্ব্বনাম পদ ব্যবহার করতে। সর্ব্বনামের মধ্যে আমিটা প্রথম আসে তার ভাণ্ডারে. কারণ সে তখন আত্মকেন্দ্রিক। তারপর 'তুমি' বলতে শিখে। কিন্তু 'আমাকে' 'তোমাদের' ইত্যাদি পদগুলি শিখতে তার বেশ অসুবিধা হয়। সেইজন্য এইগুলি শিখতে তার হয় সব চেয়ে দেরী।

গেজেল ও টমসন্ ( Gesell and Thomson ) ১২—১৪ মাস বয়সের একটি শিশুর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তার ব্যবহৃত শব্দগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করেছেন—(১) খাবার জিনিষ (২) জিনিষের গুণাগুণ (৩) কাজ বা সম্বন্ধ (৪) জড় পদার্থ (৫) ব্যক্তি

(৬) মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত শব্দ (৭) নিজের সম্বন্ধে (৮) জীবজন্তু (৯) সামাজিক সম্পর্ক সূচক।

মনে রাখতে হবে যে শিশু তার প্রয়োজনের তাগিদেই ও পরিবেশের প্রভাবে তার শব্দ ভাণ্ডার পূর্ণ করতে থাকে। সে জানে না কাকে বলে 'বিশেষ্য পদ' বা "বিশেষণ পদ'।

শিশু কোন একটি নূতন শব্দ শুনলে সেটি বার বার উচ্চারণ করে। উচ্চারণ করতে করতে সে কথাটা মনে গেঁথে রেখে দেয়, তার কারণ বোধ হয় শব্দটির সুর ও 'আওয়াজ' ( Sound and tone ) তার খুব মনঃপূত হয়েছে। অনেক সময় সে শব্দটির অর্থও জানে না। দেখা যায় অযাচিত যেখানে সেখানে সে সেটিই ব্যবহার করে।

শিশু যত বড় হতে থাকে—তার শব্দ ভাণ্ডার তত বাড়তে থাকে দুই প্রকারে—(ক) বিদ্যালয়ে সে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে নূতন নূতন কথা শিখে (খ) তার বয়সের উপযোগী আনন্দদায়ক বই পড়েও সে অনেক অজানা কথা জানতে পারে। আমার মনে হয় প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয় উপায়টি অধিকতর বাঞ্ছনীয় এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত। কারণ প্রথমটিতে অনেক সময় শিশুর উপর, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শব্দের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই শিক্ষায় সে কোন আনন্দ পায় না, তার স্মৃতি শক্তির উপর অত্যাচারও হয় অনেক সময়। কেবল তাই নয়—এর দ্বারা তার মন ও দেহের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় পন্থাটি সুন্দর কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সুন্দর কোন ছবিতে পূর্ণ বই—যার অভাব আমাদের দেশে খুব বেশী 'বিশেষ শব্দ ভাণ্ডার' বলতে বুঝায় এমন শব্দ যেগুলি শিশু জগতেই বেশী ব্যবহার হয় বা যেগুলি তার নিত্য প্রয়োজনীয় শব্দগুলির বাইরে অথচ শিশুর সেগুলি শিখলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তিন বছর বয়স থেকেই শিশু এই শব্দগুলি সংগ্রহ করে।

এমন শব্দ আছে যেগুলির উচ্চারণ একটু অদ্ভুত অথচ শিশু শুনতে খুব আনন্দ পায়। সাধারণতঃ বয়স্কদের নির্দেশে শিশু এ গুলি শিখে যেমন—হোদলকুত্‌কুত্‌, ব্রাডিভোষ্টক, হনলুলু ইত্যাদি। দুই বা তিন বছর থেকেই শিশু এই কথাগুলি শিখতে চায় এ গুলি শিশু কোন কাজে লাগে।

ভদ্রতা সূচক শব্দ ( যেমন—'ধন্যবাদ,' 'নমস্কার' ) শিশুর ভবিষ্যতের জন্য শিখার প্রয়োজন। সাধারণতঃ পাঁচ বা ছয় বছর থেকে সে এইগুলি শিখে। এই ভদ্রতা বোধ শিশুর আসা স্বাভাবিক নয়। সে নমস্কার করে বয়স্ক আত্মীয় স্বজনের নির্দেশে বা আদেশে।

দেড় বছর বয়স থেকে শিশু নানা বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হয়। বর্ণের পার্থক্য কিছুটা বুঝতে শিখে। কিন্তু একই নাম অপর একটি বা দু'টী বর্ণের নামের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলে। জবা ফুলের রং লাল আবার কমলা লেবুর রং-ও তার কাছে লাল।

দশ পর্যন্ত গুনতে পারে তিন বা চার বছরের প্রায় প্রত্যেক শিশু। সংখ্যাবাচক এই শব্দগুলি সে প্রায় মুখস্থ করে। শব্দগুলির অর্থ যে বুঝতে পারে তাও নয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী

বা অভিভাবকের কর্তব্য শিশুকে সংখ্যাবোধ দেওয়া। নানাবিধ বস্তুর সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া সহজ।

ছয় সাত বৎসর বয়সে সে মাসের নাম ও সপ্তাহের দিনগুলির নাম শিখে। ঘড়ি দেখে ক'টা বেজেছে তাহা এই বয়সেও সে বলতে পারে না। সাধারণতঃ নয় দশ বছর বয়সে সে ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারে। এই যে বিভিন্ন নামবাচক শব্দ—এগুলি ভবিষ্যতে তার কাজে লাগে। কিন্তু তার আগে এগুলি তার বিশেষ শব্দভাণ্ডারের অংশ।

টাকা পয়সার বিভিন্ন নাম আছে। শিশু এই নামগুলি শিখতে সুরু করে চার বা পাঁচ বছর বয়সে। তবে পরিবেশের উপর তার শেখাটা নির্ভর করে। স্বভাবতঃ চকচকে টাকা পয়সা দেখলে শিশু খুব খুশী হয়। সে গুলির নাম শিখতে তার আদৌ কষ্ট হয় না। গরিবের ঘরের শিশু বেশী টাকা পয়সা দেখতে পায় না। সুতরাং নাম ও বেশী শিখতে পারে না। কিন্তু ধনী পরিবারের শিশু টাকা পয়সার অনেক নাম শিখবার সুযোগ পায়—তার পরিবেশ তাহাকে সাহায্য করে।

অভিধানে পাওয়া যায় না এমন অনেক শব্দ দশ এগারো বছরের ছেলে বা মেয়ে তৈরী করে নেয়। কৈশোরে এই প্রবৃত্তি তার মধ্যে বেশী দেখা যায়। আবার সে তার দলের জন্য গুপ্ত ভাষা ( secret language ) আবিষ্কার করতে খুব ভালবাসে। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তার 'শব্দ ভাণ্ডার' পুষ্ট করে। এই ভাষা 'গুপ্ত'—কারণ তার দলের বাহিরে সে ভাষা কেউ বুঝতে পারবে না—এমনি ভাবে ও এই উদ্দেশ্য নিয়েই তা গঠিত হয়। আট থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত এই প্রকৃতি (tendency) তার মধ্যে প্রবল থাকে। স্বভাবতঃ ছেলেদের চাইতে মেয়েরা এই ভাষার বেশী ব্যবহার করে।

শব্দ ভাণ্ডারের আকার :—সব শিশুর শব্দ ভাণ্ডার আকারে সমান হতে পারে না। প্রথমতঃ শিশুর বুদ্ধি যত বেশী হবে সে তত শীঘ্র তত বেশী শব্দ সংগ্রহ করতে পারে তার ভাণ্ডারের জন্য। বিভিন্ন বয়সে শিশুর বয়সের উপর নির্ভর করে তার শব্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি। নয় মাসের শিশু "মা" "আমা" "দাদা" বলতে পারে, আবার এক বছর বয়সে এগুলি ছাড়া আরও দু' চারটি নূতন শব্দ শিখে।

দ্বিতীয়তঃ শব্দ সংগ্রহের কাজে পরিবেশ অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। শিশু যত বেশী কথা শুনে সে তত বেশী ও তত শীঘ্র নূতন নূতন শব্দ শিখতে পারে। বাবা মা বা যাদের সঙ্গে সে সর্বদা থাকে তাদের কথা সে শোনে ও অনুকরণ করবার চেষ্টা করে। প্রথমে অবাক হয়ে বড়দের কথা শুনে—বুঝবার চেষ্টা করে এবং পরপর অনুকরণ করবার চেষ্টা করে। অনেক সময় যদি তার একটি শব্দ শুনতে খুব ভাল লাগে, ঐ শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে ওঠে "আবার" অর্থাৎ আবার শব্দটি সে শুনতে চায় বাবা মা কম কথা বললে শিশু ও কম কথা শিখে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী

ও বাবা যার কর্তব্য শিশুকে নূতন নূতন কথা শোনান। একটু বড় হলে গল্পের বই পড়ে তাকে শোনান—বিশেষতঃ খাবার সময়। তাতে শিশু মনের আনন্দে খেতে থাকে আর অনেক অজানা শব্দও শুনতে থাকে। অন্যান্য শিশুদের সাথে তাকে খেলা করতে দিতে হবে যাতে করে সে তাদের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পায় এবং অন্য পরিবারের পরিবেশের প্রভাবে তার ভাষা শিক্ষা প্রভাবান্বিত হয়। শিশু অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং যে আবহাওয়ার তাকে রাখা যায়—সে সেখানকার সব কিছু অনুকরণ করে।

তৃতীয়তঃ শিশুকে তার ভাষা শিক্ষায় সর্বদা নানা ভাবে উৎসাহিত করা উচিত। তার একটি শব্দ উচ্চারণ করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। অনেক চেষ্টার পর সে যখন একটি শব্দ বলতে শিখে তার যে কত আনন্দ হয় তা আমরা ধারণা করতে পারি না। সেই জন্য তাকে নানা ভাবে সাহায্য করা উচিত। শিশুকে গান শোনাতে হবে—তার সঙ্গে কথা বলতে হবে—এই সকলের মধ্যে থাকা চাই সুন্দর সুর ও ছন্দ। তার সঙ্গে "আদো আদো" অস্পষ্ট শিশুর ভাষার কথা বলা উচিত নয়। কারণ তাতে সে নিরুৎসাহ হয়। তার সঙ্গে বয়স্কদের মত উচ্চারণ করা এবং সে যখন কথা বলে সে ভাবে সে ঠিক উচ্চারণ করছে। সেই জন্য বয়স্করা তাকে অনুকরণ করে তার সঙ্গে কথা বললে সে খুব লজ্জা পায় ও বলে উঠে 'নেহ'। সুতরাং তার সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে হবে—কারণ সেইটিই তার আদর্শ হবে। শিশুর অস্পষ্ট ভাষা শিশুকে ত্যাগ করতে হবে একথা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। 'আদো আদো' ভাষার জন্য তাহাকে বাহবা দেওয়া অনুচিত। শিশু বড়দের মত কথা বলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। সুতরাং তার—উপস্থিতিতে বা তার সঙ্গে কথা বলার সময় বয়সোপযোগী শুদ্ধ ও নূতন শব্দ ব্যবহার করলে ভাল হয়। তবে ভাষার মধ্যে এরূপ নূতন শব্দের আধিক্য শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। শিখবার জন্য তার এই যে সংগ্রাম এতে শিশুর আনন্দ হয়, কারণ সে জানে শীঘ্রই সে নিজে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে এই সব শব্দের প্রয়োগ করবে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে শিশু হাঁটতে আরম্ভ করলে তার ভাষা শিক্ষা ব্যাহত হয়। হাঁটা ও কথা বলা—এই দুই কাজের জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। দুইটীতেই এক কালে শিশু মনঃসংযোগ করে এই চেষ্টা চালাতে পারে না। তাকে একটার উপরই মনোনিবেশ করতে হয় যেটা তার বেশী দরকার হবে জীবনে। হাঁটা শিশুর কাছে বেশী প্রয়োজনীয়, কারণ সে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে—চলন্ত পরিবেশের প্রভাবে। সে যদি মার কাছে যেতে চায় বা কোন একটি জিনিষ নিতে চায়—তাকে একস্থান থেকে অপর স্থানে যেতেই হবে। এই 'নড়েচড়ে' বেড়ানোটা তার কাছে শুধু প্রয়োজন নয় একটা প্রলোভন বিশেষ। যখন সে বেশ হাঁটতে শিখে তখন আবার কথা বলার দিকে শিশু তার মনোযোগ দেয়—এবং বেশ তাড়াতাড়ি কথা বলতে শিখে—তার সমস্ত মানসিক ও দৈহিক শক্তি নিয়োগ করে প্রায় দেড় বছর

পর্যন্ত শিশু একটি শব্দের সাহায্যে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। "আমাকে জল দাও" না বলে কেবল "জল" শব্দটি ব্যবহার করে। তবে অনেক সময় শব্দটির সঙ্গে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে সে কি বলছে। ইঙ্গিত তাকে এখানে সাহায্য করে—তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য।

এর পরই দুই তিন বছরের শিশু অসম্পূর্ণ বাক্য (incomplete sentence) ব্যবহার করে। দুই বা ততোধিক শব্দ তার কথায় থাকে, কিন্তু বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। কারণ কেবল সেগুলি অতি প্রয়োজনীয় (essential) সেই শব্দগুলিই শিশু ব্যবহার করে। অব্যয় বা সর্বনাম পদ পারলে সে এড়িয়ে যায়। ভাষার মধ্যে ক্রিয়ার 'কাল' সম্বন্ধে শিশুর কোন ধারণা থাকে না। অতীত কালের পরিবর্তে বর্তমান কাল আবার বর্তমান কালের স্থানে অতীত কাল ব্যবহার করে। এই গোলমাল (Confusion) ৫—৬ বছর পর্যন্ত থাকে। ছয় বছর বয়সে সম্পূর্ণ বাক্য বলতে শিখে—প্রায় সমস্ত বাক্যাংশ সম্বন্ধে তার মোটামুটি ধারণা হয়। তবে তারা ব্যাকরণের নিয়মাবলীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। সুতরাং ভাষা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ এ প্রশ্ন শিশুর সম্পর্কে ওঠে না। তবে মোটামুটি সে পাঁচ ছয় বছরে তার মনের ভাব বেশ প্রকাশ করতে পারে ও চলিত ভাষা অনেকটা আয়ত্তে আনে।

উচ্চারণ তার অস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তার কারণ তার স্বরযন্ত্রের উপর পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা জন্মে নাই (control) এবং তার উচ্চারণের যন্ত্রগুলি যেমন—জিব, ঠোঁট, দাঁত ইত্যাদি সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত নয়। শিশুর সঙ্গে যুক্তির বা বয়স্কের মত কথা বলাটা অবাঞ্ছনীয় ও অস্বাভাবিক।

শিশু উচ্চারণ করে অপরকে অনুকরণ করে। অন্যকে যখন কিছু বলতে দেখে তখন একাগ্র মনে শিশু তার কথা শোনে। সে যেমন শোনে তেমনি অনুকরণ করে। উচ্চারণের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি দুইই তার কাছে সমান—শিশু যেমন সহজে অশুদ্ধ উচ্চারণ করে আবার তেমনি সহজে শুদ্ধ উচ্চারণ যথা সময়ে শিখে নেয়। তার পরিবেশ পরিবর্তন করলেই শিশুর উচ্চারণের পরিবর্তন দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গের চার পাঁচ বছরের একটি শিশুকে পূর্ববঙ্গে নিয়ে গেলে চট্টগ্রামের মত দুরূহ, দুর্বোধ্য ভাষাও সে অনায়াসে অনুকরণ করতে পারে—তার উচ্চারণ একেবারে 'চাটগেঁয়ে' হয়ে যাবে। আমি একদিন একটি বাঙালী আট দশ বছরের ছেলেকে দেখলাম সে বাংলা বলতে বলতে একটি পরিচিত দক্ষিণ ভারতীয় শিশুকে দেখে অবিকল তার মত কথা বলতে লাগল। পরে শুনলাম তার বাবা কোচিনে ছিলেন ও সে তার বাবার সঙ্গে কিছুদিন ঐ দেশে ছিল। এই যে পরিবর্তন এটা শৈশবেই সম্ভব হয়। কৈশোর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ কিছুটা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

কোন কোন শিশু অনেকদিন পর্য্যন্ত—চার পাঁচ বছর পর্য্যন্ত আধো আধো ভাষায় কথা বলে। তার কারণ সেই ভাবে কথা বলতে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

সকল শিশু সমান উচ্চারণ করতে পারে না। কোন কোন শিশুর উচ্চারণ এত অস্পষ্ট যে তার মা ভিন্ন আর কেহ তার কথা বুঝতে পারে না। এমন কি তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু 'ভাত'কে 'ভাট্' 'অসুখ'কে 'অছুক' বলে। আবার কোন কোন শিশু বেশ স্পষ্ট কথা বলতে পারে—এত স্পষ্ট যে ও একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। ছোট শিশুর মুখে অস্পষ্ট ভাষাই মিষ্ট লাগে।

বিভিন্ন বয়সে শিশু বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে থাকে। দুই বৎসরের শিশু যে সকল বিষয়ে কথা বলে পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু সেই সকল বিষয় ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলতে পারে। ভাষার উপর যখন বেশী থাকার জন্য বিস্তারিত ভাবে কথা বলতে পারে। ইহার কারণ দুইটি—

(১) পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুর শব্দভাণ্ডার দুই বৎসরের শিশুর শব্দভাণ্ডার অপেক্ষা অনেক বড়।

(২) দুই বৎসরের শিশু অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু দুই বা ততোধিক শব্দের সাহায্যে সহজে বাক্য রচনা করতে পারে।

চার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু নিজের সম্বন্ধে অধিকাংশ সময় কথা বলে। সে তখন আত্ম-কেন্দ্রিক। একা একস্থানে বসে "বকে চলছে—অন্যের উপস্থিতি উপেক্ষা করে। নিজের পুতুল খেলনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তাহার সমস্ত কথা। অনেক সময় পুতুলের সাথে কথা বলে—তাকে শাসন করতে করা'তে নানা ভাবে ভর্ৎসনা বা শাসন করে।

পাঁচ বৎসরের পর শিশু তাহার পরিবেশের মধ্যে যারা থাকেন তাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে থাকে। তার এই সামাজিক কথোপকথন (Social Speech) প্রথমে তার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বাড়ীতে অপরিচিত কেহ এলে তার সহিত কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে। ক্রমশঃ এই স্তর (Stage) সে উত্তীর্ণ হয়। তখন সে রাস্তার লোকের সহিত কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। কোন কোন শিশুর এই সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। কারণ এই সকল শিশু অন্তর্মুখী। এই সময়ে শিশুর কথা বার্ত্তা পিতা, মাতা, ভাইবোন ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনকে কেন্দ্র করে'। তার একটি বিশেষ কারণ শিশু নিরাপত্তা (Security) সম্বন্ধে সন্দিহান থাকে এবং মাতা বা পিতা বা অন্যান্য প্রিয়জনই তার একমাত্র অবলম্বন। সে মাতাকে না দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করে 'মা কোথায়?" "মা কখন আসবে"? "আমি মার কাছে ঘুমাব" ইত্যাদি।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে পরিবেশ সম্বন্ধে জানবার আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে থাকে। সে নানাবিধ প্রশ্ন করে। কোন একটি কথা তাকে বললে সে তখনই বলে ওঠে "কেন" বা "কেমন করে হোল" ইত্যাদি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মেয়েরা সাধারণতঃ

বস্তু ও স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করে থাকে এবং ছেলেরা 'কেন' 'কেমন' "কোন সময়" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। এই ভাবে শিশু যখন প্রশ্ন করতে থাকে, পথে ঘাটে সর্ব্বত্র—তখন পিতা বা সঙ্গে যিনি আছেন তিনি বিরক্ত হয়ে তাকে নীরব থাকতে বলেন। এটা অত্যন্ত অন্যায়। শিশু সত্যই নীরব হ'য়ে যায়। জীবনে কোন দিন আর প্রশ্ন করে না। ভাষা শিক্ষা এইভাবে প্রতিহত হয়। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তার নিকট অতি মূল্যবান। তার শব্দোচ্চারণ ও শব্দ-ভাণ্ডার গঠনে এই প্রশ্নোত্তর তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সকল অবস্থায় শিশু তাহার ভাষা শিক্ষাকালে চায় উৎসাহ। পিতা মাতা ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কর্ত্তব্য শিশুকে সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা।

---

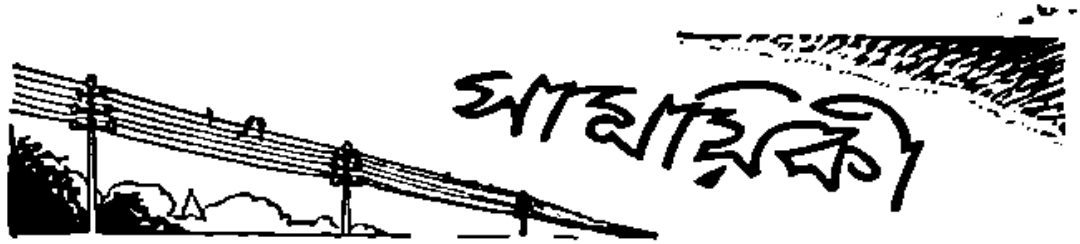


**পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন—**

পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন লইয়া এই বৎসর নানারূপ তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তথায় বলে "নিজের ঘোলকে কেহ টক বলে না"। যে সকল গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই তাঁহারা পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সভ্যদের বুদ্ধির ও বিচারশক্তির সন্দেহ করিবেন ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বৎসর যে ভাবে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। তথাপি, জনসাধারণের পক্ষ হইতে সরকারকে একটা বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিব। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনী সমিতির নিকট ছাপা পুস্তকের পরিবর্ত্তে পাণ্ডুলিপি দিবার ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। পাঠ্যরূপে মনোনীত হইবার পর পাণ্ডুলিপি পুস্তকাকারে ছাপাইবার আদেশ দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অমনোনীত পুস্তক ছাপাইবার জন্য যে অর্থ, কাগজ এবং শক্তির অপচয় হয় তাহা বন্ধ হইবে। অবশ্য মনোনীত পাণ্ডুলিপি ছাপাইবার হরফ, কাগজ ও বাঁধাই বিষয়ে সরকারী নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে থাকিবে এবং ব্যতিক্রম হইলে ঐ পুস্তক অনুমোদিত তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে।

**শিক্ষায় বৈষম্য—**

আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি; ইংরেজ আমাদের দেশ ছাড়িয়াছে, কিন্তু ইংরেজ শাসনের কাঠামো পুরাপুরি বজায় আছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। শিক্ষায় জন্মগত অধিকার আছে দেশের সকল শিশুর, কিন্তু রাজকুমারদের স্কুল, Anglo-Indianদের স্কুল, Public School ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও সমাজের জন্য। স্বাধীনতা লাভের পরও আমরা বহু টাকা ব্যয় সাপেক্ষ মুষ্টিমেয় লোকের জন্য বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় জিয়াইয়া রাখিয়াছি। গণতান্ত্রিক ভারত সরকারের অধীনে এবং জনগণের প্রতিনিধি কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ শিক্ষা নিকেতন শ্রেণী বিশেষের জন্য রাখার কোন সার্থকতা নাই। Victoria Boys' School, Kurseong, Dow-hill Girls School, Doon School, Mayo College ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ স্কুলগুলিকে শ্রেণী বিশেষের জন্য বাঁচাইয়া রাখিয়া দেশের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

**পাঠ্য পুস্তকের চাপ—**

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহা অতিমাত্রায় পুস্তক কেন্দ্রীয়। ছোট ছোট শিশুদের স্কন্ধে অতিরিক্ত পুস্তকের ভার কমাইবার জন্য পশ্চিম

বঙ্গ শিক্ষাধিকর্তা স্থির করিয়াছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না। তৃতীয় শ্রেণীতে সাহিত্য ও গণিত সম্বলিত একখানি পুস্তক এবং চতুর্থ শ্রেণীতে সাহিত্য ও গণিত সম্বলিত একখানি পুস্তক, একখানি ইতিহাস ও একখানি ভূগোল বিজ্ঞানের বই থাকিবে। এই ব্যবস্থায় শিশুর স্কন্ধে পুস্তকের বোঝা কমিবে এবং অভিভাবকদের অর্থনৈতিক কম চাপ পড়িবে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অনেক স্কুলেই সরকারের নির্দেশ অমান্য করিয়া প্রথম চারি শ্রেণীতে পূর্বের মতই অনেকগুলি বই শিশুদের কিনিতে বাধ্য করা হইতেছে। পরিদর্শক বিভাগের সাহায্যে সরকারের এই অবস্থার প্রতিকার করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে যত শিশু ভর্তি হয় তাহার শতকরা ২০ জনও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত থাকে না। শত করা ৮০% জন শিশু ২।১ বৎসর পরেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়—ইহাদের জন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয় তাহা বৃথা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অপচয় রোধ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার (প্রায়) প্রাথমিক শিক্ষা আইনের কিছু অদল বদল করিয়া প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে কোন অভিভাবক তাহার ছেলে বা মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একবার ভর্তি করিলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত না পড়াইয়া স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলে দণ্ডনীয় হইবেন। সরকারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অপপ্রয়োগ হইবার সম্ভাবনাও আছে। ছেলেকে একবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত না পড়াইয়া ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না এই আশঙ্কায় অনেক অশিক্ষিত অভিভাবক তাহাদের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একেবারে ভর্তি করিতেও না পারে। এই আইন বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপচয় নিবারণ হইতে পারে বটে; কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে সুবিধা হইবে কিনা বলা কঠিন। দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

**'কিশলয়ের' এজেন্ট—**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য কিশলয়—১ম ও ২য় ভাগ' প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসর জেলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদক বা জেলা স্কুল পরিদর্শকের মারফৎ 'কিশলয়' বিলি করা হইয়াছিল। পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট হইতে একটু আধটু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও অভিভাবক এবং শিক্ষকদের তরফ হইতে কোন অভিযোগ উঠে নাই। এই বৎসর শিক্ষা অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য কয়েকজন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মারফৎ 'কিশলয়' বাজারে ছাড়িতে মনস্থ করিয়াছেন। সরকার নির্ধারিত এজেন্টরা 'কিশলয়ের' অর্থ পুস্তক ছাপাইতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু অভিভাবকদের নিকট হইতে অভিযোগ আসিতেছে যে অর্থ-পুস্তক না কিনিলে 'কিশলয়' পাওয়া যাইতেছে না। গত বৎসরের মত জেলা স্কুল বোর্ডের মারফৎ 'কিশলয়' বিলি করিলে শিক্ষক ও অভিভাবক অতি সহজে বই কিনিতে পারিতেন।

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

অমলেন্দু দাশগুপ্তের
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

কমল দাশগুপ্তের
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের অন্যতম সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

### কা জী আ ব্দু ল ও দু দে র
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৪৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, লঙ্কাদীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ২৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, রূপ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বজনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

প্রমথনাথ বিশী
গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ২৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

পরিমল গোস্বামী
মহামন্বন্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,
দুঃশাসনের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

সন্তোষকুমার রায়চৌধুরী
মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, নীলাঙ্গুরীয় (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, লঙ্কাদীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ২৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, রূপ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বজনী (২য় সং) ২৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

শ্রীমতী আশালতা সিংহ
অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

শ্রীমতী রানী রায়
প্রেম ৩৲

রেণু মিত্র এম এ
রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲
প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

### মো হি ত লা ল ম জু ম দা র

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেনানী ৩৲
রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০
ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লঙ্কাবীর ৷৷০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
ভারত ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারাসরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি টি কর্ত্তৃক লিখিত

—স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা
—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড,
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinash Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

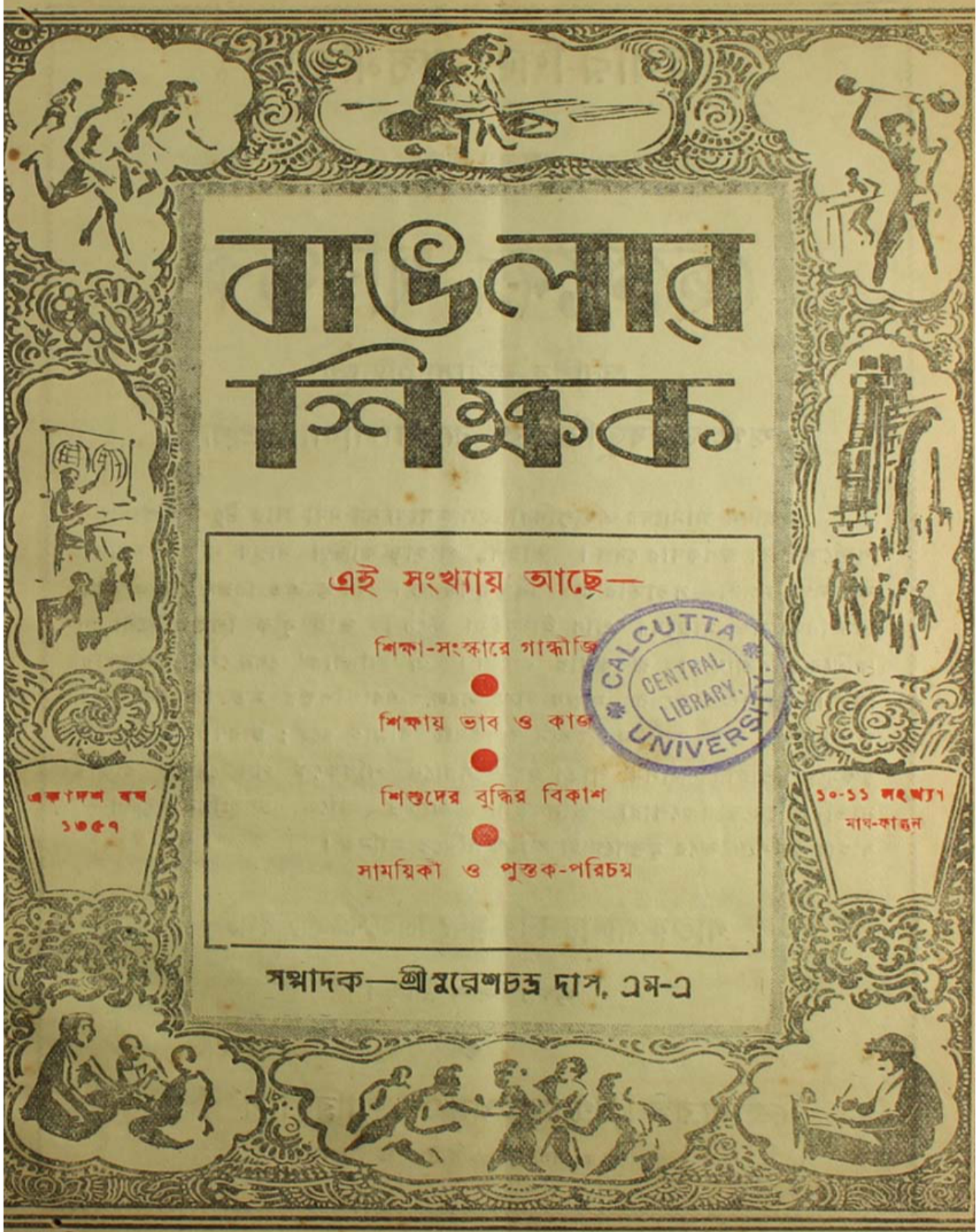

# বাঙলার শিক্ষক

এই সংখ্যায় আছে—

শিক্ষা-সংস্কারে গান্ধীজি

শিক্ষায় ভাব ও কাজ

শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ

সাময়িকী ও পুস্তক-পরিচয়

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

১০-১১ সংখ্যা
মাঘ-ফাল্গুন

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

## সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

স্বর্গগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কুন্তা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহার

কবি মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের লেখা

সর্বপ্রথম ছোটদের বই

## সুবীর শিশু-গ্রন্থমালার

প্রথম গ্রন্থ

# রূপকথা

বহুবাঞ্ছিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল

●

রং-বেরংয়ের ছাপা

প্রসিদ্ধ শিল্পী-অঙ্কিত চিত্রে চিত্রময়

সুদৃশ্য বাঁধাই

## কয়েকটি অভিমত

NATIONALIST—···What pleasure there is to be got will be shared by all children from 'six to sixty.'

**যুগান্তর** :—কবিতার এই অনুপম সংগ্রহটি পড়িয়া ছোটরা ত' বটেই, তাহাদের অভিভাবকেরাও বিশেষ প্রীত হইবেন। • • পাতায় পাতায় অলঙ্করণ ও চিত্রের যে সমারোহ দেখিলাম তাহাও কম নয়। এই বই ছোটদের হাতে দিলে তাহাদের গুরুজনেরা সভ্যকার একটি সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর কবিতা গ্রন্থের সঙ্গেই শিশুদিগকে পরিচিত করিবেন।

AMRITA BAZAR PATRIKA—···It is a beautiful book, indeed, full of fine illustration. Priced moderately, it should command an extensive sale, for it is an ideal gift for the young one, they would love to buy and possess. It can be said unhesitatingly that the poet, the artist and the publisher have co-operated most successfully.

●

●

## জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কুপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
'বাঙলার শিক্ষক'
১১৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—ডাঃ **শ্রীকান্তিকচন্দ্র** বসু এম্-বি

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

---

৺শচীন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

## সং গ ঠ ন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার
দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে,
কোথায় কি সমস্যা।

**প্রতি সংখ্যা ।৷৹**

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷৹

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অনন্তকুমারী মিত্র**

কার্য্যালয়—৫।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

১১শ বর্ষ ]　　মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৫৭　　[ ১০ম ও ১১শ সংখ্যা

# শিক্ষা-সংস্কারে গান্ধীজি *

ডাঃ পরিমল রায়, এম্-এ, পি-এইচ-ডি
পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা

গান্ধীজির সম্বন্ধে ত তোমরা অনেক কথাই জান। স্বাধীন ভারতের স্রষ্টা হিসাবে তাঁর কথা দেশ বিদেশে না মানেই বা কে? কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে নূতন পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, সে বিষয়ে তোমাদের ভাল জানা আছে কি? আমাদের দেশের অনেকেই কিন্তু তার বিশেষ কিছু জানেন না। কারও কারও আবার এ সম্পর্কে অনেক রকমের ভুল ধারণাও আছে।

আমাদের দেশে আজকাল যে শিক্ষার ধারা চলেছে, ইংরেজরাই তার গোড়াপত্তন করে গেছেন। এই শিক্ষার ফল যে একেবারেই ভাল হয় নি এমন কথা বলা চলে না। এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এবং তাতে কোন কোন দিক দিয়ে আমাদের বিস্তর উপকারই হয়েছে। কিন্তু অনিষ্টও তাতে বড় কম হয় নি। ইংরেজ শাসকেরা যে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসন কাজের সাহায্য করবার জন্য ইংরেজী জানা কেরাণী এবং এই ধরণের অন্যান্য কর্মচারী তৈরী করা। তাই ইংরেজী ভাষাই হল শিক্ষার প্রধান বাহন। ফলে শিক্ষা সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। জনসাধারণ হল তার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ক্রমশঃ অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ও অধিক সংখ্যক অশিক্ষিতের মধ্যে মস্ত বড় একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হল। একই সমাজের মধ্যে থেকে তেল ও জলের মত তারা আর একে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। এমনি করে শিক্ষিতেরা নিজের দেশেই বিদেশী বনে গেলেন। নানাদিক দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন সুরু হল।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজি দেশের শিক্ষার সংস্কারের কথা পাড়লেন। গোড়া থেকেই জিনিষ গড়ে তুলতে হয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থার

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে

উপরই তিনি জোর দিলেন সবচেয়ে বেশী। প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা হলে মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষা সমস্যার সমাধান নিজে থেকেই সহজ হয়ে পড়বে, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার দোষগুলির দিকে তিনি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পাঠশালার ছেলেমেয়েরা যা কিছু শেখে কিছুদিন পরেই তা ভুলে যায়। সামান্য দুই এক পাতা বই পড়ে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করে লেখা জিনিষ তাদের মনের উপর কোন রেখাপাতই করে না। তাদের আশেপাশে তারা যা কিছু দেখতে পায় তার সঙ্গে সে বিদ্যার একেবারেই কোন সম্পর্ক বা মিল নেই, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে সে শিক্ষার মূল্য ও বিশেষ কিছুই নেই। কাজেই তাদের অর্জিত বিদ্যা তারা যে শীঘ্রই হারিয়ে ফেলে আবার যে তিমিরে সে তিমিরেই ঢাকা পড়ে যায়, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

আমাদের এই প্রাথমিক শিক্ষা যে শুধু অকেজো তা নয়, ক্ষতিকরও বটে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখে চাষার ছেলেরা চাষবাস, কামার কুমোর ছুতোরের ছেলেরা তাদের পৈতৃক ব্যবসায় আর পছন্দ করে না। কি করে দু'পয়সা রোজগার করবে সে শিক্ষা ত তারা পায়ই না বরং উল্টো তারা আয়াসী ও বাবু হয়ে পড়ে তাই সাধারণ লোকদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই বরং ভীতিই আছে।

তারপর আমাদের গরীব দেশে যত কম খরচে যত বেশী ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। সরকারী তহবিল থেকে রাশি রাশি টাকা ঢেলে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সম্ভবপর নয়। অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যই আমাদের এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এমন কোন উপায় বের করা যায়, যাতে আমাদের পাঠশালাগুলি অর্থের দিক দিয়ে অপরের উপর নির্ভর না কোরে যতটা সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে অর্থের অনটনের জন্য শিক্ষার বিস্তার বন্ধ থাকবে না।

গান্ধিজীর শিক্ষাপদ্ধতি এমন সুপরিকল্পিত যে তাতে বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এই সব কিছু গলদের সম্পূর্ণ প্রতিকারই রয়েছে। উপরন্তু আমাদের দেশীয় জীবনের যে বিশিষ্ট ধারা তার সঙ্গে রয়েছে এই নূতন শিক্ষা প্রণালীর পরিপূর্ণ সংযোগ। এই শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাটি হচ্ছে এই যে হাতের কাজকে কেন্দ্র করে রকমারি জিনিষ তৈরির আনন্দের ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের পুরোপুরি শিক্ষা দেওয়াই চলে। ছাত্র কোন একটি শিল্প শিক্ষা করবে, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতিও শিক্ষা করবে। কিন্তু পৃথকভাবে না শিখে শিল্প শিক্ষার মধ্য দিয়েই তা শিখবে। গান্ধীজির মতে প্রথমেই অক্ষর পরিচয়ের এবং বই পড়াবার কোন দরকার নেই। কোন একটি প্রয়োজনীয় লাভজনক শিল্পের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হবে। চারদিকের অবস্থা বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে কোথায় কোন শিল্পটি শিক্ষাদানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; সূতা কাটা, তাঁতে বোনা, রঙ্ করা, দরজির কাজ, কাগজ তৈরি, সাবান তৈরি, বই বাঁধানো, কাঠের জিনিস তৈরি, খেলনা তৈরি প্রভৃতি

দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই প্রসঙ্গে নানা দেশের নানা রকমের তুলা এবং নানা প্রকারের মাটির কথা বলে, কুটির শিল্প ও তার ইতিহাসের আলোচনা করে, সুতোর হিসাব রেখে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক শেখানো যেতে পারে। শিল্পের কাজের মধ্য দিয়ে মুখে মুখে শিক্ষা এই ভাবে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। গান্ধীজি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে বই পড়িয়ে এবং লিখিয়ে যতটুকু শেখানো যায়, সেই সময়ে তার দশগুণ বেশী শেখানো যায় মৌখিক প্রণালীতে। তারপর শিশু যখন বড় হবে এবং তার বোধশক্তি বেশ প্রখর হবে তখন ধীরে ধীরে তাকে বই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

শিশুর মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁরা একে বিজ্ঞান সম্মত বলেই স্বীকার করেছেন। শিশুদের স্বভাবই হচ্ছে ছটফট করা, সব সময়েই একটা না একটা কিছু কাজ তারা করতে চায়। চুপ করে একটি কোণে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়া করা বা পড়া শোনা তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। অথচ আমাদের দেশের মামুলী শিক্ষা এই অত্যাচারই তাদের উপর বরাবর করে এসেছে। তাতে না হয় তাদের দেহের পুষ্টি না হয় তাদের মনের। গান্ধীজির শিক্ষাতে তারা গল্পের ভিতর দিয়ে হেসে, খেলে, নেচে গান করে শিখবে এবং তারা শুধু শিখবে না, হাত ও বুদ্ধি চালিয়ে গড়বে, গড়বে এবং শিখবে, শিখবে এবং গড়বে।

ফলে, একদিকে যেমন তাদের শরীর ও মনের বিকাশ হবে, অপরদিকে তাদের তৈরি জিনিষ বেচে তারা লেখাপড়া শেখবার খরচ খানিকটা অন্ততঃ উসুল করতে পারবে। যদি তারা ভাল করে শিল্পটি আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে শিক্ষা শেষ করে তারা করে খেতে পারবে। অন্ততঃ তাদের বেকার বসে থাকতে হবে না। আর্থিক দিক দিয়ে কি ছাত্রের পক্ষে, কি শিক্ষকের পক্ষে, কি দেশের পক্ষে এই স্বাবলম্বী শিক্ষা ব্যবস্থার যে মস্ত সুবিধা তা এতই সুস্পষ্ট যে এ বিষয়ে আর বেশি কিছু তোমাদের নিশ্চয়ই বলতে হবে না।

সামাজিক দিক দিয়েও এই শিক্ষার একটি মস্ত বড় গুণ এই যে নিজের হাতে কাজ করার ভিতরে যে কোনও অপমান নেই এই বোধটা এতে জাগে। শ্রমের মর্য্যাদা বোধ জন্মালে চাষী মজুর যারা আমাদের জন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে তাদের আর আমরা ছোটলোক বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারি না। তাদের যা প্রকৃত সম্মান তা আমরা তাদের দিতে শিখি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান তাতে অনেকটা দূর হয়।

পরিশেষে এ কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার এত ঘনিষ্ঠ যোগ, সে শিক্ষা সহজে আয়ত্ত হয় এবং তার ফলও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। জনসাধারণকে কার্য্যক্ষম স্বাবলম্বী নাগরিকভাবে গড়ে তুলতে গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা যেমন সর্ব্বোপযোগী আর কোনও শিক্ষা তেমন নয়।

সুখের বিষয় আজ সারা ভারত গান্ধীজির এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবাংলাও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ গান্ধীজির প্রদর্শিত পথে এগিয়ে চলেছে।

---

# শিক্ষায় ভাব ও কাজ

শ্রীরাইচরণ চক্রবর্তী ( এম্-এ, সি-টি )

"ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্ম্মের মধ্যে যাহার আকার নাই সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে—সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না"—বিশ্বকবি জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই গভীর সত্যটি রূপায়িত করেছিলেন। আমাদের শিক্ষায় ভাবের অভাব নেই, কর্ম্মেরই অভাব—কোন ভাবই, কোন আদর্শই কর্ম্মের মধ্যে ব্যক্ত হতে পারেনি—কাজেই অব্যক্ত ও অসম্পূর্ণ ভাবধারার বন্যায় কর্ম্মের স্রোতধারা শুষ্ক হয়ে পড়েছে। জীবনপ্রবাহে পলিমাটি থাকে না তাই পলিমাটির অভাবে সৃষ্টিশক্তি বা গঠনশক্তি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ভাবে আর কাজে কোন মিল নেই বলেই দুনিয়ার অভাব বেড়ে গিয়েছে এবং সংগে সংগে অকাজও বেড়ে গিয়েছে, ছেলেরা ঘরে ভাবে একরকম, বিদ্যালয়ে ভাবে অন্যরকম এবং সমাজে ভাবে তার বিপরীত রকম। তারপর এমন একটা সময় আসে যখন তারা সবদিক দিয়েই মনের মত খুঁজে বের করতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে গলদ শত শত বছর ধরে জমে আছে তার ফলে আমরা চোরাবাজার পাচ্ছি, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘাটতি মূলধন পাচ্ছি এবং শাসনযন্ত্রে মেকী ও নকল জীব অধিক সংখ্যায় বাড়তি পাচ্ছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমূল পরিবর্ত্তন দরকার ভাবকে কর্ম্মের মধ্যে আকার দেওয়ার জন্যে। ভারত কর্ম্ম ছাড়া একেবারেই বিকল এবং অবশ। বর্ত্তমান সময় সভ্যতার যে এত গলদ, সংস্কৃতির মধ্যে যে এত কুসংস্কার—তার মূলে শিক্ষার অভাব, বিশ্বের সন্তানগণ আজ জীবনের সব দিকেই ভাবের সংগে কাজের কোন মিল দেখতে পাচ্ছে না বরং গোঁজামিল দেখে অবাক হচ্ছে। আকাশপাতাল তফাৎ দেখে শিক্ষার রাজ্যটিকে শয়তানের রাজ্য বলে মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান। এখানে যাদের প্রতিষ্ঠা নেই তারা কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় না বা প্রতিষ্ঠিত করেও না। ছোট হোক্, বড় হোক্, প্রথমতঃ সকলকেই সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সেই কেন্দ্রস্থল থেকে নানাবিভাগে অধিকারভেদে গুণকর্ম্মানুযায়ী তাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। যে কোন উন্নতজাতির বা স্বাধীন জাতির সর্ব্বাগ্রে শিক্ষালয়ের দিকেই নজর দেওয়া উচিত, উহার প্রতি অবজ্ঞা বা উদাসীনতা জাতির মৃত্যুর কারণ। ভাবে আর কাজে যাতে বিদ্যার্থিগণ মিল দেখতে পায় তার আশু ব্যবস্থার প্রয়োজন। বিদ্যার্থী প্রথমেই জেনে নেয়—শিক্ষকের চেয়ে যে কোন বিভাগের যে কোন লোক অধিক আয় করেন। এক পরিবারের দুইজন শ্রমমজুর এক শিক্ষকের পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী রোজগার করে। শিক্ষক ভাব দেবে, মজুরের মত বা গাধার মত কাজ করবে অথচ তার পেটের ভাত জুটবে

না। বিদ্যার্থিগণ বিদ্যালয়েই প্রতিজ্ঞা করে বসে, "জীবনে যেন মাষ্টারগিরি না করি।" এই মূলাহীনতার কারণে দেশের উৎকৃষ্ট যুবক-সম্প্রদায় শিক্ষকতা ছাড়া যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করছে। প্রশ্ন হয়—দেশ বা সমাজ তাতে কোন্ দিক দিয়ে লাভবান? শিক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্য যে কোন বিভাগই প্রথম শিক্ষার্থিগণের চোখে শ্রদ্ধার বা সেবার বস্তু হয়ে উঠল। স্বাধীন জাতির কবর এইখানেই। মানুষের মানমন্দিরের চূড়াটি এখানেই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। সমাজ বা দেশ শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাদাতাদের বা জীবনদাতাদের প্রতি ঘৃণা, শৈথিল্য, উদাসীনতা দেখাবার সুযোগ পেলে। এই ঘৃণার ফলে দেশের সবদিকে অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও সমাজের শিক্ষা একেবারেই বিপরীত। বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সদ্‌বাক্য, সৎকার্য, সদভ্যাস ও সচ্চিন্তা শিক্ষা করে সমাজে গিয়ে দেখে সব বিপরীত। আজকার 'রাজনীতি' বা 'পলিটিক্স' নামক সর্বগ্রাসী বিদ্যাটি এত ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে, একই আদর্শের আওতায় দল ও উপদল কেবল ক্রীড়াচ্ছলে নীতির মাথায় পদাঘাত করছে, শ্রদ্ধা ও বিনয়ের বুকে শেল বিধাচ্ছে এবং মার্জিত রুচির সঙ্গে বিরোধ ঘটাচ্ছে। আঘাত দিয়ে সবাই আহত হয়ে পড়ছে, বিকৃত করে ক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে, অভাবে, অনশনে, নির্য্যাতনে এবং অবিচারে সকলেই লক্ষ্যহীন, স্থিতিহীন, শক্তিহীন এবং প্রীতিহীন হয়ে আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করছে। বিদ্যালয়ের কতকগুলি সদ্‌গুণের অভ্যাস ও অর্জন সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োজন,—ঐগুলি উপেক্ষা করা আত্মাকেই অবজ্ঞা করা। দেহের সুগঠনের সুনিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। দেহের অনাদরে জাতীয় শক্তিরই অবসাদ ঘটছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বিদ্যার্থিগণ এদিকে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছে। মনকে সুগঠিত করবার জন্যে ছাত্রজীবনে অনেক মাথাপচ্চার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই মন বিষাক্ত হয়ে গেলে ত্রিপাপের জ্বালা আরম্ভ হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের অতীত না হওয়া পর্যন্ত মন বিচারশীল, গঠনশীল ও বলশালী হয় না। আজকাল ছাত্রগণ দলদেবতা বা দলনেতা ছাড়া অন্য কোন মহাপুরুষকেই মনের মধ্যে স্থান দেয় না। গৃহের ভিতরে তারা একবার দলাদলি করে উচ্চভাবকে ও উচ্চকাজকে বলি দেয়, বিদ্যালয়ের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন দলের ভাব ও কাজ বরদাস্ত না করে শেষকালে সভা-মিথ্যায়, হিংসা-অহিংসার ঘূর্ণিপাকে পড়ে কেবল বিকার দেখায়, আর সমাজের সঙ্গে লড়াই করে হয় লুণ্ঠনকারী না হয় বা শিকারী। ভাব ও কাজকে রূপায়িত করবার চরিত্র কোথায়? চরিত্রকে সবল করবার সন্ধান বা সুযোগ কোথায়? শিক্ষালয়ে ভাষার পরিবর্ত্তনেই বা কি হবে আর নিয়মের পরিবর্ত্তনেই বা কি হবে! শিক্ষ কোথায়?

---

# শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত, এ-ম্‌এ

জন্মের পর হইতে শিশুর কাছে প্রধান সমস্যা হইতেছে তাহার পরিবেশের সহিত পরিচিত হওয়া। পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত পরিচয় লাভ করিবার জন্য শিশু তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। ১১ বৎসরের শিশু যাহা জানিতে পারে ৭ বৎসর বয়সে তাহা শিশুর মাথায় না-ও ঢুকিতে পারে; আবার ৭ বৎসরের শিশু তাহার পরিবেশকে জানিবার জন্য যে পথে অগ্রসর হয় ১১ বৎসর বয়সের শিশুর কাছে তাহার কোন মূল্য না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিশু জগতকে জানিবার জন্য এবং নিরাপদে থাকিবার জন্য সকল অবস্থায় নানা রকম উপায়ে চেষ্টা করে।

জগতকে জানিবার জন্য শিশুর মধ্যে যে একটা সহজাত আকাঙ্ক্ষা আছে এ কথা অনেক সময় আমরা ভুলিয়া যাই। মামুলী পাঠ্যক্রম এবং মামুলী শিক্ষা-পদ্ধতি শিশু এবং শিক্ষকের বুকে এমন ভাবে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে যে, শিশুর মধ্যে অজানাকে জানিবার যে সহজ প্রবৃত্তি আছে সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই এবং তাহা বিকাশের কোন সুযোগ দিই না। স্কুলের বাহিরে ট্রামে, বাসে, চিড়িয়াখানায়, খেলার মাঠে, জঙ্গলে বা জনাকীর্ণ রাস্তার বুকে আমরা শিশুদের লক্ষ্য করি কি? পৃথিবীর গতানুগতিক ভাবধারা শিশুর মনে ছাপ দিবার পূর্ব্বে তাহার কথা-বার্ত্তা চাল-চলন যদি লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিব যে, তাহার চারি পাশের এই মাটির পৃথিবীকে জানিবার জন্য শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি কত প্রবল।

শৈশব অবস্থায় শিশুর কাজকে সাধারণতঃ তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে—(১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধনের জন্য কর্ম্মতৎপরতা; (২) কল্পনাবিলাস; (৩) নিজের চতুর্দ্দিকে বাস্তব জগতের সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা। বাস্তব জগতের সহিত পরিচিত হইবার স্পৃহা শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অপেক্ষা কোন অংশে হীনবল নহে। তাহার আশে-পাশে কি হইতেছে তাহা জানিবার প্রয়োজন শিশুর মধ্যেও দেখা যায়। তাহার চারি পাশের লোকজনের আচরণের অর্থ বুঝিতে পারিলে এবং জল, আগুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিলে শিশু আশ্বস্ত বোধ করে। আগুনে পুড়িয়া গেলেই শিশু আগুনকে ভয় করে না—যদি খুব বেশী রকম পুড়িয়া না যায় তাহা হইলে শিশু আগুন দেখিতে এবং আগুন সম্বন্ধে জানিতে চাহে। শিশুর জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রবলতর। জ্ঞানের স্পৃহা শিশুর অন্তরের অন্তস্থল হইতে জাগরিত হয়। প্রতিভাবান শিশু তাহার পরিবেশ সম্বন্ধে

সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে এবং আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিলে কিছুতেই স্বস্তি বোধ করে না।

শিশু গ্রামেই থাকুক কি সহরে থাকুক, তাহার বুদ্ধি মোটাই হোক কি চিকন হোক তাহাতে কিছু আসে যায় না; কোন কথা শিশুদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে তাহাদের পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনের সহিত ইহার যোগসূত্র বাহির করিতে হইবে। সব চেয়ে বোকা ছেলেও চায় তার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার পরিবেশের সহিত পরিচিত হইতে। বুদ্ধিমান ছেলেরাও চায় যে, তাহারা বিদ্যালয়ে মাষ্টার মহাশয়দের কাছে যাহা শিখিবে তাহার সঙ্গে গূঢ় যোগসূত্র থাকিবে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার।

শিশু চায় কিছু করিতে। শিশু যে সময় বিদ্যালয়ে থাকে আমরা তাহাকে কয়েকটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, অ্যারিথমেটিক, প্রকৃতি-পাঠ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন বিষয় পৃথক পৃথক করিয়া শিশুদের পড়াইতে চেষ্টা করি; কিন্তু আমাদের কাজে শিশুর চিত্ত সাড়া দেয় না। শিশুর কাছে কাজের মূল্যই বেশী। কাজের ভিতর দিয়া এবং শিশুর অজ্ঞাতে যে জ্ঞান আসে তাহাই শিশুর রুচি মনে আঁচড় কাটিতে পারে।

শিশুর স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজ যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাহার কাজকে আমরা তিন স্তরে ভাগ করিতে পারি—(১) শারীরিক নৈপুণ্য লাভের ইচ্ছা; (২) স্বপ্নবিলাস; (৩) বাহিরের জগৎ আবিষ্কার। কিন্তু শিশুর আচরণের মধ্যে এই তিনটি দিক থাকে পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে লিপ্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শিশুর আচরণের অভিব্যক্তিরও পরিবর্তন হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামর্থ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু জগতে বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং তাহার কল্পনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। সংসারের জ্ঞান যতই গভীর হয়, ততই তাহার মনন-শক্তিও গভীর হয় এবং কল্পনা-বিলাসী ভাবধারা বাস্তবতার দিকে হাত বাড়ায়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যেমন জ্ঞান ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাহার আকর্ষণ ও অনুরাগও পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। জীবন উপভোগ করিবার প্রয়াস থাকিয়া যায়, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সার্থকতার তাৎপর্য্য হয় পরিবর্ত্তিত। শিশুর জগৎ আর ১১ বৎসরের কিশোর বা ১৮ বৎসরের যুবকের জগতের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে আসমান জমীন। যৌবনের প্রেরণা এবং পরিপক্ক অভিজ্ঞতা তাহাকে জীবনের মান্ মাপিয়া লইতে শিখায়। বয়স অনুসারে শিশুর প্রয়োজনের তাগিদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই শিক্ষকের শ্রম সার্থক হইতে পারে।

এখন কথা হইতেছে, কি করিয়া আমরা বুঝিব কোন্ বয়সে শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ কোন্ দিকে থাকে? আমার মনে হয়, প্রধানতঃ দুইটা দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে স্কুলের বাহিরে বাড়ীতে, বাগানে, খেলার

মাঠে বা রাস্তায় শিশু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কি কাজ করে, কোন্ খেলা তার প্রিয়, কি কি জিনিস সে নিজের হাতে তৈয়ারী করে, কি বই সে পড়িতে ভালবাসে, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং কোন পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে স্কুলে থাকা কালীন কোন বিষয়ে তাহার মনোযোগ স্বাভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। যখনই দেখিবে কোন কাজ করিবার সময় শিশুর চোখে খেলিতেছে আলো এবং তাহার গলার স্বরে ফুটিয়া উঠিয়াছে আগ্রহ তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার চরিত্র-বিকাশের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ছোট শিশুদের কাছে নাচ, গান এবং ব্যঙ্গ-ক্রীড়া ( caricature ) খুবই প্রিয়। গান-বাজনা caricature শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়া থাকে, যদি অভিজ্ঞ শিক্ষক এই বিষয়ে শিক্ষা দেন তাহা হইলে শিশু আনন্দের সহিত তাহা শিখিবার চেষ্টা করে। শিশু যখন ৭৮ বৎসরে পদার্পণ করে তখন নাচ ও গানের প্রতি তাহাদের আগ্রহ কিছু মাত্র কমে না। আমাদের আধুনিক বিদ্যালয়ে শিশুদের নাচ-গান ও caricature-এর ব্যবস্থা থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়।

অনেকেই মনে করেন যে, ৭৮ বৎসর বয়সে মেয়েরাই ছেলেদের অপেক্ষা অভিনয় পছন্দ করে বেশী। অবশ্য ইহা সত্য যে, এই বয়সে লাজগোজ করিয়া দর্শকদের সম্মুখে নিজেদের জাহির করিবার প্রবৃত্তি ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদেরই বেশী থাকে। ছেলেরা অপেক্ষাকৃত অধিক আত্মসচেতন এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটী সম্বন্ধেও সহজেই সজাগ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই নির্ভর করে শিশু কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে তাহা নির্দেশ করার উপরে। ছেলেরা যখন খেলা করে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি করে তখনও তাহারা অভিনয় করে। তবে পার্থক্য হইতেছে যে, ছেলেরা কাজের উন্মাদনায় নূতন নূতন ভূমিকায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিবার আগ্রহেই থাকে যশগুল; অন্যের প্রশংসা লাভ করিবার জন্য ছেলেরা মেয়েদের মত ব্যগ্র নয়। বালকের অভিনয় তখনই সাফল্য-মণ্ডিত হয় যখন অভিনয়ের বিষয়বস্তু হয় তাহার মনঃপূত এবং সে দর্শকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারে। বালক যে ভূমিকাকে ছেলেমানুষী এবং আত্মমর্যাদা হানিকর মনে করে তাহাকে জোর করিয়া কখনও সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করা উচিত নয়। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা শিশুচরিত্রের একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। অধ্যাপক বার্ট বলেন, ৯ হইতে ২ বৎসরের শিশুদের একটা প্রধান আমোদ হইতেছে কিছু না কিছু তৈয়ারী করা। সব সময়ই শিশু হাতে দিয়া কোন না কোন জিনিস তৈয়ারী করিয়া থাকে। যদি শিশুর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা পাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে শিশু এমন জিনিস করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে যাহা তাহার খেলার প্রয়োজনে লাগিবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাদা, plasticine, কাগজ প্রভৃতি সহজে নমনীয় জিনিস ছাড়িয়া শিশু

কাঠ, বোর্ড প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন পদার্থের জিনিস তৈয়ারী করিতে থাকে। বিভিন্ন দ্রব্য মিশাইয়া শিশু আপন ইচ্ছায় এমন নূতন নূতন জিনিস তৈয়ারী করে যে, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

শিশু যতই বড় হইতে থাকে ততই সে চায় যে তার তৈয়ারী জিনিস গড়নে, পরিপাটিতে এবং মাপে বাস্তবের কাছাকাছি যাক। বয়স বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বালক বালিকারা কেবল মাত্র কাজ করিয়াই আনন্দ পায় না, তারা চায় কাজটি ভাল ভাবে হোক। কিন্তু শিশুর কাছে যদি নিখুঁত গড়ন এবং যথাযথ মাপ আশা করি তাহা হইলে আমরা ভুল করিব। আমাদের চলতি শিক্ষাপদ্ধতির একটা প্রধান দোষ হইতেছে যে, আমরা উদ্ভাবনী শক্তি অপেক্ষা কাজের পরিপাটি, কল্পনা অপেক্ষা টাকা-পয়সার হিসাব এবং শিশুর সৃষ্টির আনন্দ অপেক্ষা শিক্ষার স্তরভেদকে বড় করিয়া দেখিয়াছি। শিশুদের কাছে যদি কোন জিনিসের সুন্দর পরিসমাপ্তি এবং সঠিক মাপ-জোপ চাই তাহা হইলে আমরা কাজ ছাড়িয়া ছায়ার পিছনে ছুটিব; শিশুর নিকট সুন্দর পরিসমাপ্তি এবং সঠিক মাপ-জোপের কোন মূল্য নাই। এই দিকে বেশী জোর দিলে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হাতের জোর এবং চোখের দৃষ্টিশক্তির বিকাশ লাভ করিবে এবং তখন শিশু কোন জিনিস সুন্দর ও সঠিক করিবার মূল্য বুঝিবে।

শিশুর হাতের তৈয়ারী জিনিসের মূল্য যে আমরা দিই না তাহা নহে। তবে আমরা নিজেরা ঠিক করিয়া দিই শিশু কোন্ জিনিস তৈয়ারী করিবে; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের পছন্দ ঠিক মত হয় না। ছেলেদের হাতের কাজের syllabus করিতে গিয়া বস্তার তালিকায় ট্রে, সাবানের বাক্স, কাগজের তাক ইত্যাদি নির্দিষ্ট করি; প্রাপ্ত-বয়স্কদের কাছে ইহাদের মূল্য আছে সত্য, কিন্তু শিশুর সৃষ্টি করিবার আগ্রহ ইহাতে মোটেই জাগরিত হয় না। অধ্যাপক ঘাটের মতে রেলওয়ে সিগনাল, চিমির কৌটার তৈয়ারী খেলার গাড়ী ইত্যাদি যাহা চালান যায় তাহার প্রতি ৭ হইতে ১১ বৎসর বয়সের শিশুর আগ্রহ থাকে যথেষ্ট। খেলায় দরকার লাগিবে বা তাহার স্কুল-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজেই শিশুর আগ্রহ দেখা যায় বেশী। কাঠ, শিল্পবোর্ড এবং ছোটখাট সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে শিশুদের দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কাছে খুব উচ্চ শ্রেণীর কিছু আশা করিলে আমাদের হতাশ হইতে হইবে।

আজ কাল দেখা যায় মেয়েরাও ছেলেদের মতই হাতুড়ী, screw-driver এবং করাত ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু মেয়েদের আগ্রহ সাধারণতঃ সেলাই, বুনাই, মুড়ি তৈয়ারী, মাটির গৃহস্থালীর জিনিস তৈরী করার দিকেই বেশী দেখা যায়। শিশু-অবস্থায় মেয়েরা পুতুল লইয়া যে গৃহস্থালী পাতায় ইহাকে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় বলা যাইতে পারে। ৭ হইতে ১১ বৎসরের বালিকারা তাহাদের পুতুলকে নানা রকম সাজে সাজাইয়া আনন্দ

পারে। কোন কোন বালিকাকে দেখা যায় যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া পুতুলকে পোষাক পরাইতেছে—তবে এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই হইতেছে যে, পুতুলের পোষাক তৈয়ারী হয় কিন্তু অত্যন্ত চলতি কাল ফ্যাশানের।

৭ হইতে ১১ বৎসরের বালিকারা অঙ্কন করিতে এবং রং দিয়া নানা রকমের নমুনা প্রস্তুত করিতে ভালবাসে, কিন্তু এই বয়সের ছেলেরা চায় কোন গঠনমূলক কাজ করিতে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই এই বয়সে ছবি আঁকিতে ভালবাসে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইলে শিশুরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি আঁকিয়া কাটাইয়া দিতে পারে। অল্প বয়সে শিশুরা মানুষ বা চলনশীল জীব-জন্তুর ছবি আঁকিতেই বেশী পছন্দ করে। অন্যের আঁকা ছবির অনুকরণ করিতে শিশু নারাজ। শিশুরা সৃষ্টিকর্তা; খড়ি এবং পেন্সিল দ্বারা শিশু পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য বিচার করে। শিশুরা স্বেচ্ছায় মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবি এবং চলন্ত জাহাজ বা মোটরগাড়ী সুন্দর ভাবে আঁকে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিশুরা চিত্রে রূপ দান করিতে চেষ্টা করে। শিশুদের শিক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদেরকে শিশুদের কাছ হইতে শিক্ষা লইতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা যে কেবল নিজ হাতে জিনিস তৈয়ারী করিতে ভালবাসে তাহাই নহে; তাহাদের মধ্যে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রবৃত্তিরও প্রাবল্য দেখা যায়। এই বয়সে দেখা যায় যে, শিশুদের পকেট ভর্ত্তী থাকে নানারকম আজেবাজে জিনিসে—মায়ের চোখে হয়তো এইগুলি আবর্জ্জনার নাম মাত্র, কিন্তু শিশুর কাছে ইহাদের মূল্য অনেক বেশী। প্রত্যেক ছেলে মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি অধিকারের প্রবৃত্তি সহজাত এবং প্রবল। এই প্রবৃত্তি স্ফুরণের সুযোগ না পাইলে হিংসা এবং চৌর্য্য প্রবৃত্তি রূপে অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু এই মালিকানা প্রবৃত্তি বিকাশের সুযোগ দিতে পারিলে শিশুর বুদ্ধি ও আত্মসম্মান-জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ক্লাসে এবং বিদ্যালয়ে সংগ্রহশালা স্থাপনের দ্বারা শিশুদের মধ্যে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রবৃত্তির বিকাশের সুযোগ মিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

ছোট শিশুদের পশুপক্ষীর গল্প খুব প্রিয়, কিন্তু পশুপক্ষী মানুষের মত কথাবার্ত্তা না বলিলে শিশুদের ভাল লাগে না। মানুষরূপে কল্পিত ঝড়, বাদল প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির গল্পও শিশুরা শুনিতে ভালবাসে। সুস্পষ্ট ও মাধুর্য্যপূর্ণ ভঙ্গীতে বর্ণিত পশুপক্ষীর সত্য কাহিনীও শিশুদের বিশেষ প্রিয় একথা বলা যায় না; তবে ৮।৯ বৎসরের শিশুদের কাছেই ইহার আদর বেশী। অতি মামুলী ধরণের পরীর গল্প ৬।৭ বৎসরের শিশুর প্রিয়; কিন্তু আরব্য উপন্যাস-ধরণের গল্প ৮ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ভাল লাগিবার কথা নহে। ৮।৯ বৎসরের শিশুরা পরীর গল্প, ছড়া ও অন্যান্য দেশের শিশুদের কাহিনী এবং জীবজন্তুর কথা শুনিতে ভালবাসে। কিন্তু এখানে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য চোখে পড়ে। ছেলেরা ভালবাসে বন্যজন্তুর গল্প এবং বন্যজন্তু শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী; আর

এমন অনেক শিল্প আছে যার জন্য খুব বেশী টাকার দরকার হয় না। সহজেই এদের যে কোনও একটি বা দুইটি শিল্পকে নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা চলতে পারে। তকলিতে সুতাকাটা মেয়েরা পছন্দ করে গৃহপালিত জীবজন্তুর কথা। ৯।১০ বৎসর বয়সেও মেয়েদের রূপকথার প্রতি আকর্ষণ থাকে কিন্তু, ছেলেরা পছন্দ করে দেশ-বিদেশের বীর পুরুষদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী। এই সময় হইতেই ছেলে মেয়েদের বই পড়িবার আগ্রহ দেখা যায়। ৯ বৎসরের কম বয়সের ছেলে মেয়েরা ছোট গল্প পড়িতেই ভালবাসে, কিন্তু তদূর্দ্ধ ছেলে মেয়েরা এখন হইতেই অপেক্ষাকৃত বড় গল্প পড়িতে আরম্ভ করে।

১০ বৎসরের ছেলে মেয়েদের কাছে রূপকথার মূল্য বিশেষ থাকে না, কিন্তু পৌরাণিক গল্পের প্রতি আকর্ষণ এই বয়সেও যথেষ্ট থাকে। পৌরাণিক কাহিনীর কোলঘেঁষা ঐতিহাসিক গল্পও এই বয়সের শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারে। বড় লোকদের জীবনীর প্রতি আকর্ষণ এই বয়সে একটু একটু করিয়া সুরু হয়। ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং আবিষ্কারকদের কাহিনী ১০।১১ বৎসরের শিশুদের খুব প্রিয়। কৌশলী শিক্ষক শিশু-চরিত্রের এই দিকটার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের সূত্র ধরিয়া ইতিহাস, ভূগোল পাঠ সুরু করাইতে পারেন। বেশী বুদ্ধিমান ছেলেরা এই বয়স হইতে আবিষ্কার ও কারিগরী বিষয়ক বই পড়িতে আরম্ভ করে। ১১।১২ বৎসরের বয়সে engineering এবং কারিগরী কাজের প্রতি আকর্ষণ সাধারণ ছেলে মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু দুঃসাহসিক ও রহস্য-জনক ঘটনা-পূর্ণ পুস্তকই ছেলে মেয়েদের আকৃষ্ট করে বেশী। মানুষের শরীরতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণও ১১।১২ বৎসরের শিশুদের মধ্যে দেখা যায়।

---

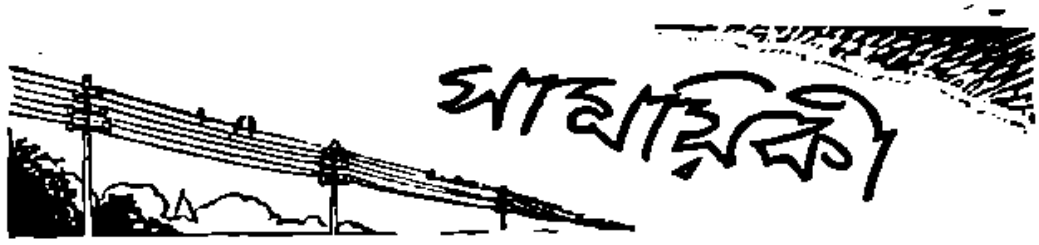


**সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন—**

আগামী ১০।১১ই মার্চ দিল্লীতে সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে শিক্ষকদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবার (charter of rights) জন্য নাকি আইন পাশ করাইবার চেষ্টা হইবে। বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে। সত্যই শিক্ষকদের মুখের দিকে চাহিয়া এই রকম একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষকদের বেতনের হারের কোন সামঞ্জস্য নাই। শুধু তাহাই নহে; একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে একই প্রকার বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকমের বেতনের হার প্রবর্তিত আছে। এই রকম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন যত শীঘ্র হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

**'জনশিক্ষা'—**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ হইতে 'জনশিক্ষা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করা হইতেছে। সদ্যশিক্ষিত বয়স্কদের আনন্দ ও জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে এই সাময়িক পত্রিকা খানির আবির্ভাব হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে নানা রকম সাময়িক পত্রিকার প্রচার আছে বটে কিন্তু শিশুদের এবং সদ্যশিক্ষিত বয়স্কদের পাঠোপযোগী উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার অভাব যথেষ্ট আছে। সরকারের যে এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। যে উদ্দেশ্যে 'জনশিক্ষার' আবির্ভাব হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। কিন্তু আশঙ্কা হয় সরকারী পরিচালনায় ইহা সরকারের প্রচার পুস্তিকায় পরিণত না হয়।

**আমাদের নিবেদন—**

'ঘাড়ালার শিক্ষক' যে কাগজে ছাপা হয় তাহা পাওয়া যাইতেছে না। অধিক মূল্যে (ব্লাকে মার্কেটে) কাগজ কিনিয়া পত্রিকা বাহির করা সম্ভব নয় বলিয়া পত্রিকার যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের এই ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

---

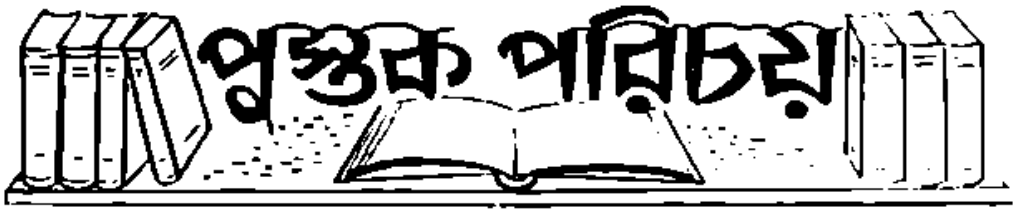


**ভ্রমণে দর্শন**—সেবকের 'ভ্রমণে দর্শন' গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনী নয়; পথের আনন্দ ও আতঙ্ক, প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য ও নরনারীর বিচিত্রতর বর্ণনা সাধারণ ভ্রমণ কাহিনী-গুলির মধ্যে যে রস-সঞ্চার করিয়া ঐগুলিকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলে 'ভ্রমণে দর্শন'এ তাহার অভাব নাই সত্য কিন্তু ইহাই সেবকের রচনার একমাত্র পরিচয় নয়। উন্নত গিরিরাজের গাত্র বাহিয়া যে সহায়সম্পদহীন মানুষটি উপরে উঠিতেছে, তাহার মনের স্থৈর্য ও বিক্ষোভ প্রতিফলিত হইয়াছে এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে। লাঞ্ছনা নির্যাতন ও দারিদ্র্যের মধ্যেও একটি সাধারণ মানুষ তাহার অন্তরতম সত্তাটিকে অবিকৃত রাখিয়া কি করিয়া অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে, চারিদিকের হীনতা ও তুচ্ছ স্বার্থসংঘাতের মধ্যেও আত্মার শুভ্রতা ও সৌরভ কি ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার পরিচয় আছে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে। আন্তরিকতার সহজ সুর ও পৌরুষের দ্বিধাহীন দৃপ্ত কণ্ঠ—আধুনিক বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে এ উভয়েরই অভাব আছে মনে হয়। 'ভ্রমণে দর্শন' এই অভাব খানিকটা মোচন করিয়াছে।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী
হুগলী মহসীন কলেজের বাংলা
সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

# লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুর

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কাহাকাহিনী ;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের কণ্ঠশিল্পী সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কা জী আ ব দু ল ও দু দে র**

**কবিগুরু গ্যেটে** প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৬৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** **সরোজকুমার রায়চৌধুরী**

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, লীলাময়ীর (৫ম সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ৩৲ আগামী প্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ বন্ধনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ হৈমন্তিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

**পরিমল গোস্বামী**

মহানগর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

দুষ্মন্তের বিচার (২য় সং) ১৷০

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

**শ্রীমতী বাণী রায়**

প্রেম ৩৲

**রেণু মিত্র** এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷০

**মো হি ত লা ল ম জু ম দা র**

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু নেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ২৲ লক্ষবীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

◆ ◆ জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড ◆ ◆

◆ ◆ ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ◆ ◆

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ভগিনী রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারাপ্রসন্ন রায়, এম এস-সি, বি, এ, বি টি কর্ত্তৃক লিখিত

# —স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে নামমাত্র মূল্য দেড় টাকা

—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get-up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ভাষার মাধুর্য্যে এই পুস্তকটি উপভোগ্য হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঞ্জীবন মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtala Street, Calcutta*

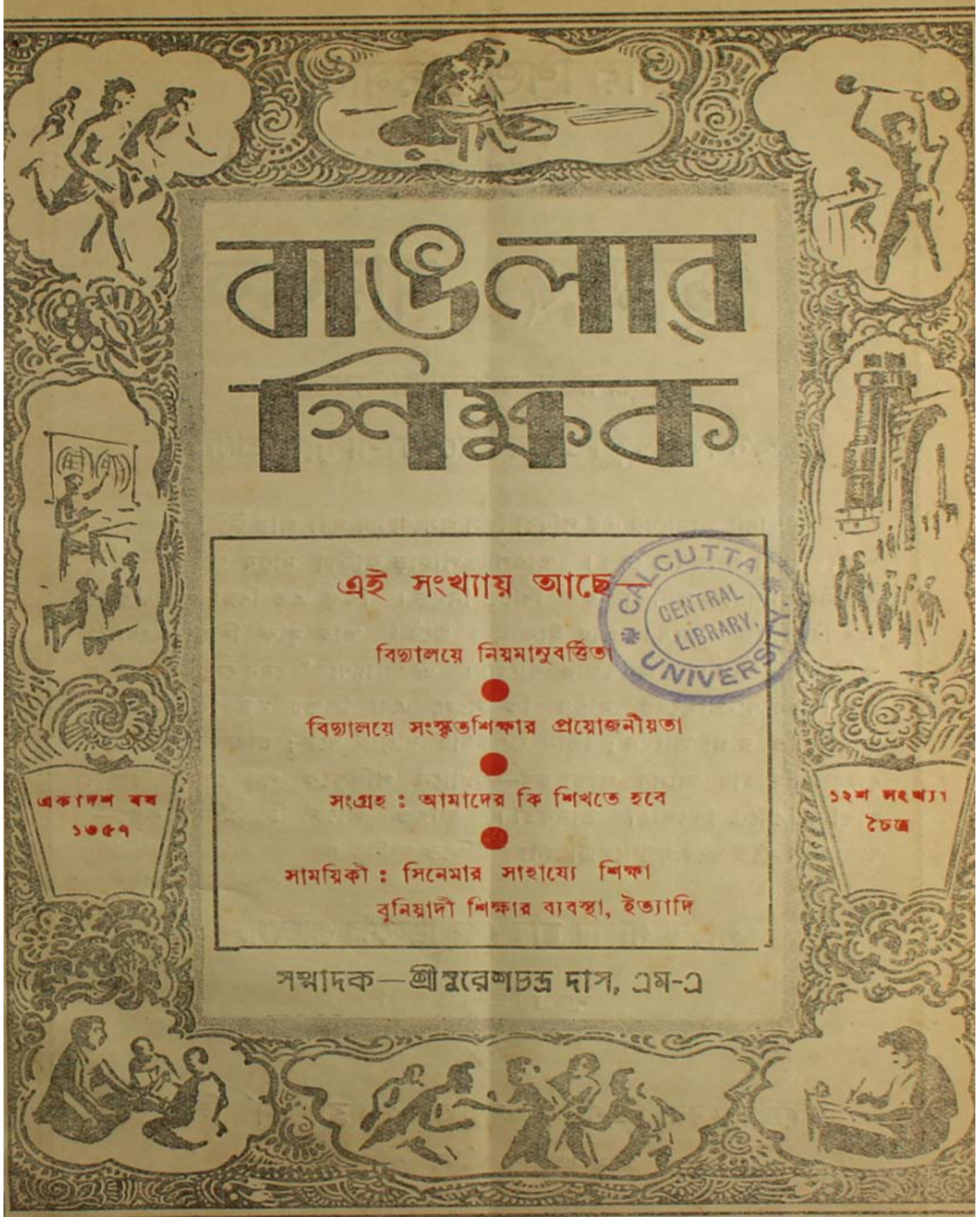

# বাঙলার শিক্ষক

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

এই সংখ্যায় আছে—

বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা

●

বিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

●

সংগ্রহ : আমাদের কি শিখতে হবে

●

সাময়িকী : সিনেমার সাহায্যে শিক্ষা
বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা, ইত্যাদি

একাদশ বর্ষ
১৩৫৭

১২শ সংখ্যা
চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ

বার্ষিক চাঁদা—তিন টাকা ( ডাকমাশুল সহ ) • প্রতি সংখ্যা—পাঁচ আনা

সুবীর শিশু গ্রন্থমালার

পঞ্চম অর্ঘ্য

# ছেলেদের আরণ্যক

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক

স্বর্গগত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

একদিন আমাদের এই পৃথিবী ছিল অসংখ্য নদ-নদী আর উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা রূপকথার দেশ। তারপর পাহাড় কাটিয়া মানুষ গড়িল বসতি, কত নগর-নগরী—সভ্যতার কত বিচিত্র নিগড়। কিন্তু এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসেও মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাই বুঝি শিশুর মধ্যে সে ক্ষণিকের বিশ্রাম চায় রূপকথার রাজ্যে। ঐ 'আরণ্যক' যেন সেই রূপকথার দেশ। অরণ্য-প্রান্তরের মানুষ কি সরল, এবং শিশুর মত কি নিরলস। তাহাদেরও রাজা আছেন; তিনি রূপকথার রাজাই বটে; চারণভূমির প্রাচীন বৃক্ষমূলে তাঁহার আসন পাতা হয়—সেখানে পথিককে পথ দেখায় রাজার নাতনির মেয়ে কিশোরী ভানুমতী। আরও আছে চিরদুঃখিনী কন্যা—যাহার হাসিতে ঝরে মুক্তাগোটা আর আঁখিতে মানিক।

পাতায় পাতায় ছবি এবং ত্রিবর্ণের প্রচ্ছদপট

মূল্য তিন টাকা

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ উপহার

কবি মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের লেখা

সর্ব্বপ্রথম ছোটদের বই

সুবীর শিশু-গ্রন্থমালার

প্রথম গ্রন্থ

# রূপকথা

বহুবাঞ্ছিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল

●

রং-বেরংয়ের ছাপা

প্রসিদ্ধ শিল্পী-অঙ্কিত চিত্রে চিত্রময়

সুদৃশ্য বাঁধাই

## কয়েকটি অভিমত

NATIONALIST—...What pleasure there is to be got will be shared by all children from 'six to sixty.'

**সুপ্রভাত** :—কবিতার এই অনুপম সংগ্রহটি পড়িয়া ছোটরা ত' বটেই, তাহাদের অভিভাবকেরাও সবিশেষ প্রীত হইবেন। ... পাতায় পাতায় অলঙ্করণ ও চিত্রের যে সমারোহ দেখিলাম তাহাও কম নয়। এই বই ছোটদের হাতে দিলে তাহাদের গুরুজনেরা সত্যকার একটি সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর কবিতা গ্রন্থের সঙ্গেই শিশুদিগকে পরিচিত করিবেন।

AMRITA BAZAR PATRIKA—..It is a beautiful book, indeed, full of fine illustration. Priced moderately, it should command an extensive sale, for it is an ideal gift for the young one, they would love to buy and possess. It can be said unhesitatingly that the poet, the artist and the publisher have co-operated most successfully.

●

●

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

## 'বাঙলার শিক্ষকে'র নিয়মাবলী

১। 'বাঙলার শিক্ষক' প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এবং বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করা হয়।

২। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন এবং ডাকঘরের মন্তব্যসহ আমাদের জানাইবেন।

৩। 'বাঙলার শিক্ষকে'র সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র, প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা। সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা কিংবা ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা প্রেরণ করা হয় না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মনিঅর্ডার-যোগে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইবেন।

৫। পত্রে এবং মনিঅর্ডার কূপনে নূতন গ্রাহক হইলে **নূতন গ্রাহক** এবং পুরাতন গ্রাহক হইলে **গ্রাহক নম্বর** উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না, অন্যথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

৬। সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ম্যানেজার
**'বাঙলার শিক্ষক'**
১১৯, বর্ণওলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

---

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘের মুখপত্র

## —স্বাস্থ্য-সমাচার—

( মাসিক পত্রিকা )

বিগত বৈশাখে ৩৮শ বৎসরে পড়িয়াছে

সম্পাদক—**ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্-বি**

**ইহাতে পাইবেন—**

১। বাঙ্গালার মনীষীগণ-লিখিত সুস্থ সবল জাতি গঠনে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।

২। গভর্ণমেণ্টের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ; দেশবিদেশের জ্ঞানগর্ভ সংবাদ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।

৩। প্রশ্নোত্তর, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি।

**বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা**

কার্য্যালয়—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[ নমুনা সংখ্যার জন্য পত্র লিখুন ]

---

৺জগচ্চন্দ্র নাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত

জাতি-গঠন-কর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র

মাসিক

## সং গ ঠ ন

নিয়মিত পাঠ করুন

নূতন দেশ ও মানুষ গড়ে তোলবার
দায়িত্ব আজ সকলের।
ভাবুন, জানুন, দেশ কি ভাবে গড়ে উঠছে,
কোথায় কি সমস্যা।

**প্রতি সংখ্যা ।৷০**

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৷৷০

সম্পাদিকা **শ্রীমতী অমৃতকণা মিত্র**

কার্য্যালয়—৪।২, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা

পরিচালনা : সংগঠন ট্রাস্ট

১১শ বর্ষ ] চৈত্র, ১৩৫৭ [১২শ সংখ্যা

# বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

ইংরেজী ডিসিপ্লিন্ ( discipline ) শব্দটীর বাঙ্গালা অনুবাদ কয়েক রকমেই হইতে পারে—শৃঙ্খলা, সুশাসন, নিয়মানুবর্ত্তিতা ইত্যাদি। আমি শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করিয়াই একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের চিত্র প্রদর্শন করিতেছি। বিদ্যালয়টি অবশ্য বালিকাদের ; শিক্ষাদান-কার্য্যে অধিকাংশই মহিলা, শুধু তিনজন পুরুষ শিক্ষক এবং কেরাণী, দপ্তরী, দারোয়ান প্রভৃতি পুরুষ। যাহারা জল দেয় তাহারা এবং যাহারা বাসে বা গাড়ীতে মেয়েদের সাথে যাতায়াতে সঙ্গিনী, তাহারা মেয়ে। নিয়মানুবর্ত্তিতাগুণে এই বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে।

বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে এমন একটা সংশয় ছিল—ছেলেদের ন্যায় মেয়েরাও প্রকৃতপক্ষে সুশিক্ষিতা হয় কিনা এবং বিদ্যাগ্রহণ করিতে পারে কিনা ? কেহ কেহ এমন ধারণাও পোষণ করিতেন, বার্ষিক পরীক্ষার পর প্রমোশন প্রদান কালে শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকগণ হয়ত মেয়েদের প্রতি সস্নেহ করুণা প্রদর্শন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'এলাউ' করিবার সময় এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেও পরীক্ষকগণ হয়ত মেয়েদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্ত তাহা নয়। পুরুষ-সাধারণের এ সংশয়ও যথার্থ নয়। আসল কথা, বুদ্ধিতে, মেধায় ও বিচক্ষণতায় মেয়েরা যেরূপ পুরুষের সমকক্ষ বিদ্যাগ্রহণেও তাহারা কিছুতেই ন্যূন নহে। বিশেষতঃ, যে-ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্ত্তিতা সুরক্ষিত, সে-ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষাদান-কার্য্যে সোনা ফলে।

শৃঙ্খলা ও সুশাসনগুণে উর্ব্বরক্ষেত্রে উপ্ত বীজ সোনার ফসল উৎপন্ন করে। তাহারই একটী দৃষ্টান্ত এই স্থলে সংক্ষেপে বলিতেছি।—এই স্কুলে ১৯৩৪ হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরকাল মধ্যে তিনবার তিনটি মেয়ে, বালিকাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান লাভ করে। একটী কল্যাণী চৌধুরী, অপরটি রাজলক্ষ্মী দেবী, তৃতীয়টি লতিকা বসু। অবশ্য ইহার পূর্ব্বেও যে এই স্কুলের বালিকা প্রথম স্থান লাভ করা

করিয়াছে তাহা নহে। আমরা শুধু এই দশ বৎসরের চিত্র প্রদর্শন করিতেছি। প্রত্যেক বৎসরই ২।৩টী বালিকা বৃত্তিলাভ করিয়াছে। নানা বিষয়ে নানা বালিকা উৎকর্ষ-সূচক সম্মান (বা লেটার) পাইয়াছে। বহু বালিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া নক্ষত্রচিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছে। এই দশ বৎসর-মধ্যে ৫।৬ বৎসর শতকরা সমস্ত বালিকা সমুত্তীর্ণ, তন্মধ্যে আবার কয়েক বৎসর শতকরা সব ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া পার্শ্ববর্তী অপরাপর স্কুলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ স্কুলের ২।১ জন পুরুষ শিক্ষকের নিকট চুপে চুপে বলিয়াছে, পরীক্ষকগণ মেয়েদের কাগজ উদারতার সহিত (leniently) পরীক্ষা করেন।

কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে না যে, স্কুলের ২৬টী ছাত্রীমধ্যে ২৬টীই উত্তীর্ণ এবং সব কয়টি প্রথম বিভাগে, সেই স্কুলের বালিকাদের প্রতি, অপরিচিত দূরদেশবর্তী পরীক্ষকগণ উদারতা দেখাইতে যাইবেন কোন্ কারণে? শুধু বালিকা বিদ্যালয় বলিয়া নয়, বালকদের বিদ্যালয়েও যদি এইরূপ সুফল পরিদৃষ্ট হয় তবে বলিতে হইবে, সেই স্কুলের শিক্ষাদানকার্য্যও সাফল্যমণ্ডিত, এবং এই সফলতার প্রধান হেতু নিয়মানুবর্ত্তিতা।

স্বয়ং প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি শৃঙ্খলা রক্ষণে ও সুশাসনে দক্ষ হন তবে অন্যান্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীগণও প্রধানের অনুসরণে যত্নবান্ হইবেন, এবং সেই যত্ন আসিয়া কাজ করিবে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর।

আলোচ্য বিদ্যালয়টীর চিত্র একবার দেখুন। প্রত্যহ ১১টার সময় ক্লাস বসে, কিন্তু বিভিন্ন কক্ষের দরজাগুলি খোলা হয় আধঘণ্টা পূর্ব্বে। অর্থাৎ সাড়ে দশটার সময়। অবশ্য প্রধান দ্বার আরও কিছু আগেই খোলা হয়। হোষ্টেলে থাকে ৭৫টি মেয়ে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, একা একা, অথবা এলোমেলোভাবে আসিতে পারিবে না। এগারটার ১৫ মিনিট পূর্ব্বে হোষ্টেলে বেল্ বাজার সঙ্গে সঙ্গে সেই ৭৫টী সুসজ্জিতা বালিকা এক এক লাইনে দুই দুইটি হাঁটিয়া ধীরমন্থর গতিতে হোষ্টেলের সম্মুখস্থ বাগানের পথ অতিক্রম করিয়া আসিবে। তখনকার দৃশ্যটী বড় চমৎকার। ছোট ছোট মেয়েরা আগে আগে, বড় মেয়েরা উচ্চতা অনুসারে পেছনে পেছনে আসিতেছে। প্রত্যেকের হাতে পুস্তক। বেশ-ভূষা পরিচ্ছন্ন; বিলাসিতার প্রশ্ন তাহাতে নাই। মাথার চুল এলোমেলো কাহারও নয়। বেণী বন্ধনের প্রথা নিয়মাবদ্ধ।

এগারটার ৫ মিনিট পূর্ব্বে স্কুলের ঘণ্টা পড়ামাত্র বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীগণ, উচ্চতা অনুসারে ছোটরা আগে এবং বড়রা পেছনে, উচ্ছলিত আনন্দে সুবৃহৎ বলগৃহে সমবেত হয়। ৩য় মান হইতে ১০ম মানের ছাত্রীগণ প্রায় দেড় মিনিটের মধ্যে সকলে আসিয়া বলগৃহে দাঁড়ায়। ৩য় মানের ছাত্রীগণ প্রথম সারিতে, তার পেছনে পেছনে ৪র্থ হইতে দশম মানের ছাত্রীগণ দণ্ডায়মান। বাকী তিন মিনিট কি সাড়ে

তিন মিনিটের মধ্যে একটি প্রার্থনা-সঙ্গীত সমাপ্ত হয়। সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গান। সেই হলগৃহের একপাশে সুবৃহৎ একটী অরগান্ বাজান কোনও শিক্ষয়িত্রী। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর প্রত্যহ ভগবদ্ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে সুধা বর্ষণ করে। ১৯৩৪ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল, প্রথম মান হইতে পঞ্চম মান পর্য্যন্ত যে সমস্ত বালিকার কণ্ঠ মধুর শুধু তাহারাই গোড়াতে প্রার্থনা-সঙ্গীত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে গাইবে, কিন্তু পরে নিয়ম হয় যে, এক একদিন এক এক শ্রেণীর মেয়েরাই গোড়াতে গান করিবে এবং সমস্ত শ্রেণীর সব বালিকা সমবেত কণ্ঠে সেই গান সুর-তান-লয় সহ উচ্চারণ করিবে; অবশ্য চারিশত ছাত্রীমধ্যে ২।৩টি যে বাদ না যায় তা নয়, সকল মেয়ের কণ্ঠেই ভগবতী সুরদেবতা কৃপাবতী হন নাই। হলের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ মনে প্রাণে সেই সঙ্গীত উপভোগ করেন। গানের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ নাই। জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে-গান সুরুচিসম্পন্ন ও ভক্তিরসাত্মক সে-গানই গীত হয়। ২।৩টী গানের কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি —

১। (আজি) প্রণমি তোমায় চলিনু নাথ
সংসার কাজে।
তুমি আমায় নয়নে নয়নে রেখ
অন্তর মাঝে। ইত্যাদি

২। গানের সুরের আসন খানি
পাতি পথের ধারে;
ওগো পথিক ওগো পথিক
তুমি এসে বসবে যারে যারে। ইত্যাদি

৩। ছোট শিশু মোরা, তোমারি করুণা
হৃদয়ে মাগিয়া লব ইত্যাদি।

৪। জানি তুমি মঙ্গলময় ইত্যাদি। ৫। হে সখা মম হৃদয়ে রহ ইত্যাদি।

গান সমাপ্তির পর আবার সেই চারিশত মেয়ে শৃঙ্খলার সহিত স্ব স্ব শ্রেণীতে প্রবেশ করে। একের সঙ্গে অন্যের ধাক্কাটি লাগিবার জো নাই। যেন একটী mass drill হইয়া গেল।

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণও সেই সঙ্গে সঙ্গে যার যার শ্রেণীতে চলিয়া গেলেন। এক মিনিট বিলম্ব হওয়ার পক্ষে কোনও হেতু নাই, কারণ সকলেই হলগৃহ হইতে স্ব স্ব শ্রেণীতে চলিয়া যান। পুঁথিপুস্তক সঙ্গে নিতে কাহারও কাহারও কয়েক সেকেণ্ড বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু ছাত্রীগণের উপবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষয়িত্রীগণ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

অপর এক বিশেষত্ব, প্রত্যেক পিরিয়ডের পর ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক শিক্ষয়িত্রীর কক্ষত্যাগ এবং অপর শিক্ষয়িত্রীর কক্ষে প্রবেশ। অকারণে বা স্বল্প কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর তীব্র দৃষ্টি ইহা এড়াইতে পারিবে না।

প্রধান শিক্ষক যদি নিয়ত জাগ্রত-দৃষ্টি-সম্পন্ন ( ever watchful ) থাকেন তবে ইহাকে কড়াকড়ি বলা চলে না। ইহাও নিয়মানুবর্তিতার অঙ্গ। যে-স্কুলে প্রায় সকল শিক্ষকই বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন অনুসারে স্বেচ্ছায় বা প্রধানের ইচ্ছায় পরিচালিত হন সে-স্কুলের প্রধানকে কঠোর বলা চলে না, বরং এই শ্রেণীর স্কুলের কাজ করিতেই শিক্ষকদের আনন্দ ও আগ্রহ বেশী। যে সমস্ত স্কুলে নিয়ম-কানুন শিথিল সেই সব স্কুলে কাজ করিয়া সুখ নাই, ইহাই অধিকাংশ শিক্ষকের সুস্পষ্ট অভিমত।

১। মেয়েদের ক্লাস সাধারণতঃ চুপচাপ। কেহও বিনা প্রয়োজনে টু শব্দটি করিতে নারাজ। পরস্পর ঝগড়া কাঁটি দূরের কথা।

২। উপরের ক্লাসগুলিতে বালিকাদের চঞ্চলতা পরিদৃষ্ট হয় না।

৩। নীচের ক্লাসের বালিকাদের মধ্যে যদিও কিছু চঞ্চলতা দেখা যায়, তবু তাহা ক্লাসের মধ্যে তত নয়, বাহিরের নানাপ্রকারের খেলাধূলাতে সেই চঞ্চলতা পরিস্ফুট, ক্লাসের ভিতরে তাহারা শিক্ষকদের ইঙ্গিতে বা হুম্‌কীতে সদা নীরব। বহিরঙ্গণে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রচুর।

৪। বিভিন্ন ঋতুতে ব্যাডমিন্টন্, ভলিবল প্রভৃতি খেলার জন্য পঠন পাঠনে ইচ্ছাকৃত বিঘ্ন উৎপাদন নাই।

৫। ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া, থুথু ফেলা, জানালার বাহিরে উঁকি মারা ; এগুলোও যথাসম্ভব কম।

৬। প্রকৃতির চাপে যে দুইটী বেগ, কি পুরুষ কি মেয়ে কেহই ধারণ করিতে পারে না সেই বেগও মেয়েদের মধ্যে অতি অল্পই লক্ষিত হয়। নীচের ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কচিৎ-কদাচিৎ কোনও বালিকা হয়ত বলে, "ছোট বাইরে যাব মাসীমা।" অর্থাৎ প্রস্রাব করিতে যাইবে। মাসের মধ্যে হয়ত কালেভদ্রে কোনও বালিকা বিষণ্ণ মনে প্রার্থনা করে "বড় বাইরে যাবো।" অর্থাৎ পায়খানার বেগ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্রামের ঘণ্টাতেই এই সব কাজের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

৭। ক্লাসের ভিতরে সব সুশৃঙ্খলার সহিত সাজানো। টেবিল বেঞ্চি চক্ ডাষ্টার কেহই ইচ্ছাপূর্বক নাড়াচাড়া করে না।

৮। টুক্‌রা কাগজটুকু পর্যন্ত প্রকোষ্ঠের কোণে অবস্থিত ঝুড়িতে ফেলা হয়। অন্যথা, ক্লাসমনিটরের দায়ী।

৯। ঝুলানো পাখাতে কালির দাগ নাই বা উহার নেকড়ার অংশ ছেঁড়া নাই।

১০। দালানের দেয়ালে কোথাও কোনরূপ পেন্‌সিলের বা কালির রেখা নাই।

১১। ব্ল্যাক্ বোর্ডে কেহ কোনও বাজে কথা লিখিয়া রাখে না।

১২। মেয়েদের পরিধানে অনাবশ্যক জমকালো পোষাক নিষিদ্ধ।

১৩। বেঞ্চিতে বসা অবস্থায় পা বা হাঁটু দোলানো মেয়েলী রীতির বিপরীত, কাজেই নিষিদ্ধ। যদি কখনো কোনো নবাগতার বা অসাবধান মেয়ের এরূপ অসাবধানতা দেখা যায়, তবে তাহার সেই দোষ ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীরাই সংশোধন করিয়া দেয়।

১৪। পরীক্ষার সময় নকল করা দোষটি যে মোটেই দেখা যায় না তাহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে, অন্যান্য ছাত্রীর চক্ষুতে হয়ত সেই দোষটি ধরা পড়িয়া যাইবে, যাহা মহা পাপ, যাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ, যাহা মৃত্যুতুল্য লজ্জাকর।

১৫। দশ বৎসরের ভিতর একদিন মাত্র একটি মেয়েকে নকল করার অপরাধে ধরা হইয়াছিল। ধরিয়াছিলেন কোনও শিক্ষয়িত্রী। ছাত্রীটি ছিল অপর স্কুল হইতে নবাগতা। কিন্তু শাস্তি হইল তাহার পক্ষে বিষম; ঐ স্কুল হইতে বিতাড়ন এবং ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে অসাধু চরিত্রের উল্লেখ।

১৬। প্রত্যেক ছাত্রীর বিভিন্ন বিষয়ের খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

১৭। সেই সকল খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় একটী করিয়া বিভিন্ন রকমের পদ্য বা গদ্যাংশ "মটো" লিখিত। যথা—

বাংলা খাতায়—

(ক) বিশ্ব যদি চলে' যায় কাঁদিতে কাঁদিতে।
একা আমি বসে' রব উদ্দেশ্য সাধিতে।

(খ) আকাশ ভেদিয়া ছুড়িব লক্ষ্য
অশনির মুখে পাতিব বক্ষ,
গৌরব-রবি হাসিবে উজল
কীর্ত্তি রাখিব জগৎ জুড়ি।

ইংরেজী খাতায়—

(গ) Light, light, more light.

(ঘ) God helps them, who help themselves.

সংস্কৃত খাতায়—

(ঙ) শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

(চ) দেহি মে বিজয়ং বীর্য্যং
বিদ্যা বিনয় বৈভবং।

স্বাস্থ্য খাতায়—

(ছ) সুস্থ রাখিব দেহ ও মন
পবিত্র হবে চিত্ত।
আনন্দে ভরিবে মম ভবন
চাহি না অপর বিত্ত।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৮। বৎসরের শেষে, সর্ব্বাধিক পরিচ্ছন্ন খাতা যাহাদের, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯। বৎসরে দুইবার সব ক্লাসের সব খাতা হলঘরে সারি সারি সাজাইয়া পরীক্ষা করা হয় যে, প্রত্যেক মেয়ের বিভিন্ন বিষয়ের খাতা আছে কিনা এবং ঐ সমস্ত খাতা শিক্ষকগণ দেখিয়াছেন কিনা। এই ব্যাপারটিতে আশ্চর্য্য ফল প্রসব করে। শিক্ষয়িত্রীগণ হুঁসিয়ার হন, ছাত্রীগণও সাবধান হয়।

২০। বৎসরান্তে মেয়েদের হাতের কাজের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। বিমন্ত্রিত বহু বহু দর্শক ও অভিভাবক শতমুখে সেই প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন; যথা—সেলাইর কাজ, চিত্র, ম্যাপ, মাটীর কাজ, উলের কাজ, বিবিধ দ্রব্য, ঘরে মিঠাই সন্দেশ প্রভৃতি।

২১। রান্নার পরীক্ষা দিবসে শিক্ষয়িত্রীগণ নানা রকমের রন্ধনদ্রব্য চাখিতে চাখিতে রসনার বোধশক্তিরও পরীক্ষা করেন।

২২। বৎসরে ২।৩ বার ষ্টাফ্-মিটিং (Staff-meeting) বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের বৈঠক বসে ছাত্রীদের উন্নতি বা ত্রুটি পর্য্যালোচনার জন্য; যথা—উন্নতকে উন্নততর পর্য্যায়ে টানিয়া তোলা, ত্রুটিগ্রস্তদের ত্রুটি সংশোধন করা। Parents' Day (বা Guardians' Gathering) মাঝে মাঝে হয়।

২৩। যে-সমস্ত মেয়ে প্রকৃত পক্ষে শাস্তির যোগ্য, তাহাদের প্রাথমিক শাস্তির ব্যবস্থা সর্ব্বশেষের বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে থাকা, হাতে কিন্তু তৎতৎ শ্রেণীর পুস্তক থাকিবে। বিশেষ অপরাধীদের শাস্তি ক্লাশের দরজার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকা। ইহাতে মেয়ে মর্ম্মাহত অবস্থায় মুখ চাকিয়া কাঁদিতে থাকে। অত্যধিক অপরাধের শাস্তি—প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কক্ষের দরজায় যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকা। অর্দ্ধমৃত অবস্থা!

২৪। শিক্ষকদের খাতা-দেখা কাজটি এই স্কুলের একটী অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ইহার ফলে আশাতীত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

২৫। Daily notes of lessons. দৈনিক শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু এবং Quarterly notes of lessons—ত্রৈমাসিক শিক্ষণীয় বস্তু নির্দ্ধারণ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রচিত না হইলেও মোটামুটি ভাবে সকল শিক্ষকেরই তাহা রাখিতে হইবে এবং তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। বিশেষত্ব এই যে, যে-সমস্ত শ্রেণীতে section বা বিভাগ আছে, সে-সমস্ত শ্রেণীতে উভয় বিভাগের শিক্ষকগণ যেন সমান ভাবে চলেন। এই বিষয়ে উভয় শিক্ষক পরস্পর ঘন ঘন আলোচনা করিবেন।

২৬। প্রতি শনিবারে ছাত্রীদের বিতর্কসভা এবং বৎসরে দুই বার কি একবার ম্যাগাজিন প্রকাশ ও অপরাপর বড় বড় স্কুলের ন্যায় সাধারণ কার্য্য। হস্তলিখিত ম্যাগাজিনের চাকচিক্যই বেশী।

২৭। অসাধারণ কার্যমধ্যে অপর একটি লক্ষণীয়। কোনও ছাত্রীবিশেষের বা ক্লাসবিশেষের কোনও একটী অপরাধ সংশোধন করিতে হইলে, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হলগৃহের প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর ২।৩ মিনিট সর্ব্বসমক্ষে সেই অপরাধিনী ছাত্রীর নাম উল্লেখ না করিয়া (কখনো বা উল্লেখ করিয়া) তাহার কৃত অপরাধ সংশোধন উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর অপরাধ অপর কোনও ছাত্রী কস্মিন্ কালেও করিবে না। যে-স্কুলে এরূপ একটী হলগৃহ আছে, সেই স্কুলের হলগৃহটিকে স্কুলের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়করূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলের সকল ছাত্রের উপর control বা আধিপত্য রাখিতে হইলে হলগৃহ ব্যতিরেকেও প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রত্যহ এরূপ একটি সম্মিলনীর (বা assembly র) ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে প্রভূত উপকার ও উন্নতি সম্ভবপর। সুশাসনে কি না হয়?

২৮। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, স্বকীয় ব্যক্তিত্ব রক্ষাকল্পে, স্কুলের নিয়মের পরিপন্থী কোনও আব্দার বা পরামর্শ কাহারও নিকট হইতে শুনিতেন না, হউক না সেই ব্যক্তি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা-মহারাজা বা অধ্যাপক, হউক না সেই ব্যক্তি গুণে জ্ঞানে ও পদে তাঁহা অপেক্ষা গরিষ্ঠ বা বরিষ্ঠ। এই ক্ষেত্রে তিনি বজ্রাদপি কঠোর, বজ্র হইতেও কঠিন, আবার স্কুলের বাহিরে সাধারণ নারীরূপে (as a woman) কুসুমাদপি কোমল—কুসুম অপেক্ষাও কোমল। ভাল ভাল স্কুলের বহু হেড্‌মাষ্টার এই গুণেই বাঘা হেড্‌মাষ্টার নামে আখ্যাত। A teacher of principle and discipline, রীতি-নীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় উপযুক্ত শিক্ষক।

২৯। একাধারে তাঁহার শিক্ষাদান-ক্ষমতাও থাকা চাই, বিদ্যালয় পরিচালনার উপযুক্ত গুণাবলীও থাকা চাই। ২।৩ বৎসর এক স্কুলে কাজ করার পর সমগ্র ছাত্র বা ছাত্রীর নাড়ী নক্ষত্র যদি পরিচিত হয়, প্রত্যেকের অভিভাবকের সঙ্গে যদি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে শিক্ষা বা শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রয়াস থাকে তবে প্রতি বৎসর শতকরা সব ছাত্র বা ছাত্রী উত্তীর্ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৩০। যে-ছাত্রের যে বিষয়ে ত্রুটি সেই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিলেই অন্যান্য বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞানে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথ সুগম হয়। রোগ বুঝিয়া চিকিৎসা প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষক-মণ্ডলীর সহায়তায় প্রধান শিক্ষক বা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী রোগীর রোগ বুঝিয়া চিকিৎসা করিবেন, প্রকৃত ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবেন, ত্রুটি ধরিয়া সংশোধন করিবেন। পরে অন্যান্য উত্তম ও মধ্যম ছাত্রদের সংস্পর্শে প্রথম বিভাগ বা দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর রাখাও সহজ হইয়া পড়ে।

৩১। বৎসরান্তে পুরস্কারবিতরণী সভাতে মেয়েদের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়াদি প্রবণাবলোকনের জন্য সমবেত পুরুষ-মহিলা-সঙ্ঘে pin drop silence, মক্ষিকার ক্ষীণ গুঞ্জন পর্য্যন্ত শ্রুত হয় না। নিয়মানুবর্ত্তিতার গুণ ছাড়া আর কি বলিব?

---

# বিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সংস্কৃতের সহিত বাঙলা ভাষার সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ, ততটা অন্য কোন ভাষার সঙ্গে নয়। প্রাকৃতই হউক, পালিই হউক, হিন্দীই হউক, আর উর্দু-পার্শীই হউক—এসকল ভাষার সম্বন্ধ গৌণ প্রকৃতির, সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ অস্থি-মজ্জার অনুস্যূত। বাঙলা ভাষার অন্যতম বা জাতপত্র-নির্দেশের জন্য পালি-প্রাকৃতের অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। কোন্ শব্দ বাহির হইতে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে হইলে এবং চল্‌তি বাঙলায় বিভক্তি-প্রত্যয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, হিন্দী বা উর্দু ভাষার কিছু কিছু চর্চ্চার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, বাক্যের শব্দসূত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য-রক্ষা ও সমাস-রচনা করিতে হইলেও অন্যান্য ভাষা হইতে সমাগত শব্দাবলীর জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে না জানিলে বাঙলা ভাষার জ্ঞান কখনও পর্য্যাপ্ত হয় না। পরোক্ষভাবে বলার উদ্দেশ্য, অনেকে সংস্কৃত না জানিয়াও, বাঙলা সাহিত্য মন দিয়া পড়িয়াই, সংস্কৃত ব্যাকরণের ও সংস্কৃত শব্দগুলির পরিচয় লাভ করেন। প্রাচীন বাঙলা গদ্য ও পদ্য মন দিয়া পড়িলেও সংস্কৃত ভাষার শাব্দিক ও আলঙ্কারিক জ্ঞান কিছু কিছু জন্মিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও বাঙলা সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না। একেবারে অসুবিধা হয় না, তাহা বলিতে পারি না।

(ক) বাঙলা ভাষায় প্রযুক্ত অনেক সংস্কৃত শব্দের অর্থ বোঝা যায় না। অভিধান দেখিলে শব্দের বাচ্যার্থ বোঝা যায়, কিন্তু লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ বোঝা যায় না।

(খ) সংস্কৃত ধরনের আলঙ্কারিকতার বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব ভঙ্গীতে রচিত বাক্যাবলীর রস উপভোগ করা যায় না।

(গ) সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে রচিত সমাসের মর্ম্মার্থ সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। বাঙলা ভাষার লেখক হইতে গেলে সংস্কৃত জানার বিশেষ প্রয়োজন।

১। সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকিলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। বাঙলা সাহিত্য যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়িলেও বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা কমে সত্য, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বর্ণাশুদ্ধি এড়াইতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান চাই-ই।

২। সংস্কৃত না জানিলে রচনা-কালে শব্দ-সম্পদের বিশেষ অভাব ঘটে। শব্দ-সম্পদের অভাবে যদি যদি ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়—গ্রাম্য শব্দের আশ্রয় লইতে হয়। ঐ গ্রাম্য শব্দগুলি অনেক সময় বাক্যের অন্যান্য শব্দের সহিত সমঞ্জস ভাবে মিল খায় না।

৩। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবের অভিদ্যোতক পদ ও উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতার নানা অঙ্গের পরিচায়ক শব্দ-সম্পদ্ সাধারণ বাঙলা ভাষায় নাই। সংস্কৃত না জানিলে প্রয়োজন হইলে তখন ইংরাজী শব্দই প্রয়োগ করিতে হয়।

৪। বিদেশ হইতে নবাগত যে-প্রকারের ভাবের বা বস্তুর নামকরণে নূতন শব্দ ও সমাস রচনার প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয় ও সমাস-সন্ধির জ্ঞানের প্রয়োজন।

৫। বৈজ্ঞানিক বিষয় লইয়া লিখিতে হইলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার যথাযথ পরিচয় দিতে হইলে পারিভাষিক শব্দের সন্ধান রাখিতে হয়। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ভিন্ন তাহা সম্ভব হয় না। অনেক সময় সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে নূতন শব্দ রচনা করিয়া লইতে হয়।

৬। গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া কিছু রচনা করিতে হইলে বা রচনাকে রাজশ্রী-মণ্ডিত করিতে হইলে সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন বিষয় লইয়া কিছু লিখিতে হইলে, তাহা তত্ত্বপযোগী ওজস্বী চাই। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না।

৮। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময় ভাষাকে অযথা পল্লবিত করিতে হয়। সংস্কৃতে একটি শব্দে যে ভাবের পরিপূর্ণ দ্যোতনা হয় তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে বাক্য-সংখ্যা বাড়াইয়া ঘুরাইয়া বলিতে হয়। ভাষাকে ওজস্বিনী ও গাঢ়বন্ধ করিতে হইলে সংস্কৃত বাক্যের রচনা-ভঙ্গীর জ্ঞানের প্রয়োজন।

৯। প্রাচীন ভারতের আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রাচীন ইতিহাসের সহিত সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করা চাই। সংস্কৃত শব্দের যথাযোগ্য প্রয়োগ ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়।

১০। কোন রচনার বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ সংস্কৃত সাহিত্য-পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিলে—সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে তাহাকে সাহিত্যে যথাযোগ্য বাগ্বিন্যাস দান করিতে পারা যায় না।

১১। আজকাল বাঙলায় আলঙ্কারিকতার অভাব নাই, তবু রচনাকে অলঙ্কারাঢ্য করিতে হইলে সংস্কৃত-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ ইহাতে অলঙ্কারের উপাদান আহরণের ক্ষেত্রটা খুব প্রশস্ত হয়। Wit সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত-জ্ঞানের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। বাঙলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট witty রচনার নিদর্শন—রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ অধিকার এই গ্রন্থে wit সৃষ্টির কিরূপ সহায়তা করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই হয়। শব্দবৈচিত্র্য ও শব্দালঙ্কার সৃষ্টির জন্য যে সংস্কৃত ভাষায় কতটা অধিকারের প্রয়োজন বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

১২। সমালোচনা-সাহিত্য, ইতিহাস, দার্শনিক সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বাঙলা ভাষায় এই সকল বিষয়ের বিবৃতির উপযোগী শব্দই নাই।

১৩। রচনাকে রসঘন ও সংহত করিতে হইলে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়—সে-সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষায় ভূরি ভূরি। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের একটি শব্দ বাঙলার এক একটি বাক্যের সমান, অর্থাৎ বাঙলায় যে ভাব প্রকাশ করিতে একটি বাক্য রচনা করিতে হইবে—সংস্কৃতের একটি মাত্র শব্দেই সে ভাব প্রকাশিত হয়। বিশেষণের সুষ্ঠু প্রয়োগ রচনাকে রসঘন করে। বাঙলা ভাষায় বিশেষণের সংখ্যা খুব বেশী নয়, সংস্কৃত ভাষায় অফুরন্ত, অসংখ্য বিশেষণ তদ্ধিত কৃদন্তের সাহায্যে রচনা করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। একটি বিশেষ্যের সঙ্গে সংস্কৃত বিশেষণ যতগুলি আদৌ অশোভন হয় না—খাঁটি বাঙলার বিশেষণ ততগুলি দিলে বাক্য ভারাক্রান্ত ও অশোভন হইয়া উঠে।

১৪। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ সাহিত্যিকগণ যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, অনেক সময় সে সকল শব্দের connotation বা denotation ঠিক থাকে না। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান থাকিলে ঠিক ঠিক অর্থে শব্দ-প্রয়োগে অধিকার জন্মে।

এইরূপে আরও বহুবিধ কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে—যে জন্য শিক্ষার্থী ও সাহিত্যিক মাত্রেরই সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন করা উচিত। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন না করিয়াও যাঁহারা সাহিত্য-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ অনুশীলন করিলে তাঁহাদের রচনার আরও শ্রীবৃদ্ধিই হইবে, ভাষা সমৃদ্ধতর হইবে এবং ভাব প্রকাশে স্বচ্ছন্দতা ও নির্ভীকতা জন্মিবে।

---

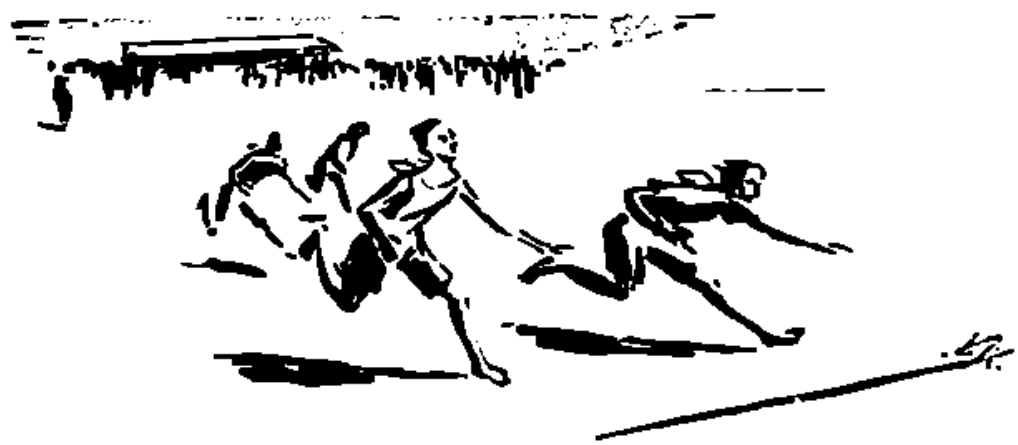

# আমাদের কি শিখতে হবে

শ্রীবেণু মিত্র

আমরা বোধ হয় মনে করি শিশুকে শেখাতে হবে ভাষা, শেখাতে হবে অঙ্ক, শেখাতে হবে দেশবিদেশের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। এগুলি একদিন আমরাও শিখে এসেছি, ওদেরকেও শেখাতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের দিনের শিশু বালক বা কিশোরকে আরও কতকগুলি কথা শেখাতে হবে, যা বোধ হয় আমাদের অভিভাবকরা আমাদের শেখাবার কথা মনে করেন নি। মনে করেন নি এইজন্য বলছি যে, আমরা যারা আজ অভিভাবক হয়েছি, সেই আমাদেরই মধ্যে ঐ কথাগুলি না জানার ত্রুটী রয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আজ আর কেউ শিখতে বললে সেটা আমরা ভাল মনে করব না হয়তো, হয়তো শিখে উঠতেও পারব না। তাই নানা কারণেই মনে হয় সে সব আজ থেকেই আজকের শিশু, বালক বা কিশোরকে যদি শেখাতে আরম্ভ করি, তবে হয়তো একদিন সমাজের চেহারাটা একটু বদলাবে।

সে কথাগুলি একদিক থেকে ছোটই।

কলকাতা সহরের পথ দিয়ে চলবার সময়—কলকাতা বলি কেন, বোধ হয় সর্বত্রই, কেননা যেটা জাতির চরিত্রদোষ, সেটা যে এখানে আছে, ওখানে নেই, এমন হতে পারে না—এ দৃশ্য কে না দেখেছেন যে, কর্পোরেশনের জলের কলটাকে কড়ি বা তার দিয়ে বেঁধে নেওয়ার ফলে কলতলায় যখন লোক নেই, তখন জল সমানেই পড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যতক্ষণ জল পড়বার সময়, ততক্ষণই ওটা দিয়ে জল পড়ছে। এই যে ঘটনাটা, আমাদের কাছে এটা এতই সাধারণ হয়ে গেছে যে, এটার অনুচিতি আমাদের চোখে কিছু ধরা পড়ে না। কিংবা এটার মধ্যে যে অনুচিত কিছু আছে, বোধ হয় জাতি হিসেবেই সে কথা আমাদের জানা নেই। সমস্ত সহর জুড়ে এই ভাবে জল অপচয় করবার কি ফল, তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এত জল নষ্ট করবার অধিকার কি নাগরিক হিসাবে আমাদের আছে?

যে বাড়ীতে অন্তত গঙ্গাজলের কলটা খানিকটা বিগড়ানো নয়, এমন বাড়ীর সংখ্যাই কি কম নয়? সেই কল দিয়ে জল পড়েই যাচ্ছে—আমরা যুক্তি দেখাই,

গঙ্গাজলই তো, কিন্তু গঙ্গাজল হলেও এইভাবে জল পড়তে না দেওয়ার যুক্তি কি আমাদের জানা আছে ?

মিল বা ফ্যাক্টরী এলাকার কোয়ার্টারে যাঁরা থাকেন তাঁদের কথা জানেন কি ? সেখানে সারা দিনে জলের কল যেমন বন্ধ হয় না, তেমনি সারা রাতে ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলো কখনও নেবে না—আর গরমের দিন হলে দিনে রাতে কখনোই পাখা বন্ধ থাকে না। এমনও দেখা গেছে যে, সেখানে উনুন কখনও নেবান হয় না। সেটা যে কবে ধরান হয়েছিল, তা আর এখন মনে নাই ; রোজ রান্না শেষে সেটা চাপা দিয়ে রাখা হয়, আবার প্রয়োজনমত ঢাকুনীটি তুলে নেওয়া হয়। সেই স্থানের লোকেরা জানে এখানকার জলের, আলোর বা কয়লার জন্য তো দাম দিতে হয় না—এর আর অপচয় কি ?

এইসব ঘটনাগুলি খুব ছোট। এমনি আরও অনেক ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কর্পোরেশন রাস্তা পরিষ্কার করে দিনে তিনবার। হয়তো কোথাও দুবার, কোথাও একবার। তথাপি বহু রাস্তারই দেখবেন ময়লা রাস্তার উপর জমেই আছে—এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায়। অর্থাৎ ময়লা ফেলবার যে পাত্রটি থাকে সে পাত্রটি আমার বাড়ী থেকে ছটা তিনটে বাড়ী এগিয়ে আছে। আমি দিনের মধ্যে যখন তখন ময়লা ফেলছি ( এমন নয় যে, জমাদার আসবার সময় আমাদের জানা আছে, ঠিক তার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা তা ময়লার পাত্রে না ফেলে অন্যত্র ফেলছি ), অথচ ছ' পা হেঁটে গিয়ে যে ঐ পাত্রে ময়লাটা ফেলে আসব, তা আমরা করি না। এমন কি, এমন জায়গায় ফেলতেও এতটুকু কসুর করি না যেখান দিয়ে আমার পাশের ঘরের লোকের যাবার পথ কিংবা হয়তো তার বসবার ঘর।

গ্রামের মত সহরে আমরা পাশাপাশি বাস করি না, সভ্যতার চিহ্ন হিসেবে একজনের মাথার উপর আর একজন, তার মাথার উপর আর একজন এই ভাবে বাস করি। ক্রমেই আমরা উঁচুতে উঠছি। এখন এইভাবে বাস করতে হলে যে আমাদের চলাফেরারও কিছু পরিবর্তন দরকার, সেটা মেনে চলবার প্রয়োজনবোধ আমাদের আজও হয়নি। দোতলা তিন তলার অধিবাসীরা যেভাবে ওপর থেকে ময়লা জল, পানের পিক ইত্যাদি নীচে ফেলে থাকেন, তা বড়ই বেদনাদায়ক। এমনও দেখেছি যে, মা তাঁর বছর তিনেকের ছেলেকে পাশে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে প্রস্রাব করাচ্ছেন পথের ওপর : পথ দিয়ে যারা যায়, তাদের সম্বন্ধে কি আমাদের এতটুকু ভাবনা আছে ?

জীবনের এমনি ছোট ছোট এই রকম বহু ঘটনা। এইটেই প্রমাণ করে যে, আমাদের জীবনে কোন সামাজিক বোধ বা সামগ্রিকতার বালাই নেই। যখন রাস্তার কলটাকে বেঁধে

রেখে নিজের জলটা নিয়ে চলে আসি, তখন একবারের জন্যও মনে পড়ে না যে, ক্রমাগত জল পড়ে যাবার জন্যে সামগ্রিকভাবে যে জলটার অপচয় হল, সেটা একটা সামাজিক অপব্যয় ; সমাজের একজন হিসাবে এ অপব্যয় করবার অধিকার আমার নেই। মিলের কোয়ার্টারে যখন সমানে বাতি জ্বলতে থাকে, পাখা চলতে থাকে, তখন প্রয়োজনের বাইরে সেখানেও যে একটা সামাজিক energy বা শক্তির অপচয় ঘটছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার পয়সা দিতে না লাগলেও অনর্থক অপচয়ই যে সামাজিক অপচয়, সেটা যে আমার করা উচিত নয়, এ বোধ আমাদের নেই। আমরা বুঝলে একমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত অপচয়টাই বুঝি, কিন্তু সামাজিক অপচয় বলে যে অপচয়টা, সেটাও যে পরোক্ষভাবে আমারই অপচয়, সমাজের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধবোধ আমাদের নেই।

পরাধীন দেশে বাস করে এতদিন আমাদের এ বোধ না থাকলেও চলছে চলে গেছে, কিন্তু স্বাধীন দেশের আমাদের ছেলেমেয়েদের এ বোধটা জন্মানো একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পৌরনীতি-জ্ঞান এত কম কেন? আমরা একটা কথা শুনেছি যে, 'ধ্যান করবে মনে মনে কোণে।' আমরা কোণে বা বনে বসে মনে মনে ধ্যান করতে জানি। সেইজন্যে ব্যক্তিগতভাবে ঔৎকর্ষের দৃষ্টান্তের অভাব আমাদের দেশে নেই। কিন্তু সামাজিক বোধ বলে আমাদের কিছু নেই, নেই একতা, নেই সঙ্ঘ—কেন না, সামাজিক শিক্ষা আমরা কিছু পাই নি। অনেক সময় একটা জিনিস আমাদের মোহগ্রস্ত করে যে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মান, গান্ধীজি জন্মান, কিন্তু সঙ্ঘের ক্ষেত্রে আমরা এত দুর্বল কেন? দুর্বলতা যে আমাদের কত ব্যাপক, তা ঐ পূর্বে উদ্ধৃত ছোট ছোট ঘটনাগুলি থেকেই প্রমাণ হবে। তবে মুস্কিল আছে একটা এই যে, ঐ ঘটনাগুলি যে দুর্বলতার পরিচয়, এ বোধ পর্যন্ত আমাদের লোপ পেয়ে গেছে বা কোনকালে জন্মায়ই নি। কিন্তু সত্যিই ঐগুলি আমাদের সামাজিক ও সামগ্রিক বোধের অভাবপ্রসূত। পাশ্চাত্যের পৌরজীবনে এ দুর্বলতাগুলি পাওয়া যাবে না।

তাই আমাদের শিশু, বালক ও কিশোরকে আজ এই সামগ্রিক চেতনাই দিতে হবে কিংবা ভাষান্তরে এও বলতে পারা যায় যে, আমাদেরই শিখতে হবে। আমরা না শিখলে তাদের শেখাবে কে? আমরা যেমন করে চলব, যেমন করে ভাবব তারা তো তেমন তেমনই শিখবে? সমগ্র সমাজের একজন হিসেবেই আমরা প্রত্যেকে সার্থক, একার সার্থকতাকে সার্থকতা বলব না, এ কথাটা যেন আমরা শিখি। তাহলে কল দিয়ে সমানে জল পড়তে দেখলে কল আমরা বন্ধ করে দেব, রাস্তার কল দড়ি বা তার দিয়ে বেঁধে রেখে নিজের জলটি নিয়ে চলে আসব না ; আলো হাওয়ার জন্য পয়সা না লাগলেও অনর্থক আলিয়ে বা চালিয়ে রেখে সামাজিক অপচয় ঘটতে দেব না, রাস্তায় দুধ জমাদারের আসার সময়ে ময়লা ফেলব, নয়তো ময়লার পাত্রে ফেলব, অন্যের বাড়ীর দোরগোড়ায় ফেলব না, দু পা এগিয়ে যাব, দোতলা তিনতলা থেকে অনবধানতা বশতঃ ময়লা জল, পানের পিক বা ময়লা নীচে ফেলব না।

ছোট হলেও এগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়েই একটি জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হতে পারে

শিক্ষা—পৌষ, ১৩৫৭

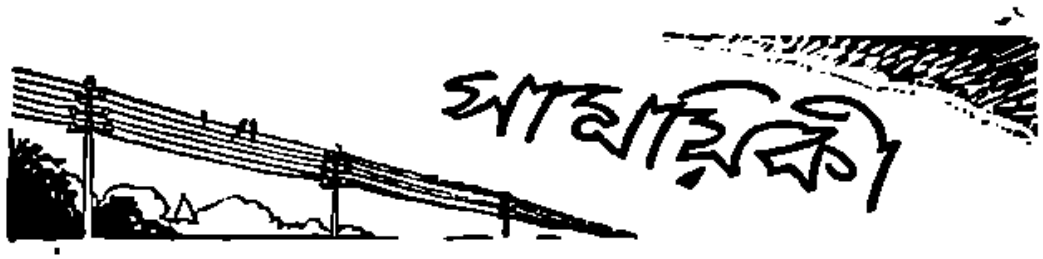


### সিনেমার সাহায্যে শিক্ষা

শ্রমিকদের জন্য কলিকাতার নিকটস্থ জনবহুল কোন শ্রমিক অঞ্চলে একটি সিনেমাগৃহ স্থাপন করিবার কথা চলিতেছে। এই সিনেমাগৃহে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী-সম্বলিত শিক্ষাবিষয়ক ছবি দেখান হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে বয়স্ক শ্রমিকদের শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে তাহা নিশ্চিত। বয়স্কদের শিক্ষা-বিষয়ক ছবি যদি বিভিন্ন স্থানের কলকারখানার শ্রমিক, চা বাগানের কুলি এবং অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের নিকট দেখাইবার মিয়মিত ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বয়স্কদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি ক্রমশঃ আগাইয়া যাইবে। শিশুদের শিক্ষার বিষয়েও সিনেমার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। শিশুদের উপযোগী শিক্ষা-বিষয়ক ছবি উঠাইয়া মফঃস্বল অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ সিনেমার সাহায্যে বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের দেখাইবার ব্যবস্থা করিলে শিশুদের নিরানন্দময় বিদ্যালয়ের জীবনে সহজে আনন্দ ও শিক্ষা দান করা যাইতে পারে।

### বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা—

সেবাগ্রামে গত ৩রা মার্চ হইতে অখিল ভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন আরম্ভ হয়। বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ বর্মণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু এবং প্রায় সমস্ত প্রদেশের প্রদেশপালরা সম্মেলনের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন। ভারতের সকল রাষ্ট্র হইতেই প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব পরিকল্পনা। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতসরকার বুনিয়াদী শিক্ষা আবশ্যক ভাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত ইউনিয়নের সমস্ত রাষ্ট্রেই বুনিয়াদি শিক্ষা চালু হইয়াছে। গোঁড়া গান্ধী-পন্থীরা বলেন, বর্তমানে বুনিয়াদি শিক্ষা নামে যে পদ্ধতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রকাশিত হইতেছে ইহাতে মহাত্মাজীর আদর্শ পুরাপুরি গ্রহণ করা হয় নাই। ভারতের মত বিশাল দেশে সর্বত্রই একই প্রথা চলিতে পারে না। সুতরাং যদি মহাত্মাজীর আদর্শের দিকে মোটামুটি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাবিদ্‌রা প্রত্যেক প্রদেশে সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হন, তাহা হইলে দেশ যথার্থ উপকৃত হইবে।

**পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—**

পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা আজ অনেক শিক্ষাবিদের মুখেই শুনা যাইতেছে। রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বর্ধণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম কথা হইতেছে, পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) বলিতে আমরা কি বুঝি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রায়ই বড় বড় নগরে অবস্থিত; জনবহুল নগর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া লইয়া পল্লী অঞ্চলে স্থাপন করিলেই কি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্ত ত্রুটি দূর হইবে? আমাদের মনে হয় বর্তমানের নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পল্লী অঞ্চলে উঠাইয়া লইয়া গেলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতবর্ষ গ্রামবহুল দেশ; দেশের শতকরা ৮০ জন গ্রামে বাস করে। পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সার্থকতা হইবে তখনই যখন গ্রাম অঞ্চলে এমন কতকগুলি শিক্ষা-নিকেতন স্থাপিত হইবে যেখানে গ্রামের লোকেদের পল্লী জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সুস্থ করিবার শিক্ষা দেওয়া হইবে। পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে পল্লীর সেবা-কার্যে ব্রত গঠন-কর্মী সৃষ্টি করা।

**মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের গবেষণা—**

মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেট-সংক্রান্ত বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, David Hare Training College এ মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ের গবেষণাগার (Psychological and Pedagogical Research Bureau) স্থাপনের জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে ১১,০০০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বৈদেশিক শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়। Training College, University ইত্যাদি স্থানে মোটা মাহিনা দিয়া বড় বড় পণ্ডিত লোকদের পোষা হয় বটে, কিন্তু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন আমাদের দেশের খুব কম লোকেই। সরকার যে Psychological and Pedagogical Research Bureau স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতাপন্ন কয়েকজন ব্যক্তি বা তাঁহাদের আত্মীয়দের পোষণই যেন না হয়। রাজনৈতিক প্রভাব বর্জিত ও দলমিরপেক্ষ প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিকেই এই কঠিন কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।

---

# বাঙলার শিক্ষক

একাদশ বর্ষ—১৩৫৭ সাল

## সূচিপত্র

### বৈশাখ—চৈত্র


পৃষ্ঠা

অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ

শিশুর শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ... ৯১

অধ্যাপক কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম-এ

আধুনিক শিক্ষার ধারা .... ৪৫, ৭৩

কবিশেখর কালিদাস রায়

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল .... ১৫

বালিকাদের শিক্ষা .... ৬১

আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ... ৭৯

বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ১২৬

ডাঃ পরিমল রায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি

শিক্ষা-সংস্কারে গান্ধীজি .... ১০৬

পার্ব্বতীকুমার রায় পালধি, বি-এ, বি-টি

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির এক অধ্যায় ২৯

মাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি

মাপেরিক শিক্ষা .... ১৮

মোহিতকুমার সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-টি

উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষা ... ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষনিক ... ২৫, ৩৭

শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ -- ১১০

রাইহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-টি

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় ৭৪

শিক্ষায় ভাব ও কাজ ১০৮

রুবি চ্যাটার্জ্জী, এম-এ, বি-টি

মনের গহনে ... ৭

# সূচিপত্র

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-টি

সভ্যতার বিবর্ত্তন ও শিক্ষা ... ৪০, ৪৭

সত্যেন্দ্রকুমার মণ্ডল, এম-এ, বি-টি

শিশুর ভাষা শিক্ষা ৯৪

সুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা ১১১

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, বি-এ, বি-টি

শিশুশিক্ষায় শাস্তির স্থান ৫০

হেমেন্দ্রনাথ দাস, এম-এস-সি

অঙ্কন শিক্ষা ... ... ৮২

পুস্তক পরিচয় .... ১৪, ২৩, ৫৩, ৮৯, ১১৭

সাময়িকী ১৩, ২২, ৩৯, ৪৫, ৭৯, ১০৩, ১১৬, ১৩২

সংগ্রহ .... ১০, ৩২, ৪২, ৫৯, ৮৯, ১২৯

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের

জন্য

চমকপ্রদ কাহিনী

# লক্ষ্মীবীর

হিল্‌ডা সেলিগ্‌ম্যান রচিত 'SKIPPO'-র

বাংলা অনুবাদ

◆

শান্তিনিকেতনের

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছোটদের উপযোগী ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদ করিয়াছেন

◆

ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা রং-বেরঙের ছবি

মূল্য ছয় আনা মাত্র

◆

জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ

১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# প্রিয়জনের উপহারে 'জেনারেলে'র বই

**অমলেন্দু দাশগুপ্তের**
## ডেটিনিউ

বহু প্রত্যাশিত ২য় সংস্করণ এতদিনে বাহির হইল। বিপ্লবী তরুণদের কারাকাহিনী;— দেশ ও জাতির মুক্তি-কামনা যাহাদের অপরাধ এবং পুরস্কার নির্বিচার কারাভোগ। মূল্য ২৲

**কমল দাশগুপ্তের**
## পরিচিতা

বহুপরিচিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় গানের সংগ্রহ। কথা রচনা করিয়াছেন শ্রীপ্রণব রায়, স্বরলিপি শ্রীনিতাই ঘটকের এবং সুর সংযোজনা করিয়াছেন বাংলার তথা ভারতের জনপ্রিয় সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত। মূল্য ৩৲

**কাজী আবদুল ওদুদের**
## কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড ৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৫৲

**বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়**

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রতি খণ্ড) ৪৲, মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী হৈমন্তী ৩৲, লীলাস্থলীর (৪র্থ সং) ৩৲, (২য় সং) ১৷৷০, শৃঙ্খল (৩য় সং) ২৷৷০, ঘরের বর্ষায় (২য় সং) ৩৲, বিশেষ রজনী ২৲, ঠিকানা (২য় সং) ২৷৷০, শতাব্দীর বসন্তে (২য় সং) ৩৲, শারদীয়া (২য় সং) ৩৲, অভিশাপ (২য় সং) ২৷৷০, ক্ষুধা ২৷৷০ বরযাত্রী (৩য় সং) ২৷৷০, চৈতালী ৩৲, হালদার সাহেব ২৲ কালো ঘোড়া ২৲ আগামীপ্রভাত ৩৲, ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা ২৲ সন্ধ্যনী (২য় সং) ২৲

বাসর ২৷৷০ দৈনন্দিন ২৷৷০

**প্রমথনাথ বিশী**

গল্পের মতো ১৷৷০, গালি ও গল্প ১৷৷০ রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর ৩৲ কোপবতী (২সং) ৩৲

**পরিমল গোস্বামী**

মহাম স্তর (২য় মুদ্রণ) ৩৲, ট্রামের সেই লোকটি (২য় সং) ২৲, ঘুঘু (২য় সং) ২৲, ব্ল্যাক মার্কেট ২৲,

ভূমন্তের বিচার (২য় সং) ১৷৷০

**নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

সমাজ ও যৌন সমস্যা ২৲, পায়ে চলার পথ ৩৲, অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

**সরোজকুমার রায়চৌধুরী**

মনের গহনে (২য় সং) ২৲, বসন্ত রজনী

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

টমাস বাটার আত্মজীবনী ৪৲

**শ্রীমতী আশালতা সিংহ**

অন্তর্যামী ১৷৷০, সমর্পণ ১৷৷০, সমী ও দীপ্তি ১৲, ভুলের ফসল ২৲

**শ্রীমতী রাণী রায়**

প্রেম ৩৲

**স্নেহ মিত্র** এম-এ

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ২৲ প্রাথমিক শিক্ষা ২৷৷০

**মোহিতলাল মজুমদার**

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (৩য় সং) ৫৲ বিস্মরণী (৩য় সং) ৪৲
ছন্দ-চতুর্দ্দশী ৩৲ বাংলার নবযুগ ৪৲ জয়তু সেতাজী ৩৲

রূপকথা (২য় সং) ১৲ — সুবীর শিশু গ্রন্থমালা — বসন্তের রাণী ৷৷০

ছেলেদের আরণ্যক ৩৲ লক্ষ্মীর ৷৵০ শিবাজী মহারাজ ১৲

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"—তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ ক'রো—"

আজ প্রতিগৃহে কর্ম্মযোগীর আবির্ভাবের প্রয়োজন।
জাতি ও দেশের চরম দুর্দ্দিনে পরম নির্ভরশীল আশ্রয়

—স্বামী বিবেকানন্দ—

মহামানব স্বামীজির চির-নবীন জীবনালেখ্য—
বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত
ও
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীতারকরঞ্জন রায়, এম-এস-সি, বি, এ, বি-টি কর্ত্তৃক লিখিত

—স্বামী বিবেকানন্দ—

জাতির প্রয়োজনে সামান্যমাত্র মূল্য দেড় টাকা

—এই গ্রন্থ সম্বন্ধে—

মাত্র দুইখানি সংবাদপত্রের মতামত

—উদ্ধৃত হইল—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মতামত জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—

"It is a brand new kind of book about Swami Vivekananda. .....The author of the book has handled his theme with great literary competence and brought to light many facts not contained in bigger biographies. The author's style is vibrant with life and beauty. The printing and the get.up are excellent."

আনন্দবাজার পত্রিকা—

লেখক এই পুস্তকে তরুণ সমাজের সম্মুখে ঐ লোকোত্তর মনীষীর জীবনী ও বাণীকে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক অপূর্ব্ব জীবন-মালা রচনা করিয়াছেন। লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বিষয় ও বাণী নির্ব্বাচনে বলিষ্ঠতা সর্ব্বোপরি তাঁহার লিখন-ভঙ্গী ও ভাষার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হইয়াছে। তরুণ সমাজ ইহা মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে নূতন সঙ্কল্প-মন্ত্র ও উদ্দীপনা পাইতে পারে বলিয়াই আমরা মনে করি। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও শোভন-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।"

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
৯৯এ, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা

*Edited, printed and published by Suresh C. Das, M.A., from Abinas Press (General Printers & Publishers Ltd.) 119, Dharamtola Street, Calcutta*